জননী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ডি. এম. লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

সোদরপম-সুহৃৎ

কবিরাজ শ্রীবিরাজমোহন সেনগুপ্ত

করকমলেষু

নিবেদন

চিত্র-শিল্পী চারু রায় একদিন গল্প করতে করতে এই নাটকে বর্ণিত প্রথম দৃশ্যের ঘটনাটুকু শুনিয়ে জানতে চাইলেন ওই ঘটনা অবলম্বন করে একখানি নাটক লিখতে পারি কিনা। চেষ্টা করে দেখব, বলে সেদিন চলে এসেছিলাম। সেই চেষ্টার ফলই এই "জননী" নাটক। নাটক শেষ করে তাঁকে শোনাবার সুযোগ পাইনি, তাই বলতে পারি না তিনি যেমন চেয়েছিলেন, তেমনটি হয়েছে কিনা। না হওয়াই স্বাভাবিক, কেন না তাঁর মন আর আমার মন যেমন এক নয়, তেমনি তাঁর মতো একজন শিল্পীর রসজ্ঞান থেকেও যে আমি বঞ্চিত।

নাটক অভিনীত হবার পর জনকত সমালোচক আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, আমি অকারণে পাশ্চাত্য-সমস্যা এদেশে আমদানি করে নির্বোধের মত কাজ করেছি। আমার কথা হচ্ছে এই যে, এ নাটকে কোন রকম সমস্যা আমি আনিনি এবং কোন সমস্যার সমাধানও করতে চাইনি। আমি জানি যে, কুমারীর মাতৃত্ব এমন একটা সমস্যা নয়, যার সমাধানে প্রবৃত্ত না হলে আর চলে না। এক পুরুষের লালসা-বহ্নিতে একটি নারী এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এবং তারই ফলে মাতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তাকে সারা জীবন ধরে যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, আমি শুধু তাই-ই দেখাবার চেষ্টা করেছি। সার্বজনীন না হলেই ও-বিষয়টি যে নাটকে স্থান পেতে পারে না, একথা সমীচীন নয়। কুমারী-জননী সম্বন্ধে এদেশের লোকের যে মনোভাব, তাতে যে আমি আঘাত করিনি, তা নাটকখানি যাঁরা পড়বেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন। নাটকের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সমালোচকেরা যা বলেছেন, তার কোন কোন কথা সত্য বলে স্বীকার

করতে আমি বাধ্য ; কিন্তু তাঁদের প্রধান অভিযোগটি আমার আজও অমূলক বলেই মনে হচ্ছে।

নাটকখানি আমি Experiment হিসেবেই গঠন করেছি। এর মাঝে তাই প্রচুর বায়োস্কোপ-সুলভ ঘটনার সমাবেশ করেছি। ওসব বাদ দিয়েও নাটকখানি অবশ্যই লেখা যেত। কিন্তু আমি তা লিখিনি এই কারণে যে, আমি নাট্যশালার জন্য নাটক লিখি। এবং নাট্যশালার খবর যারা রাখেন, তাঁরা জানেন যে, নাটক নিয়ে Experiment করবার সময় আজ এসেছে। টকির উপদ্রবে ও-দেশের লেখকদেরও তাই করতে হচ্ছে, আমাদেরও হবে। আমার এ চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলেও নতুন লেখকরা নতুনতর প্রণালী অবলম্বন করবেন এবং তাঁদের মাঝে যিনি শক্তিমান হবেন, তিনি অবশ্যই পথের সন্ধান দিতে পারবেন।

এই Experiment করবার সুযোগ আমি পেতাম না, যদি নাট্যনিকেতনের প্রোডিউসার এই নাটকখানি অভিনয়ার্থ গ্রহণ না করতেন অথবা এর অভিনয় সম্ভবপর করে তোলবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে নতুন ধরণের মঞ্চ গড়ে না তুলতেন। নাট্যজগতে তিনি দুঃসাহসী প্রডিউসার বলে পরিচিত। আমার বিশ্বাস তাঁর এই সাহসের পুরস্কার তিনি একদিন পাবেন।

নাচঘর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় আমার আগেকার তিন খানি নাটকের জন্য যেমন গান রচনা করে দিয়েছিলেন, তেমনি "জননী" নাটকের জন্যও সব কটি গান রচনা করে দিয়েছেন। নাটকের গান নাটককে উন্নত করে, রসকে জমিয়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করে। তাই নাটক যখনই জমে উঠতে দেখি, তখনই বন্ধুর দানের কথা স্মরণ না করে থাকতে পারি না।

গীতশিল্পী কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ দিয়েছেন গানের সুর। তিনিও সুলভ শিল্পী নন্। সুর দেবার সময় নাটকের রসের দিকটা তাঁর দৃষ্টির

বাইরে থাকেন না। তাই তাঁর দেওয়া সুরও নাটকের সম্পদ বৃদ্ধি করে। এটিও আমার ভোলবার কথা নয়।

প্রচ্ছদের ছবিটি স্নেহভাজন শিল্পী শ্রীঅখিল নিয়োগী এঁকে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, নাটক-বর্ণিত বিষয়টিকে তিনি ওই ছবি দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

নাট্য-নিকেতনের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক বাণীবিনোদ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী যে-শ্রম করে নাটকখানিকে অভিনয়ের দিক দিয়ে নিখুঁত করবার চেষ্টা করেছেন, তা আমি স্বচক্ষে দেখিছি। তাঁর ওই আগ্রহ, ওই অকাতর শ্রম ব্যতীত এ নাটক যে অভিনয়ের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করতে পারত না, তা আর কেউ না বুঝলেও, আমি বুঝি।

নাট্য-নিকেতনের শিল্পীরাও বরাবরই আমার নাটকের সাফল্য কামনায় আন্তরিকতা প্রকাশ করেন, এবারও তার অভাব দেখিনি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার সুযোগ সব সময়ে পাওয়া যায় না। তাই এই সুযোগটুকু অবহেলা না করে আদিতেই আমি সকলকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ইতি

বিনীত

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নাট্যনিকেতনে—জননী—প্রথম অভিনয়,

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪০

প্রযোজক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

স্মারক—শ্রীপাঁচকড়ি সান্ন্যাল।

[প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ]

মায়া	...	শ্রীমতী চারুশীলা
নিখিল	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
পরিচারিকা	...	শ্রীমতী তুলসী
বাংলোর বয়	...	শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায়
লোকরঞ্জন	...	শ্রীকালীগুহ
মোহিনীমোহন	...	শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (এমেচার)
বিলাস	...	শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
পশুপতি	...	শ্রীসুশীল ঘোষ
ইন্‌সপেক্টার	...	শ্রীশৈলেন্দ্র অধিকারী
কালু	...	শ্রীহরিদাস ঘোষ
চণ্ডী	...	শ্রীকুঞ্জ সেন
হেবো	...	শ্রীকালী গুপ্ত
সনাতন	...	শ্রীকালী গোস্বামী
আড্ডার গায়িকা	...	শ্রীমতী সত্যবালা
গঙ্গারাম	...	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র
পান্নারাণী	...	শ্রীমতী নীহার বালা
বিচারক	...	শ্রীউৎপলেন্দু সেন
সরকারী উকিল	...	শ্রীশৈলেন চৌধুরী
মনীশ	...	শ্রীকামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়

জুরীগণ—শ্রীবনবিহারী পান, শ্রীকমল নাগ, শ্রীশচীন মুখার্জ্জি, শ্রীঅমূল্য বিশ্বাস, শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী।

বনমালী কর্ম্মকার	...	শ্রীনরেন চক্রবর্ত্তী
ভূধর ভাদুড়ী	...	শ্রীজীবন গোস্বামী
হরেরাম সাহা	...	শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ
পেশকার	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
শাস্ত্রী	...	শ্রীনলিনী ঘোষ
মেট্রন	...	শ্রীমতী রাধারাণী
সুবল	...	শ্রীকমলকুমার নাগ (এমেচার)
জেলার	...	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অজয় (বালক)	..	শ্রীমান বিজন ঘোষ
গৃহ-শিক্ষক	...	শ্রীনরেন চক্রবর্ত্তী
নার্স	..	শ্রীমতী লীলাবতী
ডাক্তার	...	শ্রীহরিদাস ঘোষ
সিষ্টার	...	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
বেয়ারা	...	শ্রীনিরাপদ শীল
বলাই	..	শ্রীমতী রাণীসুন্দরী
হক	...	শ্রীমতী তুলসী
দামিনী	...	শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী
অরুণা	.	শ্রীমতী রাণীবালা
শুভা	..	শ্রীমতী বুলারাণী
অজয় (যুবক)	..	শ্রী ভাস্কর পাল
হারমোনিয়াম বাদক	.	শ্রীচারুচন্দ্র শীল
বংশীবাদক	...	শ্রীতিনকড়ি দাস
সঙ্গতী	.	শ্রীবনবিহারী পাল
বেহালা-বাদক	...	শ্রীঅমূল্য বিশ্বাস
আলোক-শিল্পী	...	শ্রীসুধীর সুর
সজ্জাকর	..	শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায় ও শ্রীমন্মথ দাস ধর

জননী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মায়ার বসিবার ঘর। ঘরের তিনটি দরজা। একটি দরজা দিয়া বাহির হইতে ভিতরে আসিতে হয়, একটি দরজা শয়ন ঘরের সহিত বসিবার ঘরের সংযোগ করিয়াছে। তৃতীয়টি দিয়া রান্না ঘরের দিকে যাইতে হয়। ঘরে দুটিমাত্র জানালা আছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মায়া একটি টেবিলের ওপরকার ফুলদানিতে একটি ফুলের তোড়া রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই দেখিতেছে। অদূরে নিখিল বসিয়া তাহার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

মায়া একটু পিছনে হটিয়া ফুলগুলি দেখিতে লাগিল। তারপর সামনে ঝুঁকিয়া তোড়াটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। মাথা নীচু করিয়া গন্ধ শুঁকিয়া মাথা তুলিল।]

মায়া। কী সুন্দর !

নিখিল। সুন্দর কি মায়া ? ফুল,—না ফুলেরই মতো তোমার ওই মুখখানি !

[মায়া ঘাড় বাঁকাইয়া নিখিলের দিকে চাহিল।

মায়া। নিখিল, দিন দিন তুমি বড় দুষ্টু হয়ে যাচ্ছ!

[নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া মায়ার কাছে যাইতে যাইতে কহিল।

নিখিল। তার জন্য দায়ী তুমি।

মায়া। সত্যি!

নিখিল। সন্দেহ আছে?

[মায়া তর্জনী তুলিয়া কহিল।

মায়া। কিন্তু নিখিল, আমি তোমার ছেলেবেলার সব দুষ্টুমির খবর রাখি।

নিখিল। বে দিলে।

মায়া। তা বৈ কি! তুমি ত মোটে আমার দু বছরের বড়।

নিখিল। ওই ত আমার অফ্‌শোস মায়া। বয়েসটা যদি আর দু চার বছর বাড়িয়ে নিতে পারতুম।

মায়া। তাহলে কি করতে?

নিখিল। আমি চোখ রাঙিয়ে আদেশ করতুম, আর—

মায়া। আর?

নিখিল। আর তুমি তাই পালন করতে।

[দুজনাই হাসিয়া উঠিল।

মায়া। সত্যি নিখিল, তুমি যদি কোন বেদুঈন দলের সর্দার হতে, তাহলে বেশ খুসী থাকতে পারতে, না?

নিখিল। কেন বল ত?

মায়া। তোমার পাশে-পাশে চারিদিকে ক্রীতদাসীর মতো মেয়েরা সব ঘোরা-ফেরা করত, আর তুমি যথেচ্ছ তাদের শাসন করে তোমার পৌরুষের পরিচয় দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে?

নিখিল। স্বভাবতই যারা ভীরু, তাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করে নিশ্চিতই আমি খুসী হতে পারতুম না। কিন্তু সে কথা থাক্। বেদুঈন না হয়ে বাঙালী হয়ে জন্মেছি বলে কাউকেই কি আমি বশ করতে পারি না?

মায়া। পার নাকি!

নিখিল। দেখবে?

[নিখিল মায়ার হাত ধরিয়া তাহাকে অর্গানের সম্মুখে স্থাপিত টুলের উপর বসাইল। মায়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পৌরুষের একটুখানি পরিচয় পেলে ত?

[মায়া হাসিয়া ফেলিল। নিখিল কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল।

হাসি নয় মায়া! আমি এখন একখানা গান শুনতে চাই।

[মায়া তাহার দিকে চাহিল।

মায়া। নিখিল, বলতে ইচ্ছে হয়, তুমি অনুপম।

[মায়া অর্গানের পর্দ্দায় হাত চালাইতে লাগিল

নিখিল। দেখলে ত, বেদুঈন সর্দ্দার না হয়ে, বেত না চালিয়েও তোমার মতো মেয়েকে বশ করা যায়।

মায়ার গান

বাঁশী বাজে হারা যৌবনে!

আজো তার সুর আসে, স্মৃতির সজল শ্বাসে,

মাধবিকা ঝুরে মনে মনে।

জানিনা কে এসেছিল কত—কত দিন আগে!

যেন ভাল বেসেছিল গোলাপের রাঙা রাগে!

কানে কানে ডেকেছিল, প্রাণে ছবি এঁকেছিল,
গেয়েছিল কোকিলের সনে।
অতীত কয়না কথা, বাঁশী আর বাজেনা গো,
বুক-ভরা ঘুমে ডেকে মিছে বলি—জাগো জাগো !
স্বপন ফেরেনা আর, যত করি হাহাকার
ওগো তাই হাসি প্রাণপণে !

[গান শেষ করিয়া মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিখিল মায়ার দু'খানি হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিল। মায়া টেবিলের উপর দেহভার রাখিয়া পিছনের দিকে হেলিয়া পড়িল]

নিখিল। একটা কথার জবাব দেবে মায়া ?

[মায়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

মায়া। এমন কি কথা নিখিল, যা মনে করেই তুমি অমন গম্ভীর হয়ে উঠলে ?

নিখিল। আর কত দিন তুমি তার জন্য অপেক্ষা করবে ?

[মায়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার দিকে চাহিল

বল, আরো কত দিন ?

[মায়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল।

মায়া। যত দিন বেঁচে থাকব।

[নিখিল মায়ার হাত ছাড়িয়া দিল। ধীরে ধীরে ফিরিয়া গিয়া যে আসনে বসিয়া ছিল, তাহাতেই গিয়া বসিল। মায়া তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।]

মায়া। তোমার ঋণ আমি জীবনে শুধ্‌তে পারব না, নিখিল।

নিখিল। তোমার কাছে বোধ হয় আমি উত্তমর্ণের মতোই ভয়ানক এক ব্যক্তি!

মায়া। তুমি যদি না থাকতে, তা হলে আমার আজ কী দুর্দ্দশাই হোতো, কী লাঞ্ছনা গঞ্জনাই না আজ আমায় সইতে হোত! তা থেকে আমায় তুমি বাঁচিয়েছ বলে কি এতটুকু কৃতজ্ঞতাও কখনো প্রকাশ করব না?

নিখিল। আমি কৃতজ্ঞতা চাই না মায়া, ভালবাসা চাই। তা যদি না দিতে পার, তাহলে কিছুই দিয়ো না—কৃতজ্ঞতা ত নয়ই।

মায়া। তুমিও যদি রাগ করে মুখ ফেরাও, তাহলে আমি কোথায় দাঁড়াই বলত?

নিখিল। কেন? তোমার কিসের অভাব? তোমার বাবা তোমার জন্য প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন, প্রণয়ীর জন্য তোমার হৃদয়ে রয়েছে ভালোবাসার অনন্ত উৎস......

মায়া। থাক, থাক নিখিল, অমন করে ওসব কথা অন্তত তুমি বলো না।

[মায়া মলিন মুখে চেয়ারে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। নিখিল মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল]

নিখিল। আমি চল্লুম মায়া।

মায়া। কোথায়?

নিখিল। বাড়ী।

মায়া। কাজ আছে বোধ হয়?

নিখিল। তুমি হয়ত মনে কর, এখানে বসে তোমার রূপের ধ্যান করাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ; কিন্তু তা নয়......

মায়া। নয় ?

নিখিল। না।

মায়া। বাঁচলুম। এতদিন আমি কেবলই ভাবতুম এই আপন-ভোলা লোকটির দৃষ্টি কেমন করে তার নিজের দিকে ফেরান যায়। এতদিনে......

নিখিল। পরিহাস করবার অধিকার কেবল তোমারই থাকবে মায়া ?

মায়া। পরিহাস করচি না, সত্যি কথাই বল্‌চি। আমি যে জানি আমার জন্য নিজের কি ক্ষতি তুমি করেচ, আমি যে শুনি পাড়া-পড়শীর আত্মীয়-স্বজনের অভাব-অভিযোগ দেখতে দেখতেই তোমার দিন কাটে।

নিখিল। আমি ওকথা শুনতে চাইনে, মায়া। সবাই আমাকে মহৎ ব'লে, উদার ব'লে, ভুল করে। ওই ভুল করেই আমাকে দূরে সরিয়ে রেখে দেয়। আমি কারু শ্রদ্ধা চাইনে। আমি চাই সকলে আমার স্বরূপের পরিচয় পাক। শ্রদ্ধা নয় মায়া, স্নেহ, ভালবাসা, মানবতার একটু স্পর্শ আমি পেতে চাই।

[মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নিখিলের কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

মায়া। তোমার মন আজ ভালো নেই নিখিল। তুমি বোস। আর একখানা গান শোন।

নিখিল। আর গান শোনবার মত মনের অবস্থা আমার নেই।

মায়া। তাহলে চল একটু বেড়িয়ে আসি। যাবে ?

নিখিল। না।

মায়া। তাও নয় ?

নিখিল। না। আমি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।

মায়া। বেশ, আমিও তোমায় কাছে টানব না !

নিখিল। তোমার ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটাতে আমিও আর আসবনা।

[নিখিল দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

মায়া। শোন, নিখিল।

[নিখিল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

তোমার দাবী কেন প্রত্যাখ্যান করি, তাই শুনে যাও।

নিখিল। শোনবার দরকার নেই, আমি তা জানি।

[নিখিল আবার দরজার দিকে মুখ ফিরাইল।

মায়া। জান ?

[নিখিল মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল।

নিখিল। জানি।

মায়া। জেনেও তুমি আমার ওপর রাগ করতে পার ?

[নিখিল আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল। রাগের কথা নয় মায়া, তাই রাগ আমি করিনি। কিন্তু আনন্দের কথাই কি ?

মায়া। আমি যদি তোমার সম্বন্ধে এম্নি কথা জানতুম, তাহলে আনন্দিত হতুম।

নিখিল। তুমি যদি জান্‌তে যে, দিনের পর দিন সব ভুলে, সবখানি নিষ্ঠা দিয়ে যার তুমি আরাধনা করছ, সে তোমাকে ঘৃণা করে দূরে রাখতে চায়, তাহলে তুমি আনন্দিত হতে ? হয়ত হতে। তোমার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

মায়া। এইত নিখিল, জান বলে জাঁক কর, অথচ কিছুই জাননা।

[নিখিল মায়ার কাছে ফিরিয়া আসিল।

নিখিল। তার অর্থ ?

[পরিচারিকা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। কৌচের সামনে টিপয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

মায়া। বোস নিখিল, চায়ে তোমার অরুচি নেই, তা আমি জানি।

[নিখিল বসিল। মায়া চা তৈরি করিয়া দিয়া বলিল।

জান নিখিল, রোজ সন্ধ্যায় দুজনে-জমে-ওঠা এই মজলিশটি আমার জীবনের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

[নিখিল পেয়ালাটি রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নিখিল। কিন্তু বিনা বাধায় জীবনের এই নিত্য-প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানটি অটুট রাখবার ব্যবস্থা তুমি কি ইচ্ছে করলেই করতে পারনা ?

মায়া। যদি পারতুম, তাহলে তাই-ই ত করতুম।

নিখিল। তোমায় দুর্ব্বল পেয়ে, অসহায় পেয়ে, মাতৃত্বের দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে এক ঘৃণ্য পশু...

মায়া। নিখিল! তুমি ভুলে যাচ্ছ নিখিল, সে আমার সন্তানের জনক, ঘৃণার পাত্র নয়।

[নিখিল তাহার দিকে চাহিয়া হাতের পেয়ালা রাখিয়া দিল।

নিখিল। তোমার সেই পূজার দেবতা তোমার আজ এম্নি অবস্থা করে গেছে যে, সমাজ থেকে, আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে এসে গোপনে তোমাকে বাস করতে হচ্ছে।

মায়া। আর তারই সুযোগ নিয়ে তুমি ..

[নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

নিখিল। বল, তারই সুযোগ নিয়ে আমি...

মায়া। তুমিও সেই জবরদস্তি করতে চাইছ, যা সে করে গেছে।

নিখিল। মায়া! মায়া!

[দুইহাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নিখিল আবার বসিয়া পড়িল। মায়া কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া নিখিলের হাত ধরিল]

মায়া। আমাকে ক্ষমা কর নিখিল। ও আমার অন্তরের কথা নয়।

[নিখিল টেবিলের উপর মাথা রাখিল।

[মায়া আর একখানা হাত দিয়া নিখিলের মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল।

নিখিল, আমি জানি, কোন রকম হীনতা কখনো তোমায় স্পর্শ করতে পারে না।

[নিখিল মাথা তুলিল, ধীরে ধীরে মায়ার দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিল।

বল, নিখিল, বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।

[মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

আমি আমার সব কথা প্রত্যাহার করছি। আমি বুঝেছি, নিজের সঙ্গে নিত্য এই সংগ্রাম সম্পূর্ণ নিষ্ফল, একেবারেই অর্থ বিহীন !

[নিখিল উঠিয়া মায়ার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল। তাই যদি বুঝে থাক, তাহলে বল, বল, কেন তুমি আমাকে দূরে ঠেলে ফেলতে চাও ? কেন তুমি পারনা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে ?

মায়া। (উঠিয়া) অমন করে ও প্রশ্ন করো না, নিখিল। আমি আজও নিজেকে প্রস্তুত করতে পারিনি...আজও...তুমি আমায় ক্ষমা কর নিখিল, আজই জবাব চেয়োনা, তুমি তা চেয়োনা।

[বলিতে বলিতে মায়া পর্দ্দা দেওয়া ঘরে ছুটিয়া গেল। নিখিল কিছুকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ছুটিয়া পর্দ্দার কাছে গিয়া ডাকিল।

নিখিল। মায়া! মায়া।

[নিখিল পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল। দেখা গেল মায়া শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে]

মায়া, আমাকে শুধু একটি কথা বল তুমি...বল ..

[মায়া শিশুকে শোয়াইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পর্দ্দার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে। দুজনার কেহ কোন কথা কহিলনা। কিয়ৎকাল আবিষ্টের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া মায়া কহিল]

মায়া। কাল, কাল নিখিল!

[মায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিখিল পর্দ্দাটা ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটা চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শঙ্করতলীর একটি বাংলো। দুই জনে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। একটি মোটা বেঁটে, আর একটি ঢ্যাঙ্গা, ছিপছিপে। মোটা লোকটির নাম লোকরঞ্জন বাবু। তিনি জমিদার। দ্বিতীয়টি মোহিনী মোহন, জমিদার বাবুর মোসাহেব।]

লোকরঞ্জন। জান মদন ..

মোহিনী। মদন না, মোহন। নাম মোহিনী মোহন, বন্ধুদের কাছে শুধুই মোহন। আপনিও যখন বন্ধু, তখন ..

লোকরঞ্জন। মোহন! কেমন? আচ্ছা। জান মোহন, স্রেফ শিকারের জন্য এত টাকা দিয়ে এই বাংলোটি কিনলুম।

মোহিনী। রাজা-রাজড়াবই যোগ্য কাজ। কিন্তু মহারাজ এই কি শিকারের যায়গা ?

লোকরঞ্জন। ওহে মদন ..

মোহিনী। মদন নয়, মোহন। ..

লোকবঞ্জন। আচ্ছা, আচ্ছা, মোহন। কিন্তু জান মোহন, শিকার বলতে আমি পাখী শিকাব বুঝি না।

মোহিনী। পাখী শিকার কি শিকাব নয় মহাবাজ ?

লোকরঞ্জন। দূর্-র্, পাখী শিকাব আবাব একটা শিকার। শিকার হচ্ছে মাছ।...রুই, কাৎলা, মৃগেল। যাবা শিকাবী নয়, তাবা বুঝতেও পাবেনা যে, মাছ চলে গভীব জলে। কিন্তু পাকা শিকারীর কাছে...হুঁ হুঁ ..হো ..হো...হেঃ...হেঃ...হেঃ...

[লোকরঞ্জন দুলিয়া দুলিয়া কুলিয়া কুলিয়া হাসিতে লাগিল]

মোহিনী। ও ..ও্...ও্.. বুঝেছি, বুঝেছি মহাবাজ। পাকা শিকাবীরা সজাগ থাকে বলেই বাজাবে মাছ পাওয়া যায়।

লোকরঞ্জন। জান, মদন !

মোহিনী। আবার মদন ! এই শোন...শোন...

[লোকরঞ্জন সামনে ঝুকিয়া পড়িল, মোহিনী তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া চীৎকার করিয়া কহিল।]

মোহন ! মোহন ! মোহন !

[লোকরঞ্জন মাথা তুলিয়া তাহাব দিকে চাহিল, কহিল]

লোকরঞ্জন। কি বাবা ! নাম শোনাচ্ছ ? শোনাও। একদিন ত যেতেই হবে, সজ্ঞানে নামটা শুনে রাখি...শালা যমদূত আর ছুঁতেও পাবেনা।

মোহিনী। কিন্তু মহারাজ...

লোকরঞ্জন। বল, মদন...

মোহিনী। নাঃ, এ শালা তাড়ালে।

[মোহিনী উঠিয়া দাঁড়াইল।

লোকরঞ্জন। এই! কোথা যাস্? বোস ..এই শালা মদনা, বোস।

[মোহিনী খানিকটা দূর অগ্রসর হইল। লোকরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল।]

আমার কথা অমান্য! জানিস! পরগণা মজিলপুরের মহারাজ আমি!

[মোহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। টলিতে টলিতে কাছে আসিল।

মোহিনী। আর ভুলবে না, বল! ভুলে মোহনকে আর মদন বলে ডাকবেনা, তাই বল.. .নইলে তোমার কাছেও যাবনা, তোমার মদও খাবনা। বল!

[লোকরঞ্জন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইল।

লোকরঞ্জন। বোস্ বাবা, বোস্। কিন্তু মোহন, তোর মত বুনকাঠকে দাঁড়কাক না বলে যে, মদন বলি, সে-ই তোর সাত পুরুষের ভাগ্যি।

মোহিনী। এই হোলো একটা কথার মত কথা। সাত পুরুষের পুণ্যির জোরই যদি না থাকবে, তাহলে বংশোজ্জ্বল করতে আমার মতো এই সোনার পিদিমটির আবির্ভাব হবে কেন? কিন্তু মহারাজ... এই পিদিমের তেল ফুরিয়ে গেছে...এঁ.. এঁ...এঁ...নেশা নিবু, নিবু.. উঁ...উঁ

[কাঁদিতে লাগিল। লোকরঞ্জন তাহার গ্লাসে মদ ঢালিয়া দিল]

লোকরঞ্জন। এই নে না রে, শালা...

মোহিনী। দাও, দাদা, দাও...আর একটু দাও...আর একটু...

[মোহিনী গ্লাস মুখে তুলিল।

লোকরঞ্জন। জানিস, মদন...

[মোহিনী রাগিয়া গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল।

মোহিনী। ভুলে কি একটিবারও মোহন বলতে পারনা ?

লোকরঞ্জন। জানিস মোহন, মেয়ে মানুষ ছাড়া মদ, যেন নুন-না-দেওয়া পান্তা। কিছুই স্বোয়াদ থাকেনা।

[মোহিনী উৎফুল্ল হইয়া মদের গ্লাসটা তুলিয়া লইল।

মোহিনী। এই রকম ভালো ভালো কথা বল দাদা, এই রকম ভালো ভালো কথা...

[এক চুমুক পান করিয়া গ্লাসটা রাখিয়া দিল।

কিন্তু জান দাদা, পাকা শিকারীরা রুই, কাৎলা, মৃগেল জলের তল থেকেই জালে ফেলে...

লোকরঞ্জন। আমিও পাকা শিকারী, মদন।

মোহিনী। মদন নয়, মোহন।

লোকরঞ্জন। জাল আমিও ফেলব, মদন।

মোহিনী। মদন নয়, মদন নয়, মোহন, মোহন।

লোকরঞ্জন। আচ্ছা, আচ্ছা, মোহন। জাল আমিও ফেলব মোহন...এইখেনে বসেই।

মোহিনী। এই ড্যাঙ্গায় মহারাজ ?

লোকরঞ্জন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ড্যাঙ্গায়। পরগণা মজিলপুরের মহারাজ আমি। এই বয় ! বয় !

[বয় ছুটিয়া আসিল]

তুমি বয় ?

বয়। জী, হুজুর।

লোকরঞ্জন। বাবা বয়, গোটা দুই পরী জুটিয়ে দিতে পার ?

বয়। হুজুরকা মতলব নেহি মালুম হোতা হ্যায়।

লোকরঞ্জন। নেহি হোতা হ্যায় ? আচ্ছা দেখো ..

[লোকরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচা খুলিয়া অবগুণ্ঠনের আকারে মাথায় দিল]

এইসে ? ঔরৎ ! হ্যায় ?

বয়। জী হুজুর।

লোকরঞ্জন। জলদি লে আও, জলদী !

[বয় চলিয়া গেল।

জান, মদন !

মোহিনী। মদন নয়, মোহন, মোহন।

লোকরঞ্জন। জান মোহন, একেই বলে মানস সৃষ্টি। শাস্তর পড়েছ কখনো ? মানস সৃষ্টি হচ্ছে, যা মনে করলুম, অমনি তাই-ই হোলো। শাস্ত্র বলে প্রজাপতি যা ইচ্ছে করতেন, তাই সৃষ্টি করতে পারতেন। আমিও চাইলুম মেয়ে মানুষ, হোলোও তাই !

মোহিনী। প্রজাপতি নিজেই কি ছিলেন, জানত ? তিনি নিজেই ছিলেন শুঁয়োপোকা। সখ হল, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াবেন,— অমনি হয়ে গেলেন প্রজাপতি। মানস-সৃষ্টি।

লোকরঞ্জন। দুর্ র্-র্ মাতাল ! সে পতঙ্গ-প্রজাপতি নয়, ব্রহ্মা, ব্রহ্মা ! সেই লালচে, ভুঁড়িওয়ালা, চার-মুখো, সব খেকো দেবতা... তাঁরই নাম প্রজাপতি . বুঝলে মদন

মোহিনী। ...মোহন।

লোকরঞ্জন। আচ্ছা, আচ্ছা, মোহন, মোহন। বাবা মোহন, কার যেন গলার মিঠে আওয়াজ পেলুম। এগিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসত।

[মোহিনী উঠিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

শালা পাঁড় মাতাল।

[মোহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মোহিনী। মাতাল !

লোকরঞ্জন। খালি হাতে যাচ্ছ অভ্যর্থনা করতে...পূর্ণপাত্র নিয়ে যাও, বরণ করে নিয়ে এস...

[লোকরঞ্জন মোহিনীর হাতে মদ্যপাত্র দিল। মোহিনী তাহাই লইয়া দুয়ার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া টেবিলের ওপর পাত্রটি রাখিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

লোকরঞ্জন। কি মদন ?

মোহিনী। চুপ্, ম্যানেজার এসেছে।

লোকরঞ্জন। কে এসেছে ?

মোহিনী। ম্যানেজার, নতুন ম্যানেজার।

লোকরঞ্জন। তা, খবর না দিয়ে কেন এল ?

মোহিনী। সে কৈফিয়ৎ আপনিই চাইবেন, মহারাজ।

[মোহিনী জানালার কাছে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বিলাস প্রবেশ করিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর মোহিনীর কাছে গিয়া কহিল]

বিলাস। এই উল্লুক।

উঠিল।

লোকরঞ্জন। ওর নাম মদন নয়, মোহন।

[বিলাস লোকরঞ্জনকে একবার দেখিয়া লইল মাত্র। তাহার পর মোহিনীকে কহিল]

বিলাস। এ সব হচ্ছে কি ?

মোহিনী। উনি বল্লেন...

বিলাস। আর বেয়ারা খানসামাদের সঙ্গে ইয়ার্কি !

মোহিনী। উনিই ডাকলেন...

বিলাস। আমি তোকে বলিনি ওঁর কাছে কখনো না আসতে।

মোহিনী। আর আসবনা।

বিলাস। যাঃ।

[মোহিনীর ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা দিল। সে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। বিলাস লোকরঞ্জনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল]

বিলাস। আপনার জমিদারী থাকবেনা।

লোকরঞ্জন। থাকবে না ?

বিলাস। না।

লোকরঞ্জন। তাহলে মদনকে ডাক। জমিদারী যখন থাকবেই না, তখন মিছে কেন আর ভেবে মরি...দিন রাত মদ খেয়েই আমোদ করি।

বিলাস। শুনুন আমার কথাটা...

লোকরঞ্জন। না, না। জমিদারী যখন থাকবেই না, তখন বিষয় সম্পত্তির কথাতে আমি নেই।

বিলাস। আমাকে তাহলে রেখেছেন কেন ?

লোকরঞ্জন। তাতে আর এমন একটা অন্যায় কাজ কি করেছি ? তোমাকে ম্যানেজার করে বিষয়-সম্পত্তির সকল কাজ ত তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। কথা ছিল, তুমি শুধু আমাকে মদ দেবে, আর

মেয়েমানুষ যোগাবে। তা না করে তুমি আমাকে উপদেশ দিলে, তুমি আমার মদনকে তাড়ালে! এ দুঃখ আমার আর যাবেনা।

[কাঁদিতে লাগিল

বিলাস। মোহন গেছে, তাতে হয়েছে কি রাজাবাহাদুর। আমিইত রয়েছি।

লোকরঞ্জন। তুমি? তুমি ত আমার কোন কথা শুনবে না।

বিলাস। কেন শুনব না রাজাবাহাদুর? আমি যে আপনার চাকর। আর জানেন আপনার জন্য আমি কি করেছি? শুনুন...

[কানে কানে কথা কহিল

লোকরঞ্জন। সত্যি?

বিলাস। এখনি দেখতে পাবেন। কিন্তু..

লোকরঞ্জন। আর কিন্তু নয়। শুভস্য শীঘ্রং। দুর্গা শ্রীহরি স্মরণ করে পা বাড়াও তুমি। ভাবচ কি? টাকা? সঙ্গে কিছু আছে বৈকি।

[এক তাড়া নোট বাহির করিয়া দিল। বিলাস সেগুলি নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল]

লোকরঞ্জন। ভাবচ কি?

বিলাস। ভাবচি, টাকার লোভ দেখিয়ে ত তাকে জয় করা যাবেনা। তবুও...আচ্ছা, থাক টাকাগুলো আমার কাছে। আমি চল্লুম।

লোকরঞ্জন। শিগ্‌গীর এসো কিন্তু।

বিলাস। তা আর বলতে।

[বিলাস চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে লোকরঞ্জন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়াইল। দরজার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

লোকরঞ্জন। মদন! দূর্! মোহন, মোহন! আয় বাবা, আয়।

[মোহিনী প্রবেশ করিল।

দেখ্‌লিত এবার আর ভুল হয়নি। কেমন বলে ফেল্লুম, আয় বাবা মোহন, আয়!

মোহিনী। না, আমি যাব না।

লোকরঞ্জন। যাবনা বল্লেই কি হয়?

মোহিনী। ও আমার অপমান করলে...

লোকরঞ্জন। আমারও ত অপমান করলে, মদন।

মোহিনী। আবার মদন!

লোকরঞ্জন। মোহন, মোহন। এই ত্যাখ্ মোহন, ও শালাকে আমি গ্রাহ্য করি? আমি পরগণা মজিলপুরের রাজা...ও আমার চাকর। তুই আয় বাবা, বোস্।

[মোহিনীকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইল।

মোহিনী। ওর মেজাজ দেখেই আমার নেশা ছুটে গেছে।

লোকরঞ্জন। আর একটু খা, বাবা।

মোহিনী। নাঃ। আজ আর আমি খাবনা।

তৃতীয় দৃশ্য

[মায়ার বসিবার ঘরে নিখিল বসিয়া আছে। পর্দ্দা ঠেলিয়া মায়া প্রবেশ করিল। নিখিলকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল।]

মায়া। একি! নিখিল, তুমি এখনো বসে আছ?

নিখিল। তোমারই জন্য।

মায়া। আমি শুধু নিজেকে প্রস্তুত করবার সময় চেয়েছি। তুমি

আমাকে তাই দাও। তারপর... ..তারপর, হয়ত আমার সর্বস্বই তুমি পাবে।

নিখিল। তোমার সে-দান আমি চাই না।

মায়া। তার অর্থ?

নিখিল। সানন্দে যা তুমি দিতে পারবে না, তা গ্রহণ করবার মতো ভিক্ষুক আমি নই।

মায়া। তুমি কেমন করে জানলে যে, আমার এই আত্মদানের কল্পনা আমাকে আনন্দ দেয় না, ব্যথাই দেয়?

নিখিল। আমি অন্ধ নই, মায়া। আমি তোমার চোখের কোণে জল জমে উঠ্‌তে দেখেছি।

মায়া। সে কিছুই নয় নিখিল, সামান্য দৌর্বল্য।

নিখিল। আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করো না, মায়া। আমি বুঝতে পারছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে তোমার অন্তরে আঘাত লাগছে।

মায়া। কেন, তাও কি অনুমান করেছ?

নিখিল। না।

মায়া। তোমাকে আমি সইতে পারি না বলেই কি?

নিখিল। তা মনে হলে তোমার মুখ থেকে সেই কথাটি শোনবার জন্য আমি এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করতুম না।

মায়া। তাহলে বুঝেছ. কারণ তুমি নও, তোমার দাবীও নয়? বল, এটা তুমি সত্য বলে বিশ্বাস কর।

নিখিল। তোমার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করি না।

মায়া। তাহলে শোন, নিখিল, কিসের বেদনা থেকে থেকে আমাকে আঘাত দেয়...

[নিখিল মায়ার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল

তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবার আগে এই কথাটি আমি কিছুতেই

ভুলতে পারছিনে যে, আজ যদি নিজের সুখের আশায় আমি তাই করি, তাহলে...

[মায়ার কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল।

নিখিল। বল, বল মায়া, তাহলে—?

মায়া। তাহলে আমার খোকার নাম-গোত্র-পরিচয় সবই যে লোপ পেয়ে যায়, নিখিল! আমি তাই...

নিখিল। তুমি তাই তারই জন্য অপেক্ষা করতে চাও?

[মায়া কোন কথা কহিল না। টেবিলের উপর দুই হাতের ভর রাখিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিখিল। একান্ত স্বার্থপরের মতো আমি শুধু নিজের সুখের কথাই ভেবেছি। তোমার সন্তানের কথা তো একবারও আমার মনে হয়নি। তুমি সত্য বলেছ, মায়া। ভিন্ন কোন পুরুষকে তুমি আত্মদান করতে পার না। আমরণ তোমাকে তারই জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

[মায়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিল

মায়া। তোমার বন্ধুত্ব? তোমার স্নেহ?

[বাহির হইতে কে যেন দুয়ারে আঘাত করিল। নিখিল ও মায়া সেইদিকে চাহিল। আবার আঘাত হইল।

নিখিল। আসুন ভিতরে।

[দুয়ার খুলিয়া যে আসিল তাহাকে দেখিয়া মায়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল]

মায়া। কে!

[যে আসিয়াছিল, সে আর কেহ নহে—বিলাস

বিলাস। আমি এসেছি, মায়া।

[নিখিল একবার বিলাসের দিকে চাহিল আর একবার মায়ার দিকে। তারপর পর্দা দেওয়া দরে চলিয়া গেল

বিলাস। আমি কি আমার সব অধিকার হারিয়েছি, মায়া ?

[মায়া কোন কথা কহিল না।

বিলাস। আমার কোন অপরাধ নেই। জানইত মায়ের আদেশ আমি লঙ্ঘন করতে পারিনি। আমি শেষ অবধি চেষ্টা করেছিলুম।

মায়া। শেষটায় তাহলে মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করতেই হোলো ?

বিলাস। তোমার জন্য না করতে পারি, এমন কাজ নেই মায়া। আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি—শুধু তোমার জন্য, তোমারই জন্য মায়া।

মায়া। তোমার এই অনুগ্রহের ঋণ আমি স্বীকার করছি।

বিলাস। না মায়া, ও সুরে কথা কইলে আজ চলবে না। আমি স্বীকার করছি তোমার প্রতি আমি অবিচার করেছি। বাধ্য হয়ে আমাকে যা করতে হয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত, অনুতপ্ত। তোমার মার্জ্জনা পাব জেনেই আমি এসেছি। আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়োনা!

মায়া। ফেরাতে পারি কৈ ? ফেরাবার পথ নিজেই যে বন্ধ করে ফেলেছি !

বিলাস। আমি জানি, তুমি আমায় কত ভালবাস। তা জানি বলেই ত এতখানি অপরাধের বোঝা নিয়েও আজ তোমার কাছে আসতে সাহস পেয়েছি।

[বিলাস মায়ার কাছে গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সোফায় বসাইল।

বিলাস। দুঃখ আমিও পেয়েছি। দিবারাত্র শুধু এই কথাই মনে হয়েছে যে, সরল বিশ্বাস নিয়ে যে তার সর্ব্বস্ব আমাকে দিল, কৃতঘ্নতাই হোল তার প্রাপ্য।

মায়া। ও-কথা থাক্ বিলাস।

বিলাস। না বল্লে হৃদয়ের ভার হাল্কা হয় না। দিনে দিনে তা যে দুর্ব্বহ হয়ে উঠছে।

মায়া। তেমন কোন অসুবিধায় আমাকে পড়তে হয়নি—কেবল...

বিলাস। হঠাৎ পাঞ্জাবে চলে গেলুম চাকরী নিয়ে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার অবসরটুকুও পেলুম না। ওখানে গিয়ে চিঠি লিখলুম। সে চিঠি ফেরৎ গেল। তুমিই বা এমন করে আত্মগোপন করে রয়েছ কেন?

[পদ্দা ঢাকা ঘরের ভিতর একটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল।

বিলাস। ওকি! কে কাঁদে মায়া?

[মায়া মাথা নীচু করিয়া কহিল।

মায়া। ও আসবে জেনেইত আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আমায় চলে আসতে হোলো।

বিলাস। ছেলে না মেয়ে? কতবড়টি হয়েছে? দেখতে কেমন?

মায়া। ঠিক তোমারই মত, বিলাস।

[বিলাস অস্বস্তি করিয়া মুখ ফিরাইল।

বিলাস। মাতৃত্বের গরবে তোমার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মায়া। কিন্তু আমি ভাবছি কর্ত্তব্যকে আর ত ফাঁকি দেওয়া চলে না।

মায়া। বুঝতে পারছি না।

বিলাস। আমাদের মিলনে যাতে আইনত সিদ্ধ হয়, তার একটা ব্যবস্থা না করলে আর ত চলে না। ভাবছি পুরুত ডেকেই কাজটা সেরে ফেলব, না রেজিষ্ট্রারের শরণাপন্ন হব। তুমি কি বল?

মায়া। সে-কথা পরে হবে। এখন চল, খোকাকে দেখবে না?

বিলাস। দেখব না?

[দুইজনে দরজার কাছে গেল। মায়া পর্দ্দা সরাইল। দেখা গেল নিখিল দরজার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া খোকাকে আদর করিতেছে। বিলাস পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া সরিয়া আসিল।]

বিলাস। ও কে!

মায়া। ও নিখিল। আমার ছেলে-বেলাকার বন্ধু। ওরই দয়ায় ত বেচে আছি। খোকাকে ও কত ভালবাসে।

বিলাস। শুধু খোকাকেই! তার মাকে নয়ত?

[মায়ার মুখ ভারি হইয়া উঠিল। বিলাস হাসিয়া কহিল

সব অধিকার যখন সহজেই দিয়েছ, তখন একটুখানি পরিহাস করবার অধিকারই বা কেন পাবনা?

মায়া। আচ্ছা, আমি যদি বলি নিখিল আমাকেও ভালবাসে? তাহলে?

বিলাস। তাহলে, তুমি ভাবচ, হিংসেয় আমি ফেটে পড়ব? আমি কি আমার মায়াকে জানিনা?

মায়া। জেনে বুঝেও যে তোমরা ভুল কর।

বিলাস। তোমার প্রতি অবিচার আমি অনেক করেচি, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ভুল কখনো করিনি।

মায়া। তাহলে চল, তোমার ছেলেকে দেখবে?

['তোমার ছেলে' কথাটা শুনিয়াই বিলাস চমকাইয়া উঠিল, পরক্ষণেই সহজ ভাবেই কহিল]

বিলাস। দেখব এখন। সারা-রাতই ত পড়ে রয়েছে। এখন চল, একটু বেড়িয়ে আসি। আমার এক ধনী বন্ধু আমাদের অপেক্ষা করছেন। কথা দিয়ে এসেছি তোমাকে আজই সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বাইরে মোটার রয়েচে, যাব আর আসব।

মায়া। কিন্তু আমি কি করে যাব? ঝি ছুটি নিয়ে গেছে। আজ রাতে ফিরবেনা। খোকা একা থাকবে কি করে?

বিলাস। একা থাকবে কেন?

মায়া। তাকে আমি নিয়ে যেতে পারবনা।

বিলাস। না, না, তাই-ই বা যাবে কেন? তোমার অভিভাবক রয়েছে, খোকাকে সে ভালবাসে...আমরা যতক্ষণ না ফিরে আসচি, ততক্ষণ খোকাকে সে দেখবে না?

মায়া। কিন্তু তাই-ই বা ওকে বলি কি করে?

বিলাস। তোমার জন্য কত কিছু করেছে, আর এইটুকু করবে না? অবশ্যই করবে। তুমি ওকে বলে এস। আমি ততক্ষণ মোটারে যে বাবুটি বসে আছেন, তাঁকে গোটা কতক কথা বলে কাজটা সেরে ফেলি। বেশী দেরী করোনা যেন।

[উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিলাস চলিয়া গেল। মায়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিখিল পর্দা ঠেলিয়া বহির হইয়া আসিল]

নিখিল। তুমি একা বসে?

মায়া। নিখিল! শোন।

[নিখিল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মায়া। কে জান?

নিখিল। পরিচয় করিয়ে দাওনি। তবুও বুঝেছি কে!

মায়া। আমার একদিনকার প্রতীক্ষা সার্থক হোল, নিখিল।

নিখিল। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তোমরা সুখী হও।

মায়া। তোমার আশীর্ব্বাদ নিখিল; কিন্তু নিখিল, আজ আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

নিখিল। বল, কি চাও তুমি ?

মায়া। তখন তুমি বলেছিলে আমার বন্ধুত্ব কখনো তুমি উপেক্ষা করবেনা।

নিখিল। এখনও তাই বলছি।

মায়া। কখনো না ?

নিখিল। কখনো না। কিন্তু বিলাস বাবু কোথায় ?

মায়া। ও আমাকে এখুনি ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়! যাবে না বলতেও ভরসা পাচ্ছিনে।

নিখিল। না বলাইত উচিত।

মায়া। কিন্তু খোকা কি করে একা থাকবে ?

নিখিল। যতক্ষণ না তোমরা ফিরে এস, ততক্ষণ আমিই না হয় তার কাছে থাকব। জানত ওতে আমার ক্লান্তি নেই। তুমি কাপড়টা বদলে নাও।

মায়া। এইত বেশ আছে।

নিখিল। না, না, তা হয় না। ওভাবে কি কোথাও যাওয়া যায় ?

মায়া। কিন্তু ও যে বল্লে বেশি দেরী না হয় যেন।

নিখিল। এমন আর কি দেরী হবে! তুমি যাও।

[মায়া পর্দা দেওয়া ঘরে চলিয়া গেল। নিখিল একখানি চেয়ার দুই হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিলাস প্রবেশ করিল।

বিলাস। মায়া ! এই যে, আপনি ! নমস্কার !

[নিখিল প্রতি-নমস্কার করিল

বিলাস। মায়ার মুখে আপনার দয়ার কথা শুনলুম। ফিরে এসে আলাপ জমিয়ে তুলব এখন। তার আগেত আপনি ছুটি পাচ্ছেন না।

নিখিল। আপনি এসে ওদের বাঁচিয়েছেন।

বিলাস। আমার অপরাধ অমার্জনীয়! তবুও, না চাইতেই, মায়া আমাকে ক্ষমা করেছে। আর আমরা যে বেঁচে আছি, তা ওদেরই শুই উদারতার ফলে।

নিখিল। মায়ার মতো মেয়ে সংসারে বিরল।

বিলাস। ঘটনাচক্রে ওর মতো মেয়ের প্রতিও আমাকে অবিচার করতে হয়েছিল, একথা যখনই মনে হয়, তখনই, নিখিলবাবু, নিজেকে নিজেই আমি ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করি।

নিখিল। যা হয়ে গেছে, তার জন্য ক্ষোভ করে লাভ নেই। আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হোক।

বিলাস। সেবা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে যদি ওর অন্তরের বেদনা দূর করতে পারি, তাহলে, কেবল তাহলেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব। এই যে মায়া! নিখিলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আপনা থেকেই নিবিড় হয়ে উঠেছে, ফিরে এসে তুমি তা নিবিড়তর করে দিয়ো। আপনিত অপেক্ষাই করছেন। আমি জানি আপনার উপর এ জুলুম করবার অধিকার মায়ার আছে, আমার নেই। মায়ার সেই অধিকারের খানিকটা অংশ আমি জোর করেই দাবী করলুম বলে অপরাধ নেবেন না।

মায়া। আসি নিখিল?

নিখিল। এস।

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিলাস কহিল

বিলাস। আধ ঘণ্টার মাঝেই আমরা ফিরে আসচি।

নিখিল। আপনারা ফিরে না আসা অবধি আমি অপেক্ষা করব।

[তাহারা চলিয়া গেল। নিখিল জানালার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইল।

ফুলের তোড়া হইতে একটি ফুল লইয়া আনমনে ছিঁড়িতে লাগিল। দুয়ারে আবার করাঘাত হইল।]

নিখিল। কে?

পশুপতি। (নেপথ্য হইতে) আসতে পারি কি?

নিখিল। হ্যাঁ, আসুন।

[পশুপতি প্রবেশ করিল। তাহার চেহারা দেখিয়া নিখিল চমকাইয়া উঠিল।

পশুপতি। আপনার নাম নিখিলবাবু?

নিখিল। হ্যাঁ, বসুন।

[পশুপতি বসিল

নিখিল। আপনাকেত চিনতে পারচি না।

পশুপতি। হেঁ, হেঁ, সামান্য লোক আমরা। আপনার বদান্যতার সব খবর আমি রাখি।

[পশুপতি পকেট হইতে সিগার কেস বাহির করিল

পশুপতি। একটা সিগার?

নিখিল। মাপ করবেন, অভ্যেস নেই।

পশুপতি। কিছু মনে করবেন না। আমি একটা না ধরিয়ে পারচি নে।

[পশুপতি সিগার ধরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে টানিতে লাগিল, নিখিল বিরক্ত হইয়া উঠিল।

নিখিল। রাত হয়ে যাচ্ছে। আপনার বক্তব্যটা বলে ফেলুন।

পশুপতি। তেমন কিছুই নয় নিখিলবাবু। সামান্য একটা সংবাদ দিতে এসেছি।

নিখিল। সামান্য একটা সংবাদের জন্য এত রাতে...........

পশুপতি। একজন ভদ্রলোককে বিরক্ত করা অভদ্রজনোচিত, কেমন ?

নিখিল। না, ঠিক তা নয়।

পশুপতি। ঠিক তাই। কিন্তু জানেন নিখিলবাবু, যে খবরটা এখন খুবই সামান্য বলে মনে হচ্ছে, অসলে তা মারাত্মকও হতে পারে।

নিখিল। বেশত বলুন না, কি আপনি জানতে চান ?

পশুপতি। একটু আগে এই বাড়ী থেকে একখানি মোটার বেরুতে দেখলুম। ও রকম গাড়ী এ অঞ্চলে দ্বিতীয় আর একখানি নেই। আর ও গাড়ী যিনি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি অত্যন্ত ধড়ীবাজ লোক, পরের টাকা নিজস্ব করে নেবার ক্ষমতায় এ দেশে তিনি অদ্বিতীয়।

নিখিল। আপনি কে না জানিনে। যেই হৌন, আমার একজন বন্ধু সম্বন্ধে একটু সংযতভাবে কথা কইলেই আমি সুখী হব।

পশুপতি। আচ্ছা লোকটির কথা তাহলে থাক, গাড়ীখানির কথাই শুনুন। জীবনে চারবার ওই গাড়ীখানি আমি দেখেছি। আর প্রতিবারেই ওর চলবার পথ ও রক্তাক্ত করে রেখে গেছে।

নিখিল। তার অর্থ ?

পশুপতি। ভাষার ভাবার্থ বোঝবার ক্ষমতা আপনার আছে নিখিলবাবু।

নিখিল। খুন ?

পশুপতি। তাই অনুমান করেন।

নিখিল। কে আপনি ? বলুন।

পশুপতি। এই সামান্য একটা সংবাদে আপনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন, বলুনত ?

নিখিল। আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে উত্তেজিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা লোকটি একা এ বাড়ী থেকে যাননি।

পশুপতি। একা যায়নি ?

নিখিল। না, একটি মহিলাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে।

পশুপতি। কোথায় তা জানেন ?

নিখিল। বলে যায়নি...শুধু বলেছে আধ ঘণ্টার মাঝেই ফিরে আসবে।

পশুপতি। সে আধ ঘণ্টা আর কখনো পূর্ণ হবে না নিখিলবাবু, আর, তাদের সন্ধান জীবনে আর কখনো আপনি পাবেন না।

নিখিল। স্পষ্ট করে বলুন, আপনি কি বলতে চান।

পশুপতি। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারচিনে। এই কথাটিই শুধু আপনাকে বলে যাচ্ছি যে, জীবনের প্রতি যদি আপনার মায়া থাকে, তাহলে এ-মুখো কখনো হবেন না—আর আজকার রাতের এই ঘটনা সম্বন্ধে কাউকে কোন কথা বলবেন না।

নিখিল। ভয় দেখিয়ে আমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করাতে পারে এমন লোক আজও অমি দেখিনি।

পশুপতি। শুধু ভয় দেখিয়ে হয়ত পারেনা। কিন্তু আপনার বাক্‌শক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দিয়ে কর্ত্তব্য পালনে আপনাকে অসমর্থ করে ফেলা যায়, তা ভুলবেন না।

[পশুপতি একটি পিস্তল বাহির করিল। নিখিল পিছাইয়া গেল। পশুপতি হাসিয়া পিস্তলটি পকেটে রাখিল।]

পশুপতি। দেখলেন নিখিলবাবু, ভয় দেখিয়ে আপনাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করা খুব কঠিন কাজ নয়। আসি তাহলে !

[পশুপতি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া থামিল। তারপর কহিল]

পশুপতি। আশা করি, আপনার সঙ্গে দেখা করবার দরকার আর

কখনো উপস্থিত হবে না—যদি হয়, তাহলে তা আপনার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকরই হবে।

[নিখিল কোন কথা বলিতে পারিল না। পাথরের মূর্ত্তির মতোই দাঁড়াইয়া রহিল। পশুপতি চলিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

[লোকরঞ্জনের বাংলোর সেই কক্ষ। লোকরঞ্জন একটা মদের গ্লাস হাতে করিয়া মায়ার দিকে অগ্রসর হইতেই মায়া ঘরের এক কোণে ছুটিয়া গেল, লোকরঞ্জন আবার তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।]

মায়া। বিলাস! বিলাস!

লোকরঞ্জন। বিলাস এসে বাধা দেবে? আমার চাকর সে। পরগণা মজিলপুরের মহারাজ আমি।

মায়া। আপনি যেই হোন, আমায় যেতে দিন।

লোকরঞ্জন। চলে যাবে?

মায়া। হ্যাঁ।

লোকরঞ্জন। কেন? পছন্দসই হয়নি বলে? মজিলপুরের মহারাজ আমি। টাকার অভাব কি? এই নাও—যত নেবে।.. আরো চাই? .. এই...এই...

[দুই তিন তাড়া নোট ফেলিয়া দিল। মায়া কোণে দাঁড়াইয়া পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

লোকরঞ্জন। এবার এস। তোমার মনে কোন ক্ষোভ থাকতে আমি দেবোনা।

মায়া। বলুন, বিলাসকে আপনি কোথায় পাঠালেন?

লোকরঞ্জন। জাহান্নামে যাক্ তোমার বিলাস। তুমি কাছে আসবে কিনা বল।

মায়া। না।

লোকরঞ্জন। না! ওই অতগুলো টাকা দিলুম, তবুও না!

মায়া। তোমার রাজত্ব দিলেও না।

লোকরঞ্জন। কিন্তু আমি যে তোমাকে চাই।

মায়া। সাবধান। এক পাও অগ্রসর হয়োনা।

লোকরঞ্জন। কী! আমাকে ভয় দেখাও! দেখি কোথায় তুমি যাও, কী তুমি করতে পার?

[লোকরঞ্জন চলিতে চলিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। মায়া দেয়াল ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। লোকরঞ্জন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।]

লোকরঞ্জন। বাবা গো!

[সুযোগ পাইয়া মায়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, পিছন ফিরিয়া একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।]

লোকরঞ্জন। পড়লুম বলে মনে ভেবনা, বেঁচে গেলে। দাঁড়াওনা, তোমায় আমি ধরব।

[বিলাস প্রবেশ করিল। ক্ষিপ্রহস্তে টেবিল হইতে নোটগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল। লোকরঞ্জন উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।]

লোকরঞ্জন। এইবার পালাওত, চাঁদ। নোট কুড়িয়ে নিচ্ছ? তাহলে বল টোপ গিলেছ?

[বিলাস তাহাকে ঘুসির পর ঘুসি মারিতে লাগিল]

লোকরঞ্জন। কোমল হাতের মার...হেঃ...হেঃ...হেঃ...মধু হতেও মধুর···হেঃ...হেঃ...হেঃ···

[বিলাসের মুখে হাত বুলাইয়া

লোকরঞ্জন। কি বাবা! ছিলে মেয়ে, হলে মদ্দ। গোঁফ গজাল কি করে?

[বিলাস প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি বসাইয়া দিল। লোকরঞ্জন পড়িয়া গেল।

লোকরঞ্জন। কে বাবা তুমি! বিলাস? মেয়েমানুষ সেজে মজা লুঠতে চেয়েছিলে বাবা?

[বিলাস নোটগুলি সংগ্রহ করিয়া পকেটে পুরিল।

লোকরঞ্জন। নোট নিয়ে পালাচ্ছ? পুলিশে ধরিয়ে দেব কিন্তু। এই বয়, বয়...মদন...মদন...

[লোকরঞ্জন উঠিতে চেষ্টা করিল। বিলাস চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া একটা চেয়ার তুলিয়া লোকরঞ্জনকে আঘাত করিল]

লোকরঞ্জন। বাবা গো!

[লোকরঞ্জন আবার পড়িয়া গেল। বিলাস আরো কয়েকবার তাহাকে আঘাত করিল। তাহার পর স্থির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। শেষে বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ধীরে ধীরে মোহিনী প্রবেশ করিল]

মোহিনী। ভাবলে কেউ দেখলনা? কিন্তু মোহন দেখছে! উল্লুক বলে গাল দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিলে! তোমার হাতে দড়ী দোব আমি।

[লোকরঞ্জনের কাছে গেল।

ওঠ, রাজা বাহাদুর। আমি সাক্ষী দেব। ওরা শুধু টাকাই

নেয়নি, তোমাকেও জখম করে রেখে গেছে। ওঠ রাজা বাহাদুর, তোমার অনেক মদ খেয়েছি, তুমি ওঠ। ওঠ রাজা বাহাদুর, উঠে তুমি আমায় মদন বলে ডেকো, আমি আর রাগ করব না। ওঠ, ওঠ রাজা বাহাদুর।

[মোহিনী লোকরঞ্জনের গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিল। তাহার পর চীৎকার করিয়া উঠিল।]

মোহিনী। খুন! খুন করেছে! রাজা বাহাদুরকে খুন করেছে।

[কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া সভয়ে পিছনে সরিয়া যাইতে লাগিল।

মোহিনী। আমি কি করব? পালাবোনা, পালাবনা! ওই বিলাস ব্যাটাকে ধরিয়ে দেব...পুলিশকে খবর দোব। কিন্তু কেউ যে নেই এখানে...কাকে এখানে রেখে যাব?

[চারিদিক চাহিয়া দেখিল। টেলিফোনের ওপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল। তাহার হাত গলা কাঁপিতেছিল]

হ্যালো, হ্যালো,... থানা... থানা...আমি? আমি মোহিনী, হ্যালো...এই...এই শুনচ? দারগাবাবু...দারগাবাবুকে চাই...থানার দারেগা বাবুকে...খুন...রাজা বাহাদুরকে খুন করেছে···আমি মোহিনী...পুলিশ...পুলিশ...বিলাস ম্যানেজার খুন করেছে...আমি দেখিছি···আমি মোহিনী...হ্যালো...হ্যালো...

[কৃষ্ণবস্ত্রে মুখের নিম্নাংশ ঢাকিয়া পশুপতি প্রবেশ করিল। স্থির ভাবে অগ্রসর হইয়া রিসিভার ধরিল। মুখ ঘুরাইয়া মোহিনী তাহাকে দেখিল]

মোহিনী। তুমি কে!

পশুপতি। ওরকম করে টেলিফোন করতে হয় না। দাও আমাকে।

মোহিনী। তুমি বলে দাও না। বল, বিলাস রাজাবাহাদুরকে খুন করেছে। শিগ্গীর পুলিশ পাঠিয়ে দিতে।

পশুপতি। দাও, দাও আমি বলছি। **Exchange ! Excuse miss. A drunkard was in possession of the instrument. Please cut off.**

[পশুপতি টেলিফোন ছাড়িয়া দিল

পশুপতি। খবর দিয়েছি। পুলিশ এখুনি আসবে।

মোহিনী। যাঁ! তুমি কে? মুখ ঢেকে আছ কেন?

পশুপতি। চুপ্!

মোহিনী। তুমি কে বাবা? ভয় দেখাবে ভেবেছ? ভূতের ভয় দেখাবে ভেবেছ? রামনারায়ণ সঙ্গে আছেন, তুমি করবে আমার কি?

পশুপতি। বকো না! চল আমার সঙ্গে।

মোহিনী। উঁ! বাবা যেন আমার গুরুঠাকুর। কেন হে, তোমার হুকুমে আমি ভেড়ার বসব নাকি? তোমার কথাতেই আমি আমার রাজাবাহাদুরের সৎকারের ব্যবস্থা না করে চলে যাব!

পশুপতি। যা হয় হবে।

মোহিনী। আমি যাব না। কি করতে পার কর।

[পশুপতি রিভলবার বাহির করিল

পশুপতি। যদি না যাও, তাহলে দেখছ?

মোহিনী। এ কি রে বাবা! মগের মুলুক নাকি? খুন, বাহা[illegible]ন।

পশুপতি। চল!

মোহিনী। আচ্ছা চল বাবা, আচ্ছা।

[রাজাবাহাদুরের মৃত দেহের দিকে চাহিয়া

আমাকে ক্ষমা করো রাজাবাহাদুর। তোমার অনেক মদ খেয়েছি, কিন্তু কোন উপকার করতে পারলুম না। চল, কোথায় যেতে হবে।

[পশুপতি দরজা দেখাইয়া দিল। মোহিনী শেষবার রাজাবাহাদুরের দেহ দেখিয়া অগ্রসর হইল। পশুপতি তাহার পিছন পিছন গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[মায়ার বসিবার ঘরে নিখিল বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। তাহার চাকর শঙ্কর প্রবেশ করিল।]

শঙ্কর। বাবু !

নিখিল। কি রে শঙ্কর ?

শঙ্কর। গিন্নীমার বড় ব্যায়রাম।

নিখিল। বলিস কি রে ! আসবার সময় মাকে ত ভালোই দেখে এলুম।

শঙ্কর। তেনার হাত-পা হিম হয়ে গেছে। কথাও ফুটচে না।

নিখিল। ডাক্তারকে খবর দিয়েছিস ?

শঙ্কর। তিনি এসে ওষুধ ফুঁড়ছেন।

নিখিল। তাইত শঙ্কর, এ দিকেও যে ভয়ানক বিপদ !

শঙ্কর। ডাক্তারবাবু বল্লেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

নিখিল। আমি এখুনি যাচ্ছি, শঙ্কর। কিন্তু তোকে একটা কাজ করতে হবে। মায়া যতক্ষণ না ফিরে আসে, ততক্ষণ তোকে এখানেই থাকতে হবে ; খোকা একা রয়েছে, তাকে দেখতে হবে।

শঙ্কর। বাবু, থাকতে বলেন থাকচি কিন্তু ও ছেলে-পুলে পোষা আমার ধাতে সয়না। ওরা কাঁদলে আমি ঠিক থাকতে পারি না।

নিখিল। না, না, ও কাঁদবে না। কাঁদবে কেন ?

শঙ্কর। বাবু, ওরা অমন খামোকাই কাঁদে, কথাও শোনে না, কিছু বোঝালেও বোঝে না। ওই ত ওদের দোষ। খালি ট্যাঁ, ট্যাঁ, ট্যাঁ।

নিখিল। আচ্ছা শঙ্কর, তুই এক কাজ কর। খোকাকে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাই। তুই শুধু বাড়ীটা পাহারা দে। মায়া এলে তবে যাবি আর তাকে বলবি খোকাকে আমি নিয়ে গেছি।

শঙ্কর। এইত একটা ফয়সালা হয়ে গেল, বাবু।

নিখিল। আচ্ছা তাহ'লে তুই এখানে বোস। আমি চল্লুম।

[নিখিল শয়ন ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। একটু থামিয়া কহিল]

শঙ্কর, আমি ওই দিক দিয়েই বেরিয়ে যাই বেশী ঘুরতে হবে না। তুই দোরটা বন্ধ করবি আয়।

[নিখিলের পিছন পিছন শঙ্কর শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে মায়া আসিয়া কৌচের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটাইতেছে, কবরী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া মায়াকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল]।

শঙ্কর। মা !

[মায়া চমকাইয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিল

মায়া। কে ! শঙ্কর ! তোমার বাবু ?

শঙ্কর। বাবু খোকাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন, গিন্নীমার বড় ব্যারাম।

মায়া। শঙ্কর চল, আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে চল।

শঙ্কর। এই বাড়ী কে দেখবে মা ?

মায়া। কারুর দেখবার দরকার নেই।

শঙ্কর। এই এত রাতে খালি বাড়ী ফেলে...

মায়া। যাক্ শঙ্কর, যে পারে এসে লুটে-পুটে নিয়ে যাক্। আমার আর কিছুরই দরকার নেই। তুমি চল শঙ্কর।

শঙ্কর। আমি তাহলে দোর-টোর গুলো বন্ধ করে আসি।

[শঙ্কর ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। নিঃশব্দে বিলাস প্রবেশ করিল]।

বিলাস। মায়া !

মায়া। কেন আমাকে তুমি সেই পশুটার কাছে নিয়ে গেলে ? কেন আমাকে সেখানে একা রেখে তুমি অন্যত্র চলে গেলে ? বল। তোমাকে তা বলতেই হবে।

বিলাস। সে কথা শুনে এখন আর কি হবে ! আমি তাকে শাস্তি দিয়ে এসেছি।

মায়া। দিয়েছ ! তার বর্ব্বরতার সমুচিত শাস্তি !

বিলাস। হাঁ মায়া, আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। তাকে আমি খুন করেছি !

মায়া। য়্যা !

বিলাস। তোমায় যে অপমান করে, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।

মায়া। না, না, বল তোমার একথা সত্য নয়।

বিলাস। মিথ্যা হলে আফ্‌শোষের আর শেষ থাকত না।

মায়া। কিন্তু কত বড় বিপদের বোঝা তুমি ঘাড়ে তুলে নিলে।

বিলাস। তোমারই জন্য মায়া, তোমারই জন্য।

[মায়া দৌড়াইয়া আসিয়া বিলাসকে ধরিয়া কহিল

মায়া। ওগো, তুমি এ কি করলে, কেন করলে ?

বিলাস। প্রয়োজন হলে তোমার জন্য শত শয়তানকেও আমি খুন করতে পারি।

মায়া। চুপ, চুপ ! এ বাড়ীতে অন্য লোক আছে। যদি শুনে ফেলে।

বিলাস। অন্য লোক কে আছে, বল...যদি এক বর্ণও সে শুনে থাকে, তাকেও শেষ করতে হবে।

মায়া। নিখিলের চাকর। আমি দেখে আসচি কোথায় সে।

[মায়া রান্নাঘরের দিকে গেল, বিলাস দৌড়াইয়া জানালার কাছে গেল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল।

বিলাস। এখানে ফিরে এসে কি ভুলই করেছি।

[বিলাস অস্থির পদবিক্ষেপে বারবার ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। রিভলভারটা বাহির করিয়া দেখিল।

বিলাস। মায়া ! মায়া !

মায়া। সে কাছেও ছিল না। আমি তাকে খিড়কী দিয়ে বার করে দিয়েছি।

বিলাস। মায়া, এখুনি আমাকে যেতে হবে, এখুনি !

মায়া। না-না তুমি যেয়োনা। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

বিলাস। আমাকে যেতেই হবে এবং তোমাকেও।

মায়া। আমাকেও !

বিলাস। কেন ? আমায় ছেড়ে তুমি নাকি থাকতে পারনা ?

মায়া। কিন্তু খোকা ? খোকাকে যে নিখিল নিয়ে গেছে !

বিলাস। ভালই হয়েছে মায়া। সেইখানেই সে সুখে থাকবে।

মায়া। কিন্তু আমি যে তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

বিলাস। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

মায়া। যাব। কিন্তু খোকাকে ফেলে নয়। এখুনি ভোর হবে। ভোর হলেই নিখিল তাকে নিয়ে আসবে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর, মাত্র একটি ঘণ্টা আমায় সময় দাও।

বিলাস। এক মিনিটও নয়।

মায়া। তাহলে বিলাস, তুমি একাই চলে যাও। সুবিধামত একদিন এসে আমাদের নিয়ে যেও।

বিলাস। কিন্তু পুলিশ যে সে সুযোগ দেবেনা।

মায়া। তাহলে ?

বিলাস। হয় আমার সঙ্গে চল মায়া, নইলে...

মায়া। তুমি অমন করে আমার দিকে কেন চাইছ! বল, নইলে ?

বিলাস। নইলে তোমাকেও আমি হত্যা করব।

মায়া। বিলাস! বল তুমি পরিহাস করছ, বল তুমি শুধু আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! আমি যে তোমার দিকে চাইতে পারচি নে! তোমার চোখে-মুখে ও কী হিংস্র ভাব...বল...বিলাস...তুমি পরিহাস করচ।

[বিলাস স্থির দৃষ্টিতে কিছুকাল তাহার মুখের দিকে চাইয়া রহিল। ক্রমে তাহার ভাব ও ভঙ্গির পরিবর্ত্তন ঘটিল]

বিলাস। পরিহাসই করছিলুম মায়া। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, পরিহাসচ্ছলে যা বলছিলে এক মুহূর্ত্তেই তা সত্য হতে পারত।

মায়া। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না, বিলাস।

বিলাস। বোঝবার জন্য ব্যস্ত হয়োনা—সইতে পারবে না।

[মায়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মায়া। বিলাস। এই দিকে। শিগ্‌গীর।

[বিলাস একটিবার দেখিয়াই সরিয়া আসিল

মায়া। ওরা বাবা বিলাস? অমন নিঃশব্দে চলা ফেরা করচে কেন?

বিলাস। তোমার কথা শুনেইত এই বিপদে পড়লুম, পুলিসের হাতে ধরা পড়লুম।

মায়া। তুমি পালাও, পালাও বিলাস।

বিলাস। পালাবার পথ ওরা রাখে নি।

মায়া। ওরা তোমায় ধরে নিয়ে কি করবে? খুনের অপরাধে, না, না না বিলাস।

বিলাস। খুনের অপরাধে

[বিলাস যেন গলায় ফাঁসির বন্ধন অনুভব করিল

না না মায়া, তা হতে পারেনা। আমি চল্লুম।

[বেগে রান্না ঘরের দুয়ার দিকে গেল। মায়াও তাহার পিছন পিছন চলিল। সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর পিছু হটিতে হটিতে সোফায় গিয়া বসিল। বিলাস একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল]

বিলাস। আপনারা কেহ কি এঁকেই চান?

[অন্য দরজা দিয়া আর একজন কর্ম্মচারী প্রবেশ করিয়া কহিলেন।]

আমরা দুজনকেই চাই। হাত তুলুন।

[বিলাস হাত তুলিল। কর্ম্মচারী তাহার পকেটে হাত দিলেন। ভিতরের পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিলেন]

এটি কোথায় পেলেন?

বিলাস। লাইসেন্স আছে। পকেটেই পাবেন।

[কর্ম্মচারী লাইসেন্স দেখিল

কর্ম্মচারী। আপনার মতো লোককেও রিভলভার রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়!

বিলাস। ভুলবেন না, আমাকে প্রকাণ্ড একটা জমিদারি দেখতে হয়।

কর্ম্মচারী। হুঁ। অতগুলি টাকা কোথায় পেলেন?

বিলাস। কিন্তু এটা আমার রোজগারের টাকা নয়—আমার প্রভুর।

কর্ম্মচারী। তার অর্থ?

বিলাস। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, যে-টাকা আমি রোজগার করি, তা দিয়ে আপনার মত পাঁচজন কর্ম্মচারী আমি অনায়াসে পুষতে পারি।

কর্ম্মচারী। রোজগারের পথটাই সন্দেহজনক কি না!

বিলাস। এই নোটগুলি উদ্ধার করতেই ত আমি এখানে এসেছিলাম।

কর্ম্মচারী। কার কাছ থেকে?

বিলাস। মনে রাখবেন একজন নিরপরাধ লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে আপনারা বে-আইনি কাজ করছেন।

কর্ম্মচারী। তার জন্য আপনি ভাববেন না। সময় মত তার কৈফিয়ৎ আমরা দেব।

[কর্ম্মচারীর ইঙ্গিতে একজন পাহারাওয়ালা বিলাসের হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল। বিলাস দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিল। কর্ম্মচারীটি মায়ার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিল।]

আপনার এই রুমালখানা। বাংলোয় ফেলে এসেছিলেন।

[মায়া মুখ হইতে হাত সরাইয়া চাহিয়া দেখিল এবং মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাঁহার অনুমান মিথ্যা নয়।]

আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

মায়া। কোথায়?

কর্ম্মচারী। আপাতত থানায়।

মায়া। আমি শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলুম।

কর্ম্মচারী। আপনি যে অপরাধী সে-কথা আমরাও বলছিনে।

মায়া। বিলাস, তুমি ওঁদের বুঝিয়ে বলনা।

বিলাস। আমার যা বলবার, তা আদালতেই বলব।

[নিখিল প্রবেশ করিল। মায়া ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।]

মায়া। নিখিল, আমার খোকা?

নিখিল। খোকা এখনও ঘুমুচ্ছে। সে উঠলেই শঙ্কর তাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু এসব কি মায়া?

মায়া। এঁরা এক বিষম ভুল করেছেন, নিখিল। এঁরা ভাবছেন ..

কর্ম্মচারী। আপনাকে সতক করে দেওয়া দরকার। আমদের সামনে আপনি যা বলবেন, তা আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে, মনে রাখবেন।

নিখিল। কিন্তু এঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ কিছু আছে?

কর্ম্মচারী। এখন পর্য্যন্ত আমরা যা-কিছু প্রমাণ পেয়েছি, তা সব এঁরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং এঁকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।

মায়া। নিখিল, আমার খোকা...

নিখিল। তুমি ভেবনা মায়া, আমি সব চেয়ে ভালো উকিল নিয়োগ করে তোমাকে মুক্ত করে আনব।

মায়া। মুক্তি আর আমি চাইনে নিখিল। তুমি খোকাকে দেখো। তাকে মানুষ করে তুলো। চলুন কোথায় যেতে হবে।

কর্ম্মচারী। চলুন।

[সকলে চলিয়া গেল। নিখিল শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নীচু ছাদওয়ালা একখানি ঘর। দেয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া কতকগুলো লোক হল্লা করিতেছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে বসিয়া পশুপতি সিগার টানিতেছে। একটি মেয়ে নাচিতেছে আর গাহিতেছে। নর-নারীরা বসিয়া তাহাকে বাহবা দিতেছে। হাত-পা বাঁধা মোহিনীও সেই ঘরে পড়িয়াছিল।

ভালো বাসি, বাসি ভালো, ভালো বাসি বাসি গো।
তাইতো আমোদে পরি, রাঙা হাসি ফাঁসী গো!
তোমার নয়ন তলে
জীবন নাচিয়া চলে
হৃদয়-সায়রে দোলে কমলের রাশি গো।
তোমার চিবুক ধ'রে
মুখ দেখি আঁখি ভ'রে
আশা তবু মেটেনাকো, আঁখিজলে ভাসি গো।

ট্র্যাপ-ডোর দিয়া হেবো ত্রস্তপদে নামিয়া আসিল। দুই হাত উঁচু করিয়া কহিল।]

হেবো। এই চুপ! চুপ।

কালু। শালা নবাবের বাচ্চা এসেছে হুকুম চালাতে।

চণ্ডী। তো শালার খাই নাকি রে যে, তুই হুকুম চালাবি।

অন্নদা। দে'ত জুতিয়ে শালার মুখ ভেঙে।

হেবো। বল্ শালারা, যে যা পারিস বলে নে। এর পরে আর ফুর্স্‌ৎ পাবিনে। জানিস, ওস্তাদ ধরা পড়েছে।

পশুপতি। কে ধরা পড়েছে?

কালু। ও শালার কথা শুনোনা ডাক্তার, হয়ত গ্যাঁজায় দম মেরে এসেছে।

হেবো। আমি ত বলে খালাস। শুনতে হয় শোন, না হয় ঠ্যালা পোহাও। পুলিশ এসে সবাইকে যখন হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে, তখন বাবা ডাকলেও ছেড়ে দেবে না।

অন্নদা। বাপ তুলিস কেন রে শালা ?

চণ্ডী। মার ত শালাকে।

পশুপতি। চুপ করনা তোরা। এই হেবো এদিকে আয়।

[হেবো তাহার কাছে গেল

ওস্তাদ ধরা পড়েচে তুই জানলি কেমন করে ?

হেবো। জানলুম !

পশুপতি। তুই দেখেছিস ?

হেবো। তা দেখিনি।

চণ্ডী। তবে রে শালা।

পশুপতি। ওকে বলতে দাওনা। বল্ তুই কী জানিস।

হেবো। শুনলুম সোণাপুর বাংলোয় নাকি একটা খুন হয়েছে। ওস্তাদকে সেই খুনের দায়ে ধরে নিয়ে গেছে।

পশুপতি। তাই ত, এ যে বড় ভাবনার কথা।

অন্নদা। তাহলে কি হবে ডাক্তার ?

হেবো। চ্যাচা শালারা, চ্যাচা এখন।

[হেবো সরিয়া গিয়া মেয়েদের কাছে গল্প করিতে লাগিল।

কালু। ওরে চণ্ডে, এখন কি করা যায় বল্ ত।

চণ্ডী। করা আর কি ! সুড সুড করে সরে পড়া।

অন্নদা। তু শালা একেবারে নেমকহারাম। এই কালু, মারত চণ্ডের মাথায় একটা চাঁটি।

পশুপতি। তোরা কি ষাঁড়ের মত শুধুই চ্যাচাবি ?

অন্নদা। কি করব ডাক্তার?

কালু। তুমিই একটা সল্লা দাও।

চণ্ডী। ওস্তাদ নেই, তাই তুমিই এখন আমাদের সর্দ্দার। বলত কি করতে হবে।

পশুপতি। হেবো কোথায় রে।

অন্নদা। এই হেবো। হেবো।

কালু। শালা পীরিত করচে দেখ্।

পশুপতি। আচ্ছা থাক। সোণাপুর অঞ্চলে আমাদের দলের কে কে আছে জানিস?

কালু। বনমালী কামার। সদর রাস্তার ওপরেই তার বাড়ী।

চণ্ডী। আর বিড়ির দোকানের কানাই।

পশুপতি। তোদের একজনে গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে আয়। কে যাবি?

অন্নদা। আমি তাদের চিনি। আমিই যাই।

পশুপতি। বেশ। তাহলে দেরী করিসনে ভাই।

[অন্নদা চলিয়া গেল।

কালু। কিন্তু ডাক্তার, ওস্তাদ খুন করেছে এ-কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

পশুপতি। আমি জানি বাংলোয় একটা খুন হয়েছে।

কালু। জান?

পশুপতি। জানি। আর এ-ও জানি যে ওস্তাদ খুন করেনি।

চণ্ডী। কে করলে?

পশুপতি। এইখানেই সে আছে।

কালু। কোন্ শালা রে?

পশুপতি। ওই যে।

কালু ও চণ্ডী। মার শালাকে, মার।

[তাহারা ছুটিয়া গিয়া মোহিনীকে মারিতে লাগিল। নব-নারীরা স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল।]

পশুপতি। মারিসনে। মারিসনে। এদিকে নিয়ে আয়।

[সকলে মিলিয়া মোহিনীকে টানিয়া লইয়া আসিল।]

পশুপতি। এই তোর নাম কি?

মোহিনী। নাম দিয়ে আর দরকার কি? পড়ে পড়ে যা কাণ্ড দেখছি, তাতেই তোমাদের বুঝে নিয়েছি, রেহাই তোমরা দেবে না।

চণ্ডী। বল না শালা তোর নাম।

মোহিনী। চটো কেন বাবা! নাম মোহিনী মোহন, বন্ধুরা ডাকে মোহন। তোমরা যদি দলে ভর্তি করে নাও, তাহলে মোহন বলেই ডেকো। কিন্তু মদ দিতে হবে। রাজা বাহাদুর তাই দিতেন, আমিও পোষা কুকুরটির মতো থাকতুম।

পশুপতি। তাই বুঝি বেটা তাকে খুন করলি।

মোহিনী। গাধার মতো কথা বলো না।

কালু। মারবো শালাকে। ডাক্তারকে গাধা বলে, ডাক্তার এখন আমাদের সর্দার।

[সকলে মিলিয়া মারিতে লাগিল।

পশুপতি। তোরা শুনিস কি? ছেড়ে দে ওকে, ছেড়ে দে বলছি।

চণ্ডী। ও কেন গাধা বলে।

পশুপতি। বলুক।

মোহিনী। তুমি এদের সর্দার। তোমার ঘটেও এতটুকু বুদ্ধি নেই?

পশুপতি। কেন, বুদ্ধির ঘাটতি দেখলে কোথায়?

মোহিনী। মাতাল কি তার ক্ষতি করতে পারে যে, তার মদের যোগান দেয়?

পশুপতি। কিন্তু আমি যে দেখিছি, তুই তাকে খুন কবেছিস?

মোহিনী। তুমি দেখেছ?

পশুপতি। দেখলুম ত।

মোহিনী। কি দেখলে?

পশুপতি। তুই একটা চেয়ার তুলে নিলি, তাব মাথায় মারলি, আর ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল।

মোহিনী। দূ-র্-র্, তেমন নেশা আমার কখনো হয় না।

পশুপতি। কিন্তু কাল হয়েছিল।

মোহিনী। নেশাব ঝোঁকে আমি চেয়ার তুলে নিলুম?

পশুপতি। নিলি ত।

মোহিনী। রাজা বাহাদুবের মাথায় মারলুম?

পশুপতি। মারলি ত।

মোহিনী। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুল?

পশুপতি। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ত দেখলুম।

মোহিনী। দুর্-দুর! তোমরা সব তামাসা করছ।

পশুপতি। এই তোরা সব এখান থেকে যা'ত। ওকে কবুল করাতে হবে।

[সকলে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

এখন কেউ কোথাও নেই...এই বেলা বল্।

মোহিনী। কি বলব?

পশুপতি। খুন করেছিস।

মোহিনী। চেয়ার তুলে নিলুম, মাথায় মারলুম, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল? না...না...না, তা হতে পারে না, কিছুতেই না।

পশুপতি। হয়রে! কখনো কখনো তাও হয়।

মোহিনী। তুমি বলচ তাও হয়, মাতাল বলে বোঝা যায় না?

পশুপতি। মদ আমরাও খাই কিনা? আমরা ও জানি?

মোহিনী। তোমরা মদ খাও?

পশুপতি। খাই না?

মোহিনী। দাও ত একটু। দেখি, কথাটা স্মরণ করতে পারি কি না।

পশুপতি। রোস আমি নিয়ে আসচি।

[পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মোহিনী। আমি চেয়ার তুলে নিলুম, মাথায় মারলুম, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুট্‌ল, রাজা বাহাদুর মরে গেল। মাতাল কিনা, কিছুই জানলুম না, বুঝলুমও না। মিছে কথা, এ সব মিছে কথা, এ সব মিছে কথা! সে আমাকে মদ যোগাত, আমি তাকে মারব কেন? কিন্তু...কিন্তু...সে আমাকে মদন বলত কেন? মদন বল্লেত আমি তা সইতে পারতুম না।

[পশুপতি নিঃশব্দে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল

যতবার আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতুম, মদন নয় মোহন, ততবারই সে আমায় মদন বলে ডাকত। ইচ্ছে হতো, হাতের মাথায় যা পাই, তাই ছুঁড়ে মারি।

পশুপতি। হাতের মাথায় চেয়ার পেয়েছিলে......

[মোহিনী চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল

মোহিনী। তাই ছুঁড়ে মারলুম? তুমি দেখলে?

পশুপতি। দেখলুম বৈকি!

মোহিনী। চেয়ার ছুঁড়ে মারলুম, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল, সে...সে...আচ্ছা দাও, মদ দাও। দেখি স্পষ্ট মনে হয় কিনা। দাও হে!

পশুপতি। আমি দোব কি? আমার দেওয়া মদ কি তোমার ভালো লাগবে? আদর করে যিনি ঢেলে দেবেন, তিনি ওই আসছেন। উনিই আমাদের রাণী, পান্নারাণী।

[ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া মোহিনী একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। মদের গ্লাস ও বোতল একখানি থালার উপর রাখিয়া মদালসা-নয়না পান্নারাণী প্রবেশ করিল। তাহার অধরে হাসি, বেণীটি কাঁধের উপর দিয়া বুকে ঝুলিয়া দোল খাইতেছে, চপল চরণক্ষেপে সে আগাইয়া আসিতেছে।]

মোহিনী। রাজাবাহাদুর বলতেন, মেয়েমানুষ ছাড়া মদ, যেন নুন না দেওয়া পান্তা।

পান্না। তাইত মদ নিয়ে আমিই এলুম।

মোহিনী। দাওত, দাওত দেখি।

[মোহিনী হাত বাড়াইল, পান্নারাণী নাচ ও গান সুরু করিল]

পান্নার গান

মদ খেয়ে ভাই মাতাল আমি দীন দুনিয়ার হট্টশালায়,
নতুন কুঁড়ি আপনি ফোটে আমার ঝরা ফুলের মালায়।
গাইচে শ্মশান চিতার গীতি,
তোমরা সবাই কাঁদচো নিতি,
পাত্র দেখে আমার হাতে দুঃখ যত স্বর্গে পালায়।

এই ধরণীর সবুজ মাটি, তাইতে হাসে কচি গোলাপ'
অমনি রঙিন বঁধুর অধর, তাই জাগে মোর রঙের প্রলাপ।

সুধায় ঘোরে মধুর চোখে
দেখছি ধরায় কল্প লোকে'
প্রাণ পিয়ালায় সাগর নাচে, ভাসছি আমি সুখের ভেলায়।

মোহিনী। দাওত একটু দাও!

[পান্নারাণী মদ দিল

পশুপতি। দেখত একবার স্মরণ হয় কিনা?

মোহিনী। যতবার বলি মোহন, ততবার বলে মদন। শুধ্‌রে দিই, তবুও বলে মদন। রাগ হবে না?

পশুপতি। সবাই রাগে।

মোহিনী। সবাই?

[পান্নারাণী আবার মদ দিল

পান্না। আমরা ত রেগে উঠি।

মোহিনী। তোমরাও রেগে ওঠ? মেয়ে-মানুষ তোমরা? আমি কি মেয়ে-মানুষের চেয়েও অধম? আমারই বা রাগ হবে না কেন?

পশুপতি। তোমার ভয়ানক রাগ হলো। তুমি চেয়ার তুলে নিলে...

মোহিনী। চেয়ার তুলে নিলুম?

পশুপতি। তাকে মারলে।

মোহিনী। তাকে মারলুম?

পশুপতি। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল।

মোহিনী। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল?

পশুপতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ.

মোহিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে সে মরে গেল মরে গেল একটা মদের যোগান দিত, তবুও আমি তাকে মেরে ফেল্লুম।

পান্না। দুঃখ কি! মদ তোমাকে আমরা যোগাব,—যত চাও। এই নাও।

[পান্নার হাত হইতে গ্লাস ছিনাইয়া লইয়া তাহা এক চুমুকে পান করিল]

মোহিনী। আমি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আমি চেয়ার নিলুম, তার মাথায় মারলুম, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, সে মরে গেল, মরে গেল !

পান্না। তুমিত ঠিক কাজই করেছ।

মোহিনী। রাগব না ? মারব না ? সে আমাকে মোহন না বলে মদন বলবে, আর আমি তাই সইব ? আমি কি মেয়েমানুষের চেয়েও অধম ?

পশুপতি। তুমি তাকে খুন করলে ?

মোহিনী। করলুম না !

পশুপতি। মিথ্যে কথা।

মোহিনী। মিথ্যে কথা ! আমার বেশ মনে পড়ছে, আমি চেয়ার তুলে নিলুম। তার মাথায় মারলুম, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল...

পান্না। তুমি মাতাল হয়েচ।

মোহিনী। কোন শালা মাতাল হয়েছে রে !

পশুপতি। পাঁড় মাতাল।

মোহিনী। এক ফোঁটা মদ খেয়ে মাতাল হব আমি !

পশুপতি। লিখতে পার ?

মোহিনী। দাও কাগজ কলম।

[পশুপতি চলিয়া গেল। পান্না মদ দিল

পান্না। তুমি পারবে না।

মোহিনী। কি পারব না ?

পান্না। লিখতে।

মোহিনী। পারব না ?

পান্না। তোমার হাত কাঁপবে, এক লিখতে আর লিখবে।

মোহিনী। মিলিয়ে নিয়ো।

[পশুপতি মোহিনীর সম্মুখে কাগজ কলম রাখিল

পশুপতি। লেখত।

মোহিনী। কি লিখব ?

পশুপতি। আমাকে বার বার মদন বল্ল...

মোহিনী। তার পর ?

পশুপতি। আমি বার বার শুধ্‌রে দিলুম...

মোহিনী। হ্যাঁ, দিলুম

পশুপতি। তবুও বল্ল মদন...

মোহিনী। হুঁ...

পশুপতি। আমার রাগ হোলো...

[পান্না মদ দিবার ছলে কাগজ দেখিল

মোহিনী। বল আর কি লিখব ?

পশুপতি। আমি চেয়ার নিলুম...

মোহিনী। আর বলতে হবে না।

[মোহিনী খস খস করিয়া লিখিয়া কাগজখানি পশুপতির হাতে দিয়া কহিল]

এইবার মিলিয়ে নাও।

পান্না। কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসত, তোমার মদের যোগান দিত...তাকে তুমি মারলে, একটু দুঃখও হোলো না।

মোহিনী। হোল না ?

পশুপতি। তুমি কাঁদলে ?

মোহিনী। কাঁদলুম বই কি !

পশুপতি। মিছে কথা।

মোহিনী। মিছে কথা !

পান্না। তার জন্য তেমন দুঃখই যদি হবে, তাহলে কি তুমি বেঁচে থাকতে পার ?

মোহিনী। বেঁচে আমি থাকব না।

পান্না। আত্মহত্যা করবে ?

মোহিনী। আত্মহত্যা করব।

পশুপতি। এখন কিন্তু মাতাল হয়েছে, এখন আর লিখতে পার না।

মোহিনী। পারি না ?

পশুপতি। দেখি কেমন পার ?

মোহিনী। বল কি লিখব ?

পশুপতি। তাঁকে মেরে আমার দুঃখু হোল...

মোহিনী। দুঃখ হলো

পশুপতি। দিনরাত কাঁদলুম...

মোহিনী। (কান্নার সুরে) কাঁদলুম।

পশুপতি। শেষে আত্মহত্যা করে পাপ-মুক্ত হব স্থির করলুম, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় বিষ পান করলুম—

[মোহিনী লিখিয়া কাগজ ফিরাইয়া দিল।

মোহিনী। এইবার তো হোলো !

পশুপতি। কৈ আর হোলো !

মোহিনী। তবুও না ?

পশুপতি। নাম সই করতে পারচ কৈ ?

মোহিনী। এত লিখলুম, আর ওইটে পারব না ? দাও। এইবার ?

পশুপতি। হাত কেঁপেছে।

মোহিনী। তবুও লিখেছি ত!

পান্না। তা লিখেছ।

মোহিনী। দাও তাহলে।

পশুপতি। দাও পান্নারাণী।

[পান্নারাণী মদ ঢালিয়া দিল, মোহিনী পান করিল। সেই অবসরে পশুপতি কালু আর চণ্ডীকে ডাকিয়া আনিল, পান্না বিচলিত হইয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

তোল্ ওকে!

মোহিনী। আবার কেন বাবা?

পশুপতি। চল তোমাকে তোমার বাড়ী রেখে আসি।

মোহিনী। বাড়ীতে আমার কেউ নেই। সে শূন্য ঘরে গিয়ে কি করব? আমি এইখানেই থাকব,—মদও আছে, পান্নারাণীও আছেন।

পশুপতি। নিয়ে চল্।

[কালু ও চণ্ডী মোহিনীকে টানিয়া তুলিয়া লইল—পশুপতি ও পান্নারাণী পিছন পিছন চলিয়া গেল।

সপ্তম দৃশ্য

[লোক পরিপূর্ণ আদালত-গৃহ। বিচারক এখনও আসন গ্রহণ করেন নাই। তাই একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যাইতেছে। একটি চাপরাশী আসিয়া বিচারকের টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজপত্র রাখিল। আদালত গৃহ নিস্তব্ধ হইল। চাপরাশী নামিয়া গেল। বিচারক প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিচারপতি আসন গ্রহণ করিলেন। প্রহরীরা বিলাস ও মায়াকে আনিল। মায়াকে

বসিবার আসন দেওয়া হইয়াছিল, সে তাহাতেই বসিল, বিলাস দাঁড়াইয়া রহিল]

সরকারী উকিল। একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা এই মামলার সকল রহস্য ভেদ করে আমাদের প্রধান অপরাধীর সন্ধান দিয়েছে। মৃত লোকরঞ্জন রায়ের মোসাহেব মোহিনী মোহন নামক জনৈক ব্যক্তি সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ তার মৃতদেহের কাছে একখানি পত্রও পেয়েছে। পত্রখানি মোহিনী মোহনের নিজের হাতের লেখা। সেই পত্রে মোহিনী মোহন লিখেছে যে, উত্তেজনার বশে লোকরঞ্জন রায়কে সে-ই হত্যা করেছে। তদন্তে জানা গিয়াছে যে, পত্রখানি জাল নয় এবং এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায়নি, যাতে করে এ অনুমান করা চলে যে, অজ্ঞাত কোন লোক ভয় দেখিয়ে মোহিনী মোহনকে দিয়ে ওই পত্র লিখিয়েছে। সুতরাং এক নম্বর আসামী বিলাসের বিরুদ্ধে নরহত্যা বা নরহত্যায়-উত্তেজনা, ষড়যন্ত্র অথবা বলপূর্ব্বক লোকরঞ্জনের অর্থ গ্রহণ প্রভৃতি কোন অভিযোগই আর টিকতে পারে না। অতএব আমার প্রার্থনা যে, এক নম্বর আসামী বিলাসের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করবার অনুমতি দেওয়া হোক্।

মনীশ। আমার প্রবীণ ও বিচক্ষণ বন্ধু, শ্রদ্ধাস্পদ সরকারী উকিল মহাশয়, কোনরূপ প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যতীত কেবলমাত্র নিজের খেয়াল মত যেমন নির্দ্দোষ এবং নিরপরাধ লোকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনতে পারেন, তেমনি, দেখা যাচ্ছে, শুধু নিজের খেয়াল মত, মাত্র অহেতুক ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করবার প্রার্থনা জানাতে তিনি লজ্জিত বা পশ্চাৎপদ হন না।

সরকারী উকিল। অহেতুক কোন ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমি আমার প্রার্থনা জানাইনি। মোহিনী মোহনের অপরাধ আর প্রমাণ-সাপেক্ষ নয়।

মনীশ। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে কেবল এক নম্বর আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগই প্রত্যাহার করা হবে কেন? আমার মক্কেল, দুই নম্বর আসামী, শ্রীমতী মায়াদেবীই বা ওই কারণে নির্দোষ বলে মুক্তি দাবী করতে পারেন না কেন?

সরকারী উকীল। নির্দোষ লোককে দণ্ড দেবার জন্য আইন প্রবর্ত্তিত হয়নি; বিচারের বিধি-ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হয়নি নিরপরাধকে সাজা দেবার জন্য। দুই নম্বর আসামী শ্রীমতী মায়া, তিনি দেবীই হোন, আর দানবীই হোন, যদি কোন অপরাধ না করে থাকেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে আমরাও দ্বিধাবোধ করব না। মোহিনীমোহনের বিবৃতি বিলাসের নির্দোষিতা যেমন অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত করে দিয়েছে, শ্রীমতী মায়ার নির্দোষিতার তেমন কোন প্রমাণ দেয়নি। আমার নবীন বন্ধু যদি পারেন, তাঁর সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং স্বাধীনা মক্কেলের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে, তাহলে অভিযোগ প্রত্যাহার করবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য থেকে আমরা যদিইবা বঞ্চিত হই, আদালত নিশ্চয়ই তাকে মুক্তি দেবেন।

মনীশ। সরকারী উকিল মহাশয়ের কণ্ঠে যে ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হ'ল, তা থেকেই বোঝা যায় যে, আমার মক্কেল সম্বন্ধে তিনি খারাপ ধারণা পোষণ করেন। সুন্দরী হওয়া, শিক্ষিতা হওয়া, অথবা স্বাধীন মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিতই অপরাধ নয় এবং যিনি ওই সব গুণে গুণী, তিনি ব্যঙ্গের পাত্রী হতে পারেন না।

সরকারী উকিল। কিন্তু স্বাধীনতার নামে যিনি স্বেচ্ছাচার করেন, শিক্ষা যাঁর মনের কলুষ নাশ করে নাই, দেহের সৌন্দর্য্যকে যিনি ব্যবসায়ের পণ্য করে ভবের হাটে পসার জমিয়ে তুলেছেন, তাঁকেও কি আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে? আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, আমাদের

একটি কথাও মিথ্যা নয়। সেই কারণেই অভিযোগের সকল দায় হতে মুক্ত করে বিলাসকে আমরা সাক্ষীরূপে দাঁড় করাতে চাই।

বিচারক। কিন্তু মোহিনী মোহনের বিবৃতি সম্বন্ধে জানবার সব কথা আমরা এখনো অবগত নই।

সরকারী উকিল। আমাদের সাক্ষী উপস্থিত। অনুমতি পেলেই তাদের আমরা হাজির করতে পারি।

বিচারক। বেশ। তাদের জবানবন্দী শুনতে আমরা প্রস্তুত।

সরকারী উকিল। বনমালী কর্ম্মকার।

পেশকার। বনমালী কর্ম্মকার।

বাহিরে। বনমালী কর্ম্মকার হাজির। বনমালী কর্ম্মকার হাজির।

[বনমালী আসিয়া ডকে দাঁড়াইল। তাহাকে শপথ করান হইল]

সরকারী উকিল। তোমার নাম?

বনমালী। শ্রীবনমালী কর্ম্মকার।

সরকারী উকিল। কোথায় তুমি থাক?

বনমালী। সোণাপুর। সদর রাস্তার ধারে।

সরকারী উকিল। তুমি জমিদারবাবুর বাংলো চেন?

বনমালী। এঁজ্ঞে।

সরকারী উকিল। জমিদারবাবুকে তুমি জানতে?

বনমালী। এঁজ্ঞে জানতাম। অমন ফুর্ত্তিবাজ লোক আর হয়!

সরকারী উকিল। মোহিনী মোহনকে তুমি চিন্তে?

বনমালী। চিন্তাম না! আমার দোকানে বসে যে মাঝে মাঝে তামাক খেতেন।

সরকারী উকিল। সে কেমন লোক ছিল?

বনমালী। এঁজ্ঞে, এখন তিনি স্বর্গগত। বলা কি ঠিক হবে?

সরকারী উকিল। বল, কেমন লোক ছিল?

বনমালী। সত্যি কথা বলতে কি হুজুর, লোক খুব ভাল ছিলেন না।

সরকারী উকিল। কেন?

বনমালী। এঁজ্ঞে, ভালো লোক কি তালা ভাঙ্গবার, সিন্দুকের তালা ভাঙ্গবার, যন্ত্র তৈরী করে দিতে বলেন?

সরকারী উকিল। বলেছিল নাকি?

বনমালী। এঁজ্ঞে।

সরকারী উকিল। তুমি দিয়েছিলে?

বনমালী। এঁজ্ঞে না।

সরকারী উকিল। কেন?

বনমালী। কেমন সন্দে হোলো। রেতের বেলায় চুপি চুপি এসে যে ওই যন্ত্র চায়, সে ভালো লোক হয়না হুজুর।

সরকারী উকিল। হয়না নাকি?

বনমালী। এঁজ্ঞে না। এই আপনারা ভাল ভদ্রলোক, আপনারা ত চান না।

[আদালতের সকলে হাসিয়া উঠিল

সরকারী। তাকে তুমি শেষ কবে দেখেছ?

বনমালী। এঁজ্ঞে, যে রাতে দেখলাম, তার পরের দিনই শুনলাম জমিদার বাবু খুন হয়েছেন। লাস দেখতে বাংলোয় গিছলাম, কিন্তু পুলিশ দেখতে দিলে না। জন্মের শোধ একবার দেখে নেব ভেবেছিলাম; কিন্তু তা পারলাম না।

সরকারী। আচ্ছা, ও কথা থাক। মোহিনী মোহনকে কোথায় দেখেছিলে।

বনমালী। দোকান বন্ধ করে বাড়ী যাচ্ছিলাম। দেখলাম একখানা হাওয়া গাড়ী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। পাঞ্জাবীটা চাকনি

তুলে মথা নীচু করে কি যেন দেখছে। কল বিগড়ে গেছে বুঝলাম। কাছে যেতেই শুনলাম মোহিনীবাবু বলছেন, জলদী করো। গলা শুনে আরো কাছে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কর্ত্তা হয়েছে কি? রেগে উঠে বল্লেন, তো ব্যাটার অত খবরের দরকার কি রে? আর একটু কাছে গিয়ে দেখলাম গাড়ীতে একটি মেয়েমানুষ। বুঝলাম, কর্ত্তা কেন অত গরম হয়েছেন।

সরকারী উকিল। সেই মেয়েমানুষটিকে তুমি আর কখনো দেখেছ?

বনমালী। এঁজ্ঞে, দেখেছি বোধ হয়। বেশী নয়, দু'চার বার। বাংলোয় যে যে দিন খুব ফুর্ত্তি হোত, সেই সেই দিন ওই কর্ত্তা মোটরে করে তাকে সহর থেকে আনত।

সরকারী উকিল। এখন তাকে দেখলে চিনতে পার?

বনমালী। হয়ত পারি হুজুর।

সরকারী উকিল। হয়ত বলচ কেন?

বনমালী। এঁজ্ঞে হুজুর. সব মেয়েমানুষকেই আমি একরকম দেখি কিনা।

[সকলের হাস্য।

সরকারী উকিল। আচ্ছা তুমি যাও।

মনীশ। দাঁড়াও।

[বনমালী ফিরিয়া দাঁড়াইল

তুমি চোখে ভাল দেখতে পাওনা।

বনমালী। পাই হুজুর। এই'ত দেখছি বড় হুজুরের বেশ শিকারী বেড়ালের মত মোটা এক জোড়া গোঁফ রয়েছে।

[সকলের হাস্য।

মনীশ। দিনের বেলায় নয়, রাতে; রাতে তুমি দেখতে পাওনা।

বনমালী। পাই হুজুর। সেদিন কেমন ঘুরঘুট্টে অন্ধকার দেখেছিলুম।

মনীশ। কবে?

বনমালী। যে রাতে খুন হয়েছিল।

মনীশ। রাতটা সেদিন অমাবস্যা ছিল?

বনমালী। অমাবস্যা না হলে কি আর ওই কাজ হয়, তেনারা বার হন?

মনীশ। কারা?

বনমালী। কেন হুজুর, অপদেবতারা? তাদের রক্তের তেষ্টা পেয়েছিল বলেইত খুন হল।

মনীশ। কিন্তু রাতটা যে পূর্ণিমা ছিল।

বনমালী। না হুজুর, আপনার হয়ত ভুল হচ্ছে।

মনীশ। হ্যাঁ, ভুল আমার হতে পারে।

বনমালী। হতেই হবে হুজুর, আপনার ভুল হতেই হবে।

মনীশ। কিন্তু পাঁজিতে যে লেখা আছে পূর্ণিমা।

বনমালী। আছে নাকি?

মনীশ। আছেইত। তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি, তুমি রাতকাণা।

বনমালী। অন্ধকারেও দেখতে পাই।

মনীশ। তা পাও, কিন্তু মোটরে মেঘোদয় থাকলে দেখতে পাওনা। আচ্ছা এখন তুমি যেতে পার।

[বনমালী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। চাপরাসী আর একটি লোককে লইয়া আসিল।

সরকারী উকিল। তুমি কে?

ভূধর। ভূধর পাড়ুই,

সরকারী উকিল। কর কি ?

ভূধর। চাকরি

সরকারী। কোথায় ?

ভূধর। পাটের কলে

সরকারী। থাক কোথায় ?

ভূধর। বাগবাজারে।

সরকারী। মোহিনী মোহনকে জানতে ?

ভূধর। তার ঘরের পাশের ঘরটায় যে আমি আছি। তাকে চিনবনা ? মাঝে একটা কাঠের পার্টিশান কেবল আছে। সেই পার্টিশানের সারা গায়ে ছ্যাঁদা। আমার ঘর আঁধার করে সেই ছ্যাঁদা দিয়ে আমি তার কাণ্ড দেখতাম।

সরকারী উকিল। কি কাণ্ড।

ভূধর। এই মাতলামো।

সরকারী উকিল। সে যেদিন আত্মহত্যা করল, সেদিন তুমি ছিলে ?

ভূধর। ছিলাম হুজুর। কিন্তু আত্মহত্যা যে করছে, তা কি তখন বুঝেছি ? বুঝলে তো লোকটাকে বাচাতে চেষ্টা করতুম।

সরকারী উকিল। তুমি কি করে জানলে যে, সে আত্মহত্যা করেছে ? আর কেউত তাকে খুনও করতে পারে।

ভূধর। রাত দুটো অবধি পাগলের মতো সে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার পায়ের শব্দে আমার ঘুমই হোলনা। বিছানায় গড়াই আর উঠে উঠে দেখি। শেসটায় দেখলাম বসে বসে একখানা কাগজে কি লিখছে—একখানা লাল কাগজে।

সরকারী উকিল। এই রকম কাগজে।

ভূধর। হ্যাঁ, হুজুর। অনেকক্ষণ বসে বসে কি লিখল। তারপর একটা ওষুধের গ্লাসে করে কি যেন খেল। আমি ভাবলাম মদ হবে বা

ওষুধ হবে। তারপর সে শুয়ে পড়ল...আর আমিও। আপিস থেকে ফিরে বিকেল বেলায় এসে শুনলাম, হুজুর, তার হয়ে গেছে! হুজুর, একবার যদি সন্দে হোত, তাহলে কি আর সে বিষ খেয়ে মরতে পারত? আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতুম।

সরকারী উকিল। আচ্ছা, তুমি যাও।

[সে নামিয়া গেল, চাপরাশী আর একটা লোককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইল।

সরকারী উকিল। তোমার নাম?

হরেরাম। হরেরাম সাহা

সরকারী উকিল। মোহিনীকে চিনতে?

হরেরাম। সে আমার দোকানে এক সময় খাতা লিখত

সরকারী উকিল। তার হাতের লেখা চেন?

হরেরাম। চিনি।

সরকারী উকিল। এ তার হাতের লেখা কি না দেখত।

হরেরাম। তারই হাতের লেখা। আর আমার এই খাতাই ত রয়েছে। মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

[খাতা দিল।

সরকারী উকিল। আচ্ছা তুমি যাও।

[সে নামিয়া চলিয়া গেল।]

সরকারী উকিল। ধর্ম্মাবতার করোনারের verdict এবং Handwriting Expertএর অভিমত আমাদের কাছে রয়েছে।

[জজের হাতে দুইখানা কাগজ দিলেন। জজ তাহা দেখিয়া জুড়িদের হাতে দিলেন। জুড়িরা তাহা দেখিতে লাগিলেন।]

ধর্ম্মাবতার এবং জুড়ীর সুধী সদস্যগণ, আপনারা শুনলেন ঘটনার দিন

মোহিনী মোহন এক নারীকে নিয়ে বাংলোয় গিয়েছিল, লোকরঞ্জনকে মদ্যপানও করিয়েছিল। আপনারা শুনলেন, তাদের বাংলো ছেড়ে চলে যাবার পরেই লোকরঞ্জনকে মৃত অবস্থায় দেখা গেল, একটা মোটরে মোহিনী মোহনকেও দেখা যায় সদর রাস্তার উপরে। সঙ্গে ছিল একটি নারী। তারপর, মোহিনীমোহনকে প্রায় সারারাত ধরে তার ঘরে উত্তেজিত ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল, তাঁকে এই রকম একখানি কাগজে চিঠি লিখতেও দেখা গেল। পরের দিন তার মৃতদেহ দেখা গেল। নবোনাবের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হোল, সে আত্মহত্যা করেছে, মোহিনীমোহনের হাতের লেখা যারা জানত, তারাও বল্ল চিঠিখানি তারই লেখা, handwriting expertও তাই সমর্থন করলেন। আমি এখন জানতে চাই, এর পরও কি বিলাসের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করা যায়? এর পরও কি বলা চলে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট ছিল? যদি বিলাসের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন কারণ না থাকে, যদি এই হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাকে সংশ্লিষ্ট করা না চলে, তাহলে আপনারা নিশ্চিতই তাকে অব্যাহতি দেবেন। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি বিলাসকে সাক্ষী রূপে দাঁড় করিয়ে বুঝিয়ে দোব, মোহিনী মোহনের সঙ্গিনীটি কে? কার তুষ্টি সাধনের জন্য, কার অর্থ-লোলুপতা, কার ভোগ-লালসা নিবৃত্ত করবার জন্য মোহিনী মোহনকে এই হত্যা করতে হয়েছিল? কে সেই নারী? অপরিচিতা কেহ, না আমাদেরই সম্মুখে উপবিষ্টা, শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্বাধীনা ওই নারী।

বিচারক। বিলাসকে সাক্ষী করবার পক্ষে কোন বাধাই আর নেই।

সরকারী উকিল। তাহলে?

[তিনি ইঙ্গিত করিলেন। বিলাসকে লইয়া প্রহরীরা সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করাইল।

সরকারী উকিল। কতদিন আপনি লোকরঞ্জনের কাছে কাজ করেছিলেন?

বিলাস। মাত্র ছয় মাস।

সরকারী উকিল। তার আগে আপনি কি করতেন?

বিলাস। মাষ্টারীও করেছি, সাহিত্য-চর্চ্চাও করেছি।

সরকারী উকিল। লোকরঞ্জন কেমন লোক ছিলেন?

বিলাস। অত্যন্ত মদ্যপ এবং লম্পট।

সরকারী উকিল। বিষয়-সম্পত্তির কাজ কর্ম্ম কিছু কখনো দেখতেন?

বিলাস। না। দেখবার ইচ্ছাও ছিলনা। তহবিলে কিছু টাকা জমলে তাই নিয়ে তিনি বাংলোয় চলে যেতেন। ফুরিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত সহরে ফিরতেন না।

১ম জুরী। আপনি তাঁকে নিবৃত্ত রাখবার চেষ্টা করতেন না?

বিলাস। প্রকাশ্যে করতে পারতুম না।

২য় জুরী। কেন?

বিলাস। চাকরি হারাবার ভয়ে। প্রভুর বিরাগভাজন হলে ভৃত্যের চাকরি যে থাকে না, এ জ্ঞান আমার ছিল।

সরকারী উকিল। ঘটনার দিন আপনি বাংলোয় গিয়েছিলেন?

বিলাস। সন্ধ্যায় একবার গিয়েছিলাম।

সরকারী উকিল। সেখানে গিয়ে কি দেখলেন?

বিলাস। দেখলুম, মোহিনী আর মায়া তাকে মদ খাওয়াচ্ছে।

সরকারী উকিল। আপনি কি করলেন?

বিলাস। আমি তাদের তখুনি বাংলো ছেড়ে চলে যেতে বল্লুম। বাবু আমাকে অপমান করলেন। রেগে আমিই চলে এলুম।

বিচারক। পুলিশ যখন মায়াকে ধরতে যায়, তখন আপনাকেও

সেইখানেই তারা দেখতে পায়। কেমন করে তা হোলো? আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কেন?

বিলাস। প্রভুর অপহৃত টাকা উদ্ধার করবার জন্য।

৩য় জুরী। আপনি কি জানতেন যে, আপনার প্রভুর টাকা অপহৃত হয়েছে?

বিলাস। স্থির জানতুম না। অনুমান করেছিলুম মাত্র।

বিচারক। হেতু?

বিলাস। যখনই বাবু বাংলোয় যেতেন, তারপরই দেখা যেত তহবিল শূন্য। বাংলো থেকে বেরিয়ে নিজের কয়েকটা জরুরি কাজ সেরে বাড়ী ফিরে বসে বসে বাবুর কথা ভাবচি, হঠাৎ আমার মনে হোল এবারও হয়ত বাবু তহবিল শূন্য করে টাকা নিয়ে গেছেন। ষ্টেট সংক্রান্ত কাজের জন্য পরের দিনই অনেকগুলো টাকা দরকার ছিল। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্লুম। তখুনি মোটারে বেরিয়ে পড়লুম। গিয়ে দেখলুম, যা ভয় করেছিলুম তাই-ই সত্যি। তহবিল শূন্য করে বাবু টাকা নিয়ে চলে গেছেন। আমিত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। একটু স্থির হতেই মনে হোল, টাকা বাবুর কাছে নিশ্চিতই নেই, এতক্ষণ তা হস্তান্তরিত হয়েছে। মোটার করেই বেরিয়ে পড়লুম। মায়ার বাড়ী গিয়ে যখন পৌছি তখন রাত বারোটা। তখনো কিন্তু মায়ার ঘরে আলো জলছিল। সে গান গাইছিল আর জনকত লোক হল্লা করছিল। আমি মোটারে বসেই রইলুম।

মায়া। আমায় একগ্লাস জল দেবেন? আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

[পেশকারের ইঙ্গিতে চাপরাশী জল আনিয়া দিল। মায়া এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করিয়া ফেলিল।

সরকারী উকিল। কতক্ষণ আপনি সেখানে বসে রইলেন?

বিলাস। রাত দুটো অবধি। দুটোর সময় মায়ার বাড়ী থেকে

তিনটে লোক বেরিয়ে এল, মাতাল। মায়া জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমি প্রায় দৌড়ে গিয়ে উপরে উঠ্‌লুম, তাকে ভাববার অবসর না দিয়ে সোজা বলে ফেল্লুম বাবুর কাছ থেকে যে-টাকা সে আত্মসাৎ করেছে, তা ফিরিয়ে দিতে।

৪র্থ জুরী। মায়া কি প্রকৃতস্থা ছিল?

বিলাস। খুব। আমার প্রশ্নে একটুও না দমে, আমাকে শাসিয়ে বল্লে, আমি যদি না তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, তাহলে চেঁচিয়ে সে লোক জড়ো করবে। কত অনুরোধ, উপরোধ, কাকুতি, মিনতি করে আমি তাকে জানালুম যে টাকাগুলো না পেলে বাবুর বিষয়টা বে-হাত হয়ে যাবে। কিছুতেই সে কবুল করল না।

৫ম জুরী। তাহলে টাকাগুলো আপনার কাছে পাওয়া গেল কি করে?

বিলাস। অনুরোধ-উপরোধে যা করতে পারলুম না, ছলনার আশ্রয় নিতেই তা সহজসাধ্য হয়ে উঠল। বল্লুম, মোহিনীর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবার চেয়ে আমার সহযোগে কাজ করা তার পক্ষে শ্রেয়ঃ। কেননা আমার সাহায্য পেলে সে দীর্ঘকাল ধরে নির্ব্বিঘ্নে এবং নিরুপদ্রবে জমিদারকে দোহন করতে পারবে। তাকে আমি বুঝিয়ে দিলুম যে, টাকার আমারও দরকার আছে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে বল্লে, আমারই সহযোগিতায় ভবিষ্যতে সে কাজ করবে। তারপর কৌশলে তার কাছ থেকে টাকাগুলো যখন উদ্ধার করলুম, তখন ভোর হয়ে গেছে। সেই সময়েই পুলিশ গিয়ে উপস্থিত হোলো। সন্দেহ করে আমাকেও গ্রেফ্‌তার করল।

মায়া। আমি আর একটু জল চাই—আর একটু।

[আবার আর এক গ্লাস জল পান করিল

সরকারী উকিল। আপনি জানতেন না যে আপনার মনিব হত?

বিলাস। না।

সরকারী উকিল। কখন তা প্রথম শুনলেন ?

বিলাস। থানায় গিয়ে।

সরকারী উকিল। আচ্ছা, আপাতত আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

[বিলাসকে লইয়া প্রহরীর এক যায়গায় বসাইল।

সরকারী উকিল। বাংলোর বাবুর্চি ফকরউদ্দিন !

[ফকরউদ্দিনকে ডকে দাঁড় করান হইল। সে শপথ গ্রহণ করিল।

সরকারী উকিল। তুমি বাংলোর বাবুর্চি ?

ফকরউদ্দিন। জী হুজুর।

সরকারী উকিল। খুনের রাতে তুমি বাংলোয় ছিলে ?

ফকরউদ্দিন। জী হুজুর !

সরকারী উকিল। সে রাত্রে তোমার বাবু মদ খেয়েছিল ?

ফকরউদ্দিন। জী হুজুর।

সরকারী উকিল। বাংলোয় সে-দিন আর কে ছিল ?

ফকরউদ্দিন। মোহিনী বাবু।

সরকারী উকিল। আর ?

ফকরউদ্দিন। এক ঔরৎ।

সরকারী উকিল। তাকে তুমি চেন ?

ফকরউদ্দিন। জী হুজুর, ওহি জনানা।

[মায়াকে দেখাইয়া দিল

সরকারী উকিল। আচ্ছা, তুমি যেতে পার।

মনীশ। জেরা ঠারো।

[বাবুর্চি ফিরিয়া দাঁড়াইল

মনীশ। তুম আচ্ছা রঁসুই করনা নেই সকতা হ্যায় ?

ফকরউদ্দিন। হুজুর, দশ বরষসে ম্যায় ওহি কাম করতা হুঁ।

মনীশ। হো সকতা। মগর মাতোয়ালা মনিবকো রঁসুই কই দিলসে করতা হ্যায় ?

ফকরউদ্দিন। ক্যয়া ! ম্যায় নিমকহারাম হুঁ ?

মনীশ। উস্ রাতকো তুম দিল লগাকর রঁসুই কিয়া থা ?

ফকরউদ্দিন। জী হুজুর।

মনীশ। কভি বাহার গিয়া থা ?

ফকরউদ্দিন। কভি নেহি।

মনীশ। কোঠিমে আনেওয়ালা যানেওয়ালাকো দেখনেকে তোমারা মওকা মিলা থা ?

ফকরউদ্দিন। জী, নেহি।

মনীশ। আচ্ছা আভি তুম যা সকতা হো।

সরকারী উকিল। ইন্‌স্‌পেক্টার ব্যানার্জ্জী।

[ইন্‌সপেক্টার ব্যানার্জ্জী আসিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন

সরকারী উকিল। আপনি আসামীদের গ্রেফ্‌তার করেছিলেন ?

ইন্‌স্‌পেক্টার। হ্যাঁ।

১ম জুরী। মায়াকে আপনারা সন্দেহ করলেন কি করে ?

ইন্‌স্‌পেক্টার। বাংলোয় মায়ার নাম লেখা একখানি রুমাল পাই।

সরকারী উকিল। দেখুন ত এই রুমাল নাকি ?

ইন্‌স্‌পেক্টার। আজ্ঞে হাঁ।

২য় জুরী। আর কারু নাম কি মায়া হতে পারে না।

ইন্‌স্‌পেক্টার। অবশ্যই পারে। কিন্তু বাংলোর বাবুর্চ্চি আমাকে বলে যে একটি মাত্র মেয়েলোকই সেদিন বাংলোয় গিয়েছিল। আর

তাকে সে-ই ট্যাক্সি করে বাংলোয় নিয়ে যায়। এই মায়ার বাড়ী সেই-ই চিনিয়ে দেয়। আর আসামীও স্বীকার করেন এই রুমালখানি তার।

৪র্থ জুরী। (মায়াকে) আপনি কি স্বীকার করেন যে, এ রুমালখানি আপনার।

মায়া। হাঁ, হ্যাঁ, স্বীকার করছি। আগেও করেছি, এখনও করছি। আমি সব স্বীকার করছি। সমস্ত অভিযোগ, সকল অপরাধ।

সরকারী উকিল। ও কথা আমরা পরে তুলব। মায়ার বাড়ী গিয়েই কি আপনারা বিলাসকে দেখতে পান?

ইনস্‌পেক্টার। তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে মায়ার ঘরে নিয়ে যান।

৩য় জুরী। আচ্ছা, বাবুর্চি ফকর উদ্দিন কি আপনাকে বলেনি যে, মোহিনীমোহন মায়াকে নিয়ে বাংলো ছেড়ে চলে যায়?

ইনস্‌পেক্টার। বলেছিল।

৫ম জুরী। তাহলে মোহিনীর বাড়ীতে আপনারা গেলেন না কেন?

ইনস্‌পেক্টার। আমরা মনে করেছিলুম মায়ার বাড়ীতেই তাকে পাব।

সরকারী উকিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে পেলেন বিলাসকে?

ইনস্‌পেক্টার। হাঁ, তাঁকে পেলুম, টাকাও পেলুম তাঁর কাছে। মনে করলুম ফকরউদ্দিন হয়ত ভুলই দেখেছিল। মায়ার সঙ্গে মোহিনী ছিলনা, হয়ত বিলাসই ছিল।

সরকারী উকিল। তাই বিলাসকেই আপনি গ্রেফ্‌তার করলেন?

ইনস্‌পেক্টার। হাঁ।

সরকারী উকিল। তারপর মোহিনী মোহনের আত্মহত্যার খবর যখন পেলেন, যখন তার বিবৃতি পেলেন?

ইনস্‌পেক্টার। তখনই আমাদের ভুল বুঝতে পারলুম। আরো

অনুসন্ধান করে জানলুম খুনের দিন বাংলো থেকে বিলাস আর মায়া একসঙ্গে বেরোয়নি—বেরিয়েছিল মোহিনী মোহন আর মায়া।

সরকারী উকিল। আপনি যেতে পারেন।

[ইন্‌স্‌পেক্টার নামিয়া গেলেন]

সরকারী উকিল। আপনারা সবই শুনলেন। প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শিক্ষিত এক ভদ্রলোক তার মনিবের উপকার করতে গিয়ে যে ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তা আপনারা জানলেন। আপনারা বুঝতে পারলেন যে দেবীরূপে পরিচিতা, শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা, সুন্দরী একটি তরুণী ভদ্রসমাজে থেকেও কেমন ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিল, নারী চরিত্রের সকল সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়ে কেমন করে ছলনা, প্রতারণা করে পরের অর্থ বিনা বাধায় সে আত্মসাৎ করে যাচ্ছিল। মায়াদেবীর পক্ষ সমর্থন করা যিনি ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁর মক্কেলের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য কিরূপ গল্প রচনা করেছেন, তা আমি অনুমান করতে অসমর্থ। কিন্তু এই কথাটি আমি জোর করেই বলতে পারি যে, গল্প-রচনায় যতখানি দক্ষতাই তিনি অর্জ্জন করে থাকুন না কেন—যে সকল প্রমাণ আমরা পেয়েছি, যে সকল তথ্য আমরা অবগত হয়েছি, কোন মতেই সে-সব তিনি অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারে অপরাধীর সকল দুষ্কার্য্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে, আসামী তার রূপ-যৌবন দিয়ে, তার সারল্যের অভিনয় দিয়ে বিচারের দণ্ডকে প্রতিহত করতে পারবেনা।

[সরকারী উকিল আসন গ্রহণ করিলেন। আদালতে একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। ধীরে ধীরে মনীশ উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে সে বলিতে লাগিল]

মনীশ। আমি বয়েসে নবীন সন্দেহ নেই। সংসারকে আমি

ভালো করে জানি না, বুঝিনা এবং তা স্বীকার করতেও আমি লজ্জিত নই। আমার পরম বন্ধু, প্রবীণ সরকারী উকিল মহাশয়, তাঁর পাকাবুদ্ধি প্রয়োগ করে মামলাটি যেভাবে সাজিয়েছেন, তা হয়ত প্রশংসা পাবারই যোগ্য। হয়ত সত্য-মিথ্যা নিরূপনের জন্য যাঁরা উদগ্রীব নন, যাঁরা শুধু সময় কাটাবার জন্য গল্প শুনতে অভ্যস্ত, তাঁরা তাঁর ঘটনা বিন্যাস-নৈপুণ্যের, তাঁর বাক্‌চাতুর্য্যের পরিচয় পেয়ে পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসাই করবেন ; কিন্তু ন্যায়বিচারের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে বিচারের গুরু দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা সমাসীন, গল্প শোনবার অলস-বিলাসে কালক্ষেপ করবার অবসর তাঁদের নেই। সত্যকে আশ্রয় করে তাঁরা ওই পবিত্র আসন গ্রহণ করেছেন, মিথ্যাকে কখনো তাঁরা প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁদের সূক্ষ্মবিচারে প্রকৃত অপরাধী দণ্ড পাবে, সত্যকে গোপন রাখবার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, মিথ্যাকে যারা প্রশ্রয় দিয়েছে, লজ্জায় তারা মুখ লুকোবে। আমার মক্কেল শ্রীযুক্তা মায়া দেবী নিজের অজ্ঞাতসারে একটা হীন ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ হয়ে যে অকারণে লাঞ্ছিত হয়েছেন, সরকারী সাক্ষীদের সওয়াল জবাব দিয়ে তাই আমি বুঝিয়ে দোব। আমাকে সেই অনুমতি দেওয়া হোক্।

[মনীশ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। আদালতে আবার মৃদুগুঞ্জন-ধ্বনি শোনা গেল। বিলাস আসিয়া দাঁড়াইল।]

মনীশ। আপনি কত দিন লোকরঞ্জনের কাছে কাজ করছেন ?

বিলাস। ছয়মাস।

মনীশ। এই ছয়মাসের মাঝে আপনি মায়াদেবীকে লোকরঞ্জনের বাংলোয় ক'বার দেখছেন ?

বিলাস। বহুবার।

মনীশ। ঠিক করে বলুন, ক'বার ?

বিলাস। পাঁচ ছয়বার।

মনীশ। নিয়মিত ভাবে মাসে একবার করে কি তিনি বাংলোয় যেতেন ?

বিলাস। না, তেমন কোন নিয়ম ছিল না।

মনীশ। এই ঘটনার কতদিন আগে আপনি মায়াদেবীকে বাংলোয় দেখেছিলেন ?

বিলাস। দিন কুড়ি আগে একবার যেন দেখেছিলুম।

মনীশ। সময়টা আপনার ঠিক মনে আছে ?

বিলাস। আছে।

মনীশ। আমি আপনাকে বলছি, আপনি ভুল করেছেন। কুড়ি দিন আগে আপনি মায়াদেবীকে বাংলোয় দেখেন নি। আপনি তা দেখতে পারেন না।

বিলাস। হয়ত আমার ভুলই হয়েছে। মাসখানেক আগে দেখেছি।

মনীশ। একমাস আগে মায়াদেবী যে বাংলোর বাইরের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলেন না, একথা আপনি প্রমাণ করতে পারেন ?

বিলাস। ঠিক কতদিন আগে দেখেছি, তা স্মরণ হচ্ছে না।

মনীশ। বাংলোয় মায়াদেবীকে আপনি কখনো দেখেন নি।

বিলাস। পাঁচ ছবার দেখেছি।

মনীশ। আচ্ছা এইবার বলুনত, মোহিনীমোহন লোকরঞ্জনের ক্ষতি করছে একথা জেনেও তাকে তাড়িয়ে দেন নি কেন ?

বিলাস। সে-কথা ত আগেই বলেছি—চাকরীর মায়ায়।

মনীশ। চাকরি আপনি কেন করতেন ?

বিলাস। টাকার জন্য।

মনীশ। টাকা না পাবার ভয়ে আপনি মোহিনীমোহনের দুষ্কার্য্য সম্বন্ধে কোন কথা আপনার মনিবকে বলতেন না, কেমন ?

বিলাস। টাকার প্রয়োজন আমি অস্বীকার করতে পারি না।

মনীশ। অপর একজন লোক আপনার মনিবের ক্ষতি করছে জেনেও টাকা না পাবার ভয়ে আপনি যখন চুপ করে থাকতে পারেন, তখন টাকা পাবার লোভে আপনি নিজেও অপরের ক্ষতি অনায়াসে করতে পারেন।

বিলাস। জীবনে কখনো আমি কারু ক্ষতি করিনি।

মনীশ। কারুরই না?

বিলাস। না।

মনীশ। হয়ত আবার আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, আপনি ভুলই করেছেন। ভালো করে মনে করে দেখুন।

বিলাস। জীবনে কারুরই ক্ষতি আমি করিনি।

মনীশ। এক নারীর?

বিলাস। না, না।

মনীশ। এক কুমারীর? বলুন, এক কুমারীর?

বিলাস। না, না।

মনীশ। আচ্ছা, আপনি মায়াদেবীকে ঘটনার আগেও চিনতেন?

বিলাস। হাঁ, আমি তাকে আগে পাচ-ছয়বার দেখেছি।

মনীশ। তারও বেশি দেখেছেন।

বিলাস। স্মরণ নেই।

মনীশ। স্মরণ আমি করিয়ে দিচ্ছি। লোকরঞ্জনের চাকরি করবার আগেও আপনি মায়াদেবীকে জানতেন ..

মায়া। ধর্ম্মাবতার।

[সকলে তাহার দিকে চাহিল

যিনি আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন, তিনি মিথ্যা শ্রম করছেন। আপনি আমায় দণ্ড দিন।

বিচারক। অপরাধ যতক্ষণ প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ তোমাকে আমরা দণ্ড দিতে পারিনা।

মায়া। কিন্তু আমি যে অপরাধ স্বীকার করছি। আমি আর বিচার চাই না, আমি দণ্ড চাই।

বিচারক। তুমি বিচার চাও না, কেবল দণ্ডই চাও?

মায়া। হাঁ, হাঁ, আমি দণ্ড চাই, ফাঁসি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আমরণ কারাবাস।

মনীশ। অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার ফলে আমার মক্কেল আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমার তাই নিবেদন আজকার মত আমাদের কাজ স্থগিত রাখা হোক।

মায়া। না ধর্ম্মাবতার, এ যাতনা আর একটি দিনও আমি সইতে পারব না। আপনি দণ্ডের আদেশ দিন,—আমি স্বীকার করছি আমি অপরাধী, আমি অপরাধী, আমি অপরাধী।

[বলিতে বলিতে মায়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নিখিলের বসিবার ঘরে একটা ইজি চেয়ারে শুইয়া নিখিল এক-খানি কাগজ দেখিতেছে। তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শঙ্কর প্রবেশ করিল]

শঙ্কর। বাবু!

নিখিল। কি শঙ্কর?

শঙ্কর। একবার বাড়ীর ভিতর যেতে হবে।

নিখিল। কেন, বল্‌ত?

শঙ্কর। খোকা বড় কাঁদচে।

নিখিল। খিদে পেয়েছে হয়ত।

শঙ্কর। না বাবু, একটু আগেই ত দুধ খাইয়েছি।

নিখিল। অসুখ করেনি ত!

শঙ্কর। ডাক্তার এসেছিলেন গিন্নীমাকে দেখতে। তাঁকে দেখালাম। তিনি ত বল্লেন, বেশ ভালোই আছে।

নিখিল। তবে যা। খেলনা-টেলনা যা হয় একটা কিছু দিয়ে শান্ত করগে যা।

[শঙ্কর চলিয়া গেল।

এই ছেলেকে আমি কেমন করে বাঁচিয়ে রাখব, বড় করে তুলব।

[মনীশ প্রবেশ করিল।

এই যে মনীশ! আদালতের খবর কি?

মনীশ। তুমি এখন কেমন আছ ?

নিখিল। একটু চলা-ফেরা করতে পারছি আজ। তুমি আদালতের খবর বল।

[মনীশ একখানা চেয়ারে বসিয়া কহিল।

মনীশ। খবর ভালো নয়।

নিখিল। শাস্তি হয়ে গেছে ?

মনীশ। দশ বছর।

নিখিল। দশ বছর !

মনীশ। হ্যাঁ, দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

[নিখিল মাথা চাপিয়া ধরিল।

মনীশ। নিখিল।

নিখিল। দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড !

মনীশ। ম্যানেজারটি কিন্তু খালাস পেয়েছে।

নিখিল। য়্যাঁ ?

মনীশ। সে নিরপরাধ।

নিখিল। বিচারে তাই প্রতিপন্ন হলো ?

মনীশ। প্রতিপন্ন হলো যে, জমিদারকে খুন করেছে তার মোসাহেব মোহিনীমোহন। কৃত কর্মের অনুশোচনায় সে আত্মহত্যা করেছে আর তাই করবার আগে সে তার অপরাধের কথা লিখে রেখে গেছে। আদালত তাই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

নিখিল। তাহলে মায়ার অপরাধ ? সে কেন দণ্ড পেল ?

মনীশ। সেই দুশ্চরিত্রা নারী....

[নিখিল লাফাইয়া উঠিল।

নিখিল। মনীশ !

মনীশ। আদালতে প্রমাণিত হয়েছে মোহিনীমোহনের সঙ্গে তার ছিল একটা অবৈধ সম্বন্ধ...

নিখিল। আর আমি শুনতে চাই না, মনীশ...আর তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

[নিখিল কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। মনীশ চুপ করিয়া রহিল।

নিখিল। আমি তোমার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ছিলুম, ভেবেছিলুম কতগুলো জঘন্য চরিত্রের লোকের হীন ষড়যন্ত্র ভেদ করে, সত্যকে তুমি প্রকাশিত করতে পারবে। এখন দেখছি, আমি ভুল করেছিলুম। সত্যকে তুমি ত প্রকাশ করতে পারলেই না, অধিকন্তু মিথ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করে একটি নিষ্কলঙ্ক নারীর চরিত্রে তুমি দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা মেখে দেবার সহায়তা করলে।

মনীশ। তুমি অকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠছ, নিখিল।

নিখিল। অকারণে!

মনীশ। আদালতে যা প্রমাণিত হ'ল আমি শুধু তাই বলছি।

নিখিল। কিন্তু কেমন করে তা প্রমাণিত হোল?

মনীশ। সেই মেয়েটি যে সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিল। একটিবার প্রতিবাদও করল না।

নিখিল। তার চরিত্র সম্বন্ধে একান্ত মিথ্যা ওই উক্তি সে সমর্থন করল।

মনীশ। প্রতিবাদ ত করল না। জমিদারকে ভুলিয়ে অর্থ সংগ্রহ করবার চেষ্টা সে বহু দিন থেকেই করছিল। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বহুবার মোহিনীমোহনের সঙ্গে সে ওই বাংলোয় গিয়েছিল। উদ্দেশ্য-সাধনে নেহাৎই যখন সে ব্যর্থকাম হয়ে উঠল, তখনই মোহিনীমোহনকে নরহত্যায় উত্তেজিত করে তুলল এবং জমিদারটি হত হলে সে তার বহু টাকা আত্মসাৎ করল।

নিখিল। আমি তোমাদের আইন-আদালত সম্বন্ধে কিছুই জানি না, বুঝি না। কিন্তু এও কি প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বিলাস তাকে তার বাড়ী থেকে নিয়ে যায়নি ?

মনীশ। বিলাসকে যে কোন কালে সে চিনত, সে কথা সে স্বীকারই করল না।

[নিখিল পাথরের মতো বসিয়া রহিল।

মনীশ। নিখিল !

নিখিল। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কত বড় একটা ষড়যন্ত্র যে রয়েছে, তা কি অনুমানে তুমি বুঝতে পারচ না ?

মনীশ। অনুমানের কথা আদালতে টেঁকে না।

নিখিল। কিন্তু যা সত্য ?

মনীশ। সব সত্য কথা তুমিই কি প্রকাশ করেছ ?

নিখিল। না, সব কথা বলতে পারিনি। হয়ত কোন দিন তা বলতে পারবও না।

মনীশ। যতই ভাবচি, ব্যাপারটা ততই আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। কিছুই যে আমি বুঝতে পারছি না।

নিখিল। পৃথিবীটাকে তোমরা দেখ আইনের চশমা এঁটে। তাই সত্য যা, তা তোমাদের কাছে ধরা পড়ে না। সহজ বুদ্ধি দিয়ে, সহজ দৃষ্টি দিয়ে যদি বুঝতে চাইতে, তাহলে সহজেই সকল কথা বুঝতে পারতে।

মনীশ। এই মামলার সুরু থেকেই তুমি উকিল-পাড়ায় ঘোরা-ফেরা করতে লাগলে। হঠাৎ একদিন মাথা ফাটিয়ে বাড়ী এলে। আজ রায় শুনে তুমি ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে উঠলে। এ-সব কি বলত ?

নিখিল। তোমার কি মনে হয় ?

মনীশ। আমি ত বল্লুম কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিখিল। তাহলে বোঝবার চেষ্টা আর করো না।

মনীশ। নাইবা করলুম। কিন্তু পরের বোঝা বইবার এই বদ-অভ্যেস তুমি কবে ছাড়বে বলত?

নিখিল। বোঝার কথাই ত ভাবছি মনীশ। ভাবচি, বইবার শক্তি কি সত্যই পাব? আচ্ছা মনীশ, এই মামলা সম্বন্ধে আর কি কিছু করবার নেই? ওই মেয়েটিকে কি কোন মতেই মুক্ত করে আনা যায় না?

মনীশ। ও যে এই দণ্ড বরণ করে নিতে বদ্ধপরিকর!

নিখিল। তার কারণ জান? জীবনে যে আঘাত ও পেয়েছে, তা ওর বেঁচে থাকবার আনন্দকে একেবারে হরণ করে নিয়ে গেছে। আজ সম্ভব হলে ও হয়ত আত্মহত্যাই করত।

[শঙ্কর প্রবেশ করিল।

কি রে শঙ্কর!

শঙ্কর। খোকাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারচি নে।

নিখিল। মনীশ! আমি কি করি বলত?

মনীশ। আমায় ক্ষমা কর। তোমাকে উপদেশ দেবার শক্তি আমার নেই। কোথায় কোন অসহায়া নারীর প্রতি কি অবিচার চলছে, কোথায় কোন মা-হারা শিশু পড়ে রয়েছে, তুমি সব ছেড়ে তাই খুঁজে বেড়াবে, অযাচিত ভাবে তাদের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে, নিজের চলবার পথ নিজেই দুর্ব্বহ করে তুলবে! আর উপদেশ দিয়ে তোমাকে এই বদ্ অভ্যাস থেকে কে মুক্ত করবে?

নিখিল। সত্য মনীশ, এ থেকে আমার আর মুক্তি নেই!

মনীশ। আচ্ছা আজকের মত আমি তাহলে উঠি। নিজেকে সুস্থ করে তোলবার চেষ্টা করো।

[মনীশ গমনোদ্যত হইল]

নিখিল। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো।

[মনীশ চলিয়া গেল]

খোকাকে নিয়ে কি করা যায় শঙ্কর ?

শঙ্কর। আমি ত বলেছি ওদের আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু বাবু, ওর মা কেমন মেয়ে মানুষ ? সোনার চাঁদ ওই ছেলেকে ফেলে কেমন করে দূরে রয়েছে ?

নিখিল। কেউ যদি বেঁধে রাখে, তাহলে কি করতে পারে সে ?

শঙ্কর। আচ্ছা বাবু, ওর মায়ের নাকি ফাটক হয়েছে ?

নিখিল। তুইও তা শুনেছিস ? সবাই জেনে গেছে ?

শঙ্কর। না বাবু, এ বাড়ীর আর কেউ জানে না।

নিখিল। শোন শঙ্কর, বাড়ীর আর কেউ যেন না এ কথা শোনে। তুই যদি মুখ বন্ধ রাখতে না পারিস, তাহলে তোকেও আমি ছাড়িয়ে দোব। শুধু তোকেই নয়—পুরোণো লোক যে যে আছিস, সবাইকে আমি তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক আনব। তারা জানবে খোকা আমারই ছেলে,—আমারই মা-হারা ছেলে। আমি ওকে এমন করে মানুষ করে তুলব যে, সবাই ওকে দেখিয়ে বলবে, হাঁ, মানুষের মতো একটা মানুষ।

শঙ্কর। আপনি একবার বাড়ীর ভিতর চলুন, বড্ড কাঁদচে।

নিখিল। চল যাচ্ছি।

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

জানিস শঙ্কর, কাঁদবার ওর কারণ আছে। আমারই যে আজ ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিলাসের সেই গুপ্ত অড্ডায় বিলাসের লোকজন সব জড়ো হইয়াছে। সকলে মগ্ন পান ও নৃত্য-গীত করিতেছে।]

(কেবল পুরুষেরা)

ফুর্ত্তি করো, ফুর্ত্তি করো—নতুনতরো মূর্ত্তি ধরো !
জীবন যে ভাই স্ফূর্ত্তি খেলা, দাও তুড়ি আর পাত্র ভরো

[পশুপতি প্রবেশ করিল।

পশুপতি। বাঃ পান্নারাণি, তোমার নরক যে গুলজার !

পান্না। নইলে তোমাদের মত ভূত-প্রেত যে খুসী হয় না ডাক্তার।

পশুপতি। আমাদের কথা তাহলে ভাব বল। ভাগ্যবান, ভাগ্যবান আমরা।

[পশুপতি পান্নারাণীর পাশে বসিল।

পান্না। তোমাদের ওস্তাদের খবর কি বলত ? খালাস পাবার পর যে দেখাটিও দিল না।

পশুপতি। পিছু পিছু গোয়েন্দা ফিরছে। তাদের চোখে ধুলো না দিয়ে ত আসতে পারবে না।

[পান্নারাণী আনমনে চাহিয়া রহিল।

জান, পান্নারাণী, আদালতে সেই মেয়েটিকে দেখলুম......অপরূপ সুন্দরী......দেখলে পূজো করতে ইচ্ছে করে।

পান্না। তোমাদের ওস্তাদ বুঝি তারই ধ্যান করছেন ?

[এককোণে একদল লোক জটলা করিতেছিল। তাহাদের ভিতর হইতে তুইজন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘুসি বাগাইয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল]

হেবো। শালা, এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা।

কালু। আমায় ঘুসি দেখান!

চণ্ডী। মার না রে!

অন্নদা। [লাফাইয়া উঠিয়া প্রথম লোকটিকে ধরিয়া] থাম্ থাম্। আর পেরতাপ দেখাতে হবে না। বোঝা গেছে।

হেবো। তুমি আমায় ছেড়ে দাও। আমি ওর দাঁত কটা ভেঙ্গে ফেলি।

অন্নদা। না, না, বোস দাদা, বোস।

হেবো। ওর কাছে আমি বোসব না।

অন্নদা। আয় আয় তুই আমার কাছে আয়।

পান্না। দেখচ, তোমাদের দলের লোকদের কেমন জানোয়ারের মতো স্বভাব!

পশুপতি। ওদেরত জানোয়ার হওয়াই দরকার, পান্নারাণী।

পান্না। আমিও তাই বলি। কিন্তু ওরাত তৈরি পানের গোদাটি যদি পালিয়ে পালিয়েই ফেরে, তাহলে তোমাদের ব্যবসা যে মাটি হবে। খোঁজ-খবর নাও।

পশুপতি। তোমার ভয় হয়েছে, পান্নারাণী। ভয় নেই, ভয় নেই। আর কেউ তাকে পোষ মানাতে পারবে না।

পান্না। কেন, আদালতে যাকে দেখে এলে? যাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছলে, জমিদারের টাকা লুঠতে। পান্নাকে বিশ্বাস করে নেওয়া হোল না। কিন্তু পান্না গেলে এ কেলেঙ্কারী হতো না।

পশুপতি। ভাগ্যিস্ তখন বুদ্ধি করে সেই মোহিনী ব্যাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুন।

পান্না। কিন্তু এই পান্নার পাল্লায় না পড়লে, সে ও-কথা লিখত না।

পশুপতি। সে কথা তুমি একশবার বলতে পার। কিন্তু আর একটা বড শক্ত কাজ করেছি। সে হচ্ছে সেই নিখিল ছোঁড়াকে

ঘায়েল করা। সে যদি সুস্থ থাকত, তাহলে বড় বেগ দিত। প্রকাণ্ড জমিদার।

পান্না। এনে ফেলতে পারতে এখানে, তাহলে ত বুঝতুম!

পশুপতি। ওই হেবোটা সব মাটি করলে।

[দুই তিনজন লোক আসিয়া পশুপতির কাছে দাঁড়াইল।

হেবো। ডাক্তার, তুমি এর মীমাংসা করে দাও। ওস্তাদ নেই, তাই তুমিই আমাদের সর্দ্দার। তোমাকেই বিচার করতে হবে।

পশুপতি। কি হয়েছে বল্।

হেবো। ওই শালা আজ একটা ঘড়ি আর দশটা টাকা হাত সাফাই করে এনেচে। টাকা জমা দিয়েছে কিন্তু ঘড়ি দেয় নি।

কালু। তোকে কে বল্লে যে, আমি হাত সাফাই করে ঘড়ি এনেছি।

হেবো। আমি যে দেখেছিরে শালা।

কালু। দেখেছিস্?

হেবো। দেখেছি।

কালু। আমি দোবনা ঘড়ি।

হেবো। দিবি নি?

কালু। না দোব না। কি করতে পারিস্ কর।

পশুপতি। তোকে দিতেই হবে।

কালু। তুমি কে হে ডাক্তার! ওস্তাদ চাইত, দিতুম।

পশুপতি। তবে টাকা দিলি কেন?

কালু। আমার খুশী।

পশুপতি। রাস্কেল, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

[পশুপতি কালুকে এক ঘুসি মারিল। সে পড়িয়া গেল। কিন্তু তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া একখানা চেয়ার তুলিয়া পশুপতিকে

মারিতে উঠিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া থামাইতে চেষ্টা করিল। সেই সময় বিলাস প্রবেশ করিল।

বিলাস। খবরদার!

সকলে। ওস্তাদ!

[বিলাস অগ্রসর হইয়া হয লোকটির কাণ ধরিল।

বিলাস। এত বড় স্পর্দ্ধা তোর!

[একটা ঘুঁসি বাগাইল।

কালু। মেবো না সর্দ্দার, আমাব কথা শোন।

বিলাস। বল্।

কালু। তুমি এসেচ, এখন সব দোব। কিন্তু তুমি না থাকলে দোব কেন?

বিলাস। তাই যে দেবাব নিয়ম।

কালু। ওবাও যে দেয়নি। ওই সোনাতন একটা সোনাব তাবিচ পেয়েচে, দিয়েচে? গঙ্গাবাম দিয়েছে কাণের সেই দুল দুটো? চণ্ডে যে কলমটা চুবি কবেছিল, তাও জমা দেয়নি? তুমি এসেচ, দিলুম আমি এই ঘডি।

[ট্যাক হইতে ঘড়ি বাহির করিল।

কাচটা ভেঙ্গে গেছে। ওরা দিক্।

[বিলাস তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহারা মাথা নীচু করিল।

বিলাস। যা, সব জমা দিগে যা।

[তাহারা পিছনে চলিয়া গেল। পান্না আগাইযা গিয়া কহিল।

পান্না। এতদিনে বুঝি মনে পড়ল!

বিলাস। থাম।

[ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ফিরিয়া কহিল]

এসব কি হচ্ছে ?

পান্না। কী. হয়েচে কি ?

বিলাস। চোখ নেই ? এটা কি শুঁড়ির দোকান ?

পান্না। শুঁড়ির দোকান এটা নয় সত্য, কিন্তু গোঁসাইজীর আখড়াও নয়। তোমার আড্ডার এই রূপ হবে না ত কী হবে ?

বিলাস। ডাক্তার এ সব কি !

পশুপতি। তোমার মুক্তির জন্য এরা একটু আনন্দ করচে।

বিলাস। আনন্দ ! তুমি ত জান ডাক্তার, কি মূল্য দিয়ে এই মুক্তি কিন্‌তে হয়েচে ! তার জন্য নিরপরাধ একটা লোককে তোমরা খুন করেছ ; সরলা, অসহায়া, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ একটি নারীকে তার শিশুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দশ বছরের জন্য জেলে পাঠিয়েচ।

পান্না। সেইটেই বুঝি সব চেয়ে বেশী ব্যথা দিচ্ছে।

বিলাস। হাঁ, তার জন্য দিন-রাত আমাকে অনুতাপের আগুনে জলতে, পুড়তে হচ্ছে।

পান্না। দেখ ওস্তাদ, আমি সব সইতে পারি, কেবল তোমার ওই ন্যাকামো সইতে পারি না। কে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল ? কে মিথ্যে জবানবন্দী করে তার ঘাড়ে অপরাধের সব বোঝা চাপিয়ে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল ?

বিলাস। কে ?

পান্না। হাঁ, বল, কে ? বুকে হাত দিয়ে বলতে পার, সে তুমি নও ?

[বিলাস একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল।

বিলাস। না, তা পারি না।

পান্না। তবে ?

বিলাস। তবে চলুক তোমাদের ওই উৎসব। আমি চোখের সামনে তোমাদের ওই পৈশাচিক উল্লাস দেখে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

[পান্না ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া কহিল।

পান্না। ওরে আয়। অনেক দিন পরে ওস্তাদ ফিরে এসেচে, আয় আমরা উৎসব করি।

হেবো। তাহলে তুমি আজ নাচ পান্নারাণি।

পান্না। একা নয় সকলে।

কালু। না আগে তুমি।

[চণ্ডী এক গ্লাস মদ আনিয়া পান্নার হাতে দিল।

চণ্ডী। এই নাও রাণি।

[পান্না তাহা পান করিল তাহার পর নৃত্য ও গান সুরু করিল।

(স্ত্রী পুরুষ সমস্বরে)

এই যে বঁধু! এই যে বঁধু! বিষের নীরে কমলা মধু!
তোমায় দেখে বাঁচলো আবার, যে-মন ছিল মরো মরো
পান্না—কে এল আজ হিমেল শীতে, হালকা মলয় হাওয়ার মত
লাল রঙ্গণের রঙে রঙে ছুটল মনের বেরং যত!
সকলে—আমরা ধরার রাজা-রাণী, স্বর্গ নরক হাতেই জানি,
আজকে সুরার সুর-বাহারে বেসুর বুকের দুঃখ হরো!

বিলাস দুইহাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া রহিল। পশুপতি একখানি চেয়ার টানিয়া তাহার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পশুপতি কিছুকাল বিলাসের দিকে চাইয়া রহিল, তারপর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার কাছে গেল।

পশুপতি। ওস্তাদ!

বিলাস। ওরা আমার ব্যথা বুঝতে পারল না, ডাক্তার, ওরা আমার ব্যথা বুঝল না।

পশুপতি। তুমি কি ওদের কাছ থেকে তাও প্রত্যাশা কর?

বিলাস। কিন্তু ওরা কি মানুষ নয়?

পশুপতি। অনেক দিনের অভ্যাস যে সে মানুষত্ব থেকে ওদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। আজ ওরা দ্বিপদ-পশু ছাড়া কিছুই নয়।

বিলাস। আমরা? তুমি, আমি?

পশুপতি। তফাৎ খুব বেশী নেই। সংস্কারটুকু সম্পূর্ণরূপে যায়নি, এই যা। পান্না যা বল্লে, তা কি একেবারে মিথ্যা?

বিলাস। পান্নার কোন্ কথা সত্যি? কোন কথা?

পশুপতি। নিরপরাধ মেয়েটির কাঁধে অপরাধের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে শুধু নিজে মুক্তি পাবে বলে।

বিলাস। হাঁ, সে-কথা সত্যি।

পশুপতি। যা করতে তুমি তখন বেদনা বোধ করনি, তাই করে তুমি মুক্তি কিনেছ বলে ওরাও বেদনা বোধ করচে না—কথাটা একই দাঁড়াচ্ছে না কি?

বিলাস। কিন্তু আমার অন্তরে যে ব্যথা জমে উঠেছে।

পশুপতি। সে-ত বল্লুম, সংস্কারটুকু এখনো রয়েচে বলে।

[নাচিতে নাচিতে পান্না তাহাদের কাছে দাঁড়াইল, বিলাসকে দেখিতে লাগিল।

সকলে। নাচ, নাচ, পান্নারাণী!

[পান্না হাত উঁচু করিয়া তাহাদিগকে থামিতে সঙ্কেত করিল। তার পর বিলাসের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল]

পান্না। দুঃখ করোনা, সয়ে যাবে, ক্রমে সব সয়ে যাবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[জেলের কামরা। কয়েদীদের সঙ্গে যাহারা দেখা করিতে চায়, এই ঘরে তাহাদের থাকিতে হয়। নিখিল পায়চারী করিতেছে। শঙ্কর খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে।]

শঙ্কর। দাদা বাবু, খোকা হাসচে। দেখুন না, দুটো দাঁত বেরিয়েছে।

নিখিল। চুপ্ কর, চুপ কর শঙ্কর।

[নিখিল আবার পায়চারী করিতে লাগিল।

শঙ্কর। মা আসবে এখুনি।

[খোকার গাল টিপিয়া দিল।

ইস্, মা আসবে শুনে ছেলে হেসেই কুটি-পাটি। দাদা বাবু!

[নিখিল আসিয়া তাহার দিকে চাহিল।

ওর মা এলে, তেনার কোলে ওকে তুলে দোবত।

[নিখিল কোন কথা কহিল না। আবার চলিতে লাগিল।

এ-সব ঠাইয়ের নিয়ম-কানুন তো আমি জানি না।

[সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

শোন্ খোকা, মা এলে তাকে তুই কিছুতেই ছাড়বিনে। নিকগে তোকেও ধরে। তবু ত মায়ের কাছে থাকতে পাবি। দাদা বাবু!

নিখিল। কি।

শঙ্কর। আমরা যদি বলি খোকাকে আমরা নিয়ে যেতে পারব না। তাহলে বেশ হয় না? খোকাকে ওদের রাখতেই হবে। খোকাও বেঁচে যাবে, তার মাও ..

নিখিল। চুপ্, চুপ্ শঙ্কর, ওরা আসচে।

[শঙ্কর খোকাকে লইয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। মায়া ধীরে ধীরে আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল।

মায়া। নিখিল!

[দৃষ্টি ফিরাইয়া শঙ্করের কোলে খোকাকে দেখিতে পাইল।

খোকা! খোকা!

[বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া গিয়া শঙ্করের কোল হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইয়া চুম্ খাইতে খাইতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মা বড় দুষ্টু, না খোকা?

[বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল।

এমন মায়ের কোলে কেন এসেছিলে? বড় যখন হবে, তখন এই মায়ের কথা মনে হতেও লজ্জায় তোমার মাথা হেঁট হবে, না? যখন তোমার কাছে আমি থাকব না, তখন মনে রেখো, মা তোমাকে ভালবাসত। মনে রেখো, মনে রেখো খোকা।

[খোকার একখানি হাত লইয়া চুম্ খাইতে লাগিল, গালে মুখে চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

শঙ্কর। দাদা বাবু, আমি এ দেখতে পারি না, আমার বুক ঠেলে কান্না আসে।

[মেট্রন নিখিলকে কহিল

মেট্রন। এতদিন কাজ করছি, এমন মেয়ে আমি আর দেখলুম না।

মায়া। আমার জন্য কষ্ট হয়? দিন রাত তুমি কাঁদ? কেন কাঁদ? এমন মায়ের জন্ম কেউ কখনো কাঁদে? আর কেঁদনা। মা-হারাবার ব্যথা? কিছু না। বিধাতা যখন পাঠিয়েছিলেন, তখন তোমার কপালে যে ওই ব্যথা ভোগ লিখে দিয়েছিলেন। জান?

মেট্রন। মেয়েটি আপনার কে?

শঙ্কর। কেউ নয় মেম সাহেব, পড়শী। দাদা বাবুর দয়ার শরীর।

মায়া। এখুনি ঘুমিয়োনা, চাঁদ। ওরা যে এখুনি তোমায় নিয়ে যাবে। একটু জেগে থাক, মাকে তোমার হাসি-হাসি মুখখানি আর একটু দেখতে দাও।

শঙ্কর। আমি চল্লুম বাবু বাইরে, শেষটায় কেঁদে ফেলব।

মেট্রন। মিষ্টি কথা দিয়ে, সরল ব্যবহার দিয়ে এখানকার সকলের হৃদয় ও জয় করেছে।

মায়া। ঘুমে চোখ ভেঙে প'ড়চে? তবে ঘুমোও ধন, ঘুমোও।

[মায়া ছেলেকে দোলাইতে লাগিল এবং গুন গুন করিয়া ঘুম-পাড়ানি গান গাহিতে লাগিল।

নিখিল। মাপ্ কর্‌বেন, আমি একটু ঘুরে আসচি।

[মেট্রন ঘড়ি দেখিয়া কহিল

মেট্রন। কিন্তু যত দেরী করবেন, কথা কইবার অবসর ততই কমে যাবে।

নিখিল। কিন্তু এখন তো ওর সঙ্গে কথা কওয়া যাবেনা।

মেট্রন। আচ্ছা চলুন, একটুকাল ওকে আমরা একা থাকতে দি।

মায়া। ওরা নিয়ে যাবে বলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারচনা? কোথায় নিয়ে যাবে? আমি দোবনা, তোমায় ছেড়ে দোবনা। তখনি কেন দিয়েছিলুম? ইচ্ছে করে দিইনি, তা তুমি বোঝনা? বোঝ। তুমি ত বুঝবেই। তুমি ত ছল জাননা, তুমি ত প্রতারণা জাননা, তুমি ত স্বার্থের জন্য সব খোয়াতে পারনা।

[আবার ছেলেকে দোলাইতে লাগিল, ঘুম পাড়ানি গান গাইতে লাগিল]

ঘুমিয়েই পড়লে? ভালোই হোলো। তুমি বুঝতেও পারবে না যে, ওরা তোমাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ঘুম ভেঙে গেলে কাঁদবে? কেঁদোনা। এ মায়ের জন্য আর কখনো তুমি কেঁদনা।

[আবার গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল। নিখিল প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মায়া তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল।

ঘুমিয়ে পড়ল, নিখিল!

[নিখিল মুখ ফিরাইল।

নিখিল, তোমার ঋণ আমি জীবনে শুধ্‌তে পারব না।

নিখিল। কেন এমন করে নিজের সর্ব্বনাশ করলে মায়া?

মায়া। আর কি কবতে পারতুম?

নিখিল। এতবড় একটা মিথ্যাকে স্বীকার করে স্বেচ্ছায় এই কঠোর শাস্তি তুমি গ্রহণ করলে।

মায়া। অন্য কোন উপায়-থাকলে ত এ করতুমনা।

নিখিল। তুমি যদি প্রতিবাদ করতে, সে-দিনকার সমস্তটা ঘটনা যদি তুমি খুলে বল্‌তে...

মায়া। তাহলে নিজে মুক্তি পেতুম আর না-ই পেতুম, তাকেও এই দণ্ডের অংশ গ্রহণ করাতে পারতুম, না?

নিখিল। কিন্তু এতবড় একটা অন্যায় করে, তোমার প্রতি এত খানি অবিচার করে সে মুক্তি পেল বলে সমাজের কতবড় ক্ষতি হলো, তাও তুমি ভেবে দেখলেনা?

মায়া। না, নিখিল। আমার এই খোকার ভাবনাই আমার মনকে এমন করে অভিভূত করে ফেল্ল, আচ্ছন্ন করে রাখল যে, আমি সমাজের কথা, পৃথিবীর আর কোন কথাই ভাবতে পারলুম না।

নিখিল। স্পষ্ট করে বল মায়া। তোমার কথা আমি বুঝতে পারচিনে।

মায়া। মায়ের নয়, বাপের পরিচয়েই ছেলে পরিচিত হয়, এ কথা কি তুমি জাননা? জান যদি, তাহলে কেন বুঝতে পারচনা ওর বাপের চরিত্র লোক-দৃষ্টিতে নিষ্কলঙ্ক রাখবার জন্য কেন আমি কলঙ্কের পসারা মাথায় বইতে পারবনা?

নিখিল। মায়া তুমি কি বলত?

মায়া। আমার খোকার মা।

নিখিল। কিন্তু ওই খোকা যখন জানবে...

মায়া। নিখিল, আমার দিক থেকে ওকে আমি কোন বিড়ম্বনা ভোগ করতে দোবনা।

নিখিল। ও যখন শুনবে ওর মা...

মায়া। তখন মা বলে সংসারে ওর কেউ থাকবেনা।

নিখিল। মায়া! মায়া!

মায়া। তুমি আমাকে কত ভালোবাস, তা আমি জানি নিখিল। আর তা জানি বলেইত বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে আমার খোকার সকল ভার তোমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারচি।

[নিখিল তাহার নিকট হইতে সরিয়া গেল। মায়া খোকাকে কহিল।

আমার কথা কেউ বুঝতে পারে না, তুমি যখন বড় হবে তুমিও পারবে না। তুমি আমায় ভুল বুঝবে, তা আমি সইতে পারবনা। তাই তার আগেই আমাকে বিদায় নিতে হবে।

[ছেলের দিকে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া নিখিলের দিকে চাহিল।

নিখিল, অমন করে দূরে দূরে থেকনা।

নিখিল। আমি পারিনা। এ দৃশ্য আমি দেখতে পারিনা, এ ব্যথা পারিনা সইতে।

মায়া। যখন এসেছিলে, তখন কি এর জন্য তৈরি হয়ে আসনি?

নিখিল। এমন মর্ম্মন্তুদ যে হবে, তা তখন বুঝিনি।

মায়া। দুঃখ কবো না নিখিল, এ আমার ভবিতব্য।

নিখিল। আমি মানি না।

মায়া। আচ্ছা, না হয় না-ই মানলে। ও-সব আলোচনায় কোন লাভইত আর হবে না। আমি শুধু তোমার দুটি প্রতিশ্রুতি চাই! বল তা তুমি দেবে?

নিখিল। তুমিত জান, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই।

মায়া। আমার প্রথম প্রার্থনা, আর কখনো তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না।

[নিখিল প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল।

থাম, নিখিল। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, খোকার জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বুঝতে দেবে যে, শৈশবেই সে মাতৃহারা।

নিখিল। আর সে যখন তার বাপের পরিচয় চাইবে?

[মায়া মাথা নীচু করিল।

তখন মায়া? তখন কি বলব, বাপ তার লম্পট, মাতাল, বিশ্বাসহন্তা?

[মায়া অনেকক্ষণ নিখিলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল

মায়া। আমি জানি অত নিষ্ঠুর তুমি হতে পারবে না!

[মেট্রন প্রবেশ করিল।

মেট্রন। সময় অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মায়া। খোকা! খোকা!

[খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বারংবার তাহাকে চুমা খাইতে লাগিল। মেট্রন তাহার কাছে গেল]

একটু সময় দিন, এক মিনিট। নিখিল !

[নিখিল কাছে গেল। মায়া নিখিলের সামনে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল—

নাও নিখিল, খোকাকে নাও।

[নিখিল আচ্ছন্নের মত হইয়া রহিল।

তাহলে এখন এস নিখিল, কিন্তু...কিন্তু আমার প্রার্থনা যেন ভুলোনা।

[মায়া ঘুরিয়া বেঞ্চির উপর পড়িয়া গেল। মেট্রন তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। মায়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিখিল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মায়া ! খোকা ! খোকা !

[মায়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল]

তৃতীয় অঙ্ক

[দশ বছব পবের ঘটনা]

প্রথম দৃশ্য

[জেলেব ফটক। বিলাস বেলিং ধবিয়া দাঁড়াইযা আছে। মলিন পরিচ্ছদ, মুখে বড বড দাড়ী গজাইয়াছে এবং অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। ভিতব হইতে শাস্ত্রী হাঁকিল।]

শাস্ত্রী। এই হঠ যাও!

বিলাস। জেলাব বাবু। একটিবার জেলার বাবুব দেখা চাই সিপাইজী!

শাস্ত্রী। আপিসমে যাও, হিঁযা মুলাকাৎ নেহি হোগা।

বিলাস। তিনি ত ভিতরেই গেছেন, বাবা।

শাস্ত্রী। তুমি কি বাউরা আছে! নেহি হঠেগা তো...

[শাস্ত্রী সঙ্গীন বাগাইয়া ধরিল এবং পরমুহূর্তেই পাযেব শব্দ শুনিয়া attention হইয়া দাঁড়াইল। জেলার বাবু, কেরাণী ও জমাদার সহ আসিলেন। শাস্ত্রী সেলাম করিল। জমাদার জেলের ফটক খুলিতে লাগিল]

জেলার। কোন্ হায়?

শাস্ত্রী। হুজুর, বাউরা আদমী, বোলনেসে নেহি হঠতা হায়।

[জেলার ও কেরাণী ফটকের বাহিরে আসিলেন। জমাদার আবার ফটক বন্ধ করিল]।

জেলার। তুমি কি চাও?

বিলাস। আপনার দর্শন।

জেলার। কী দরকার ?

বিলাস। অনুগ্রহ করে যদি একটি কয়েদীর খবর...

জেলার। কয়েদীর খবর এখানে কেন ?

বিলাস। আজ তার মুক্তি পাবার কথা।

জেলার। কার ?

বিলাস। মায়া। মায়া তার নাম।

জেলার। মায়া !

বিলাস। হাঁ, মায়া। কোন অপরাধ সে করে নি।

জেলার। পাগল !

বিলাস। পাগল নই জেলার বাবু, প্রলাপও বকছিনে। সত্যিই সে নিরপরাধিনী। মায়া তার নাম, আজ মুক্তি পাবার কথা ছিল।

জেলার। আজ যাদের মুক্তি পাবার কথা ছিল, তাদের ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিলাস। তাদের আমি দেখেছি। তাদের মাঝে সে নেই।

জেলার। তাহলে আর কি করবে ? বাড়ী চলে যাও। আজ তার মুক্তি পাবার দিন নয়।

বিলাস। হতে পারে না জেলার বাবু। আজই তার মুক্তি পাবার দিন। আমি যে একটি একটি করে দশটি বছরের প্রতিটি দিন গণনা করেছি।

জেলার। এ বলে কি হে, সুবল !

সুবল। আমার মনে পড়েছে। ছিল, মায়া নামে একটি মেয়ে কয়েদী এখানে ছিল।

বিলাস। ছিল ! এখন ?

সুবল। এখন ত নেই !

বিলাস। নেই ?

সুবল। সে ত অনেক দিন আগে খালাস পেয়েছে। সে তোমার কে ?

বিলাস। সে আমার...আমার আত্মীয়া।

সুবল। তুমি জাননা সে খালাস পেয়েছে ?

জেলার। ওহে পাগল, দেখছ না, চল।

বিলাস। দয়া করে বলে যান, সে এখন কোথায় ?

সুবল। তুমি ত আচ্ছা লোক হে ! শুনছ খালাস পেয়ে চলে গেছে।

বিলাস। কোথায় গেছে ?

জেলার। আমরা কি তোমার চাকর যে, সেই সব খবর তোমায় এনে দেব ?

বিলাস। অনুগ্রহ করে খবরটা আমায় দিন।

জেলার। অনুগ্রহ করবার সময় নেই। চল সুবল।

বিলাস। কিন্তু আমি যেতে দোব না।

জেলার। আ, কর কি, কর কি ! পা ছাড় না।

বিলাস। আগে বলুন সে কোথায় ? মায়া, মায়া তার নাম।

জেলার। না সোজা কথায় কিছু হবে না। একটা সেপাইকে ডাকত সুবল। জুতিয়ে হারামজাদার ..

বিলাস। খবরদার !

জেলার। সুবল, দেখছ কি ?

সুবল। আপনি এগিয়ে যান, আমি ওকে শান্ত করে যাচ্ছি।

জেলার। না হে, না। ব্যাটাকে সেপাইদের হাতে ছেড়ে দাও। জুতিয়ে ওকে তারা শায়েস্তা করুক।

বিলাস। জেলার।

[জেলার তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল

বিলাস। জান, কা'র সঙ্গে আজ তুমি অভদ্রের মতো কথা কইচ? জান, তোমার মত দশ-বিশটা লোক আমার হুকুম তামিল করবার জন্য দিবারাত্র আমার পাশে পাশে ঘুরে বেরাত।

জেলার। সুবল, আমি চল্লুম, লোকটা বদ্ধ পাগল।

বিলাস। পাগল ছিলুম না। কিন্তু তোমরাই পাগল করে তুল্লে।

জেলার। চুপ রও শূয়ার।

বিলাস। খবরদার জেলার।

সুবল। আপনি যান, যান জেলার বাবু। এই তুমি শোন, আমি বলচি তোমার সেই মায়া কোথায়?

জেলার। এম্নি indulgence তুমি ওদের দিয়োনা সুবল। সেপাই-দের ডাক।

সুবল। যা করবার, তা আমি করব এখন। আপনি আর দেরী করবেন না, বেলা অনেক হয়ে গেছে।

জেলার। সেপাইরা এলে, তাদের কাছে তোমার বিক্রম দেখিয়ো। Loafer!

[জেলার বাবু চলিয়া গেলেন।

সুবল। দেখুন, আপনাকে আমি চিনি, আপনার ইতিহাস আমি জানি।

বিলাস। কিন্তু আমায় বলুন, সে কোথায় গিয়েছে? মায়া, মায়া তার নাম।

সুবল। হাঁ হাঁ, আমার মনে পড়েচে মেয়েটিকে। চমৎকার চেহারা ছিল তার। স্বভাবটিও এমন মিষ্টি ছিল...

বিলাস। ওরকম মেয়ে আর হয় না। কিন্তু সে কোথায়?

সুবল। আচ্ছা অমন ভালো মেয়ের ফাটক হ'লো কেন বলুন ত?

বিলাস। সে আর একদিন এসে আপনাকে শুনিযে যাব'খন। আপনি দয়া করে বলুন কোথায় গেলে আমি তার দেখা পাব।

সুবল। কোথায় গেলে দেখা পাবেন, তাত বলতে পারব না।

বিলাস। তবে আমাকে আশা দিলেন কেন?

সুবল। আশা দেবার জন্য কি আর তা বলেছিলুম—বলেছিলুম জেলারের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে। আর একটু হলেইত সে সেপাইদের ডাকত। আর তারা এলে কি আপনাকে আস্ত রাখত?

বিলাস। কিন্তু কোন শাস্তিতেই আমার আর ভয় নাই—মায়ার সন্ধানই যদি না পেলুম, তাহলে সংসারে কিসের জন্য বেঁচে থাকব?

সুবল। দেখুন, আপনি একটা কাজ করতে পারেন? হাসপাতাল গুলো একবার অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন?

বিলাস। হাসপাতাল! তাহলে সে অসুস্থ, জীবন তার শঙ্কটাপন্ন!

সুবল। না, না। সে-কথা আমি বলচিনে।

বিলাস। তবে?

সুবল। আমার যেন মনে হচ্ছে, কোন এক মহিলা-মঙ্গল সমিতি নার্সিং শিক্ষা দেবে বলে তাকে নিয়ে গেছে।

বিলাস। আপনার এ-কথা সত্যি?

সুবল। ওই রকম একটা কি যেন শুনেছিলাম। ঠিক স্মরণ নেই। অনেকদিন আগেকার কথা কিনা।

বিলাস। ভগবান করুন, আপনার সেই কথা যেন সত্য হয়।

সুবল। তাহলে চলুন এখান থেকে।

বিলাস। দেখুন, নার্স হবারই উপযুক্ত মেয়ে সে। পরের জন্য হাসিমুখে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে।

সুবল। কিন্তু তবুও তার ফাটক হয়েছিল কেন?

বিলাস। কেন জানেন? এই আমারই দোষে।

সুবল। আপনি বলচেন কি?

বিলাস। ঠিকই বলচি। আগে মিথ্যে কইতুম, এখন আর পারি না। এখন মিথ্যে কথা কইতে গেলেই চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে তার করুণ সেই চোখ দুটি। সে যেন তাই দিয়ে মিনতি জানিয়ে আমায় বলে, ওগো, আর নয়, মিছে কথা আর নয়।

সুবল। চলুন, চলুন, আর দেরী করবেন না, বেলা অনেক হলো।

বিলাস। আপনি বাড়ী যান সুবলবাবু, আপনার এই দয়ার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে।

সুবল। আপনি এখন কোথায় যাবেন?

বিলাস। আমি? আমার ত যাবার আর কোন যায়গা নেই! আমি এখন প্রতি হাসপাতাল খুঁজে বেড়াব। হ্যাঁ সুবলবাবু, কঠিন অসুখ হয়নিত কিছু?

সুবল। না, না, নার্স করবে বলে তাকে তারা নিয়ে গেছে।

বিলাস। তার চেয়ে ভালো নার্স আপনি আর পাবেন না সুবল বাবু। মূর্তিমতী মায়া সে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অজয়ের পড়িবার ঘরে অজয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া খাতা বই সামনে যাহা পাইতেছে তাহাই ছুঁড়িতেছে—প্রৌঢ় গৃহ-শিক্ষক খাতা-পত্রের বৃষ্টির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তিনি হাত উঁচু করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে চশমা বাঁচাইতেছেন।]

অজয়। আপনি যান, চলে যান।

শিক্ষক। এ তোমার অন্যায় অজয়!

অজয়। হোক্ অন্যায়।

শিক্ষক। ইস্! এখুনি যে আমার চশমাটা ভেঙে যেত।

অজয়। ভেঙে যেত, বেশ হোত।

শিক্ষক। ছিঃ ছিঃ অজয়। এই দেখ...

অজয়। আপনি যান, আমি আর পড়বনা।

শিক্ষক। না পড়ে চলবে কেন?

লেখাপড়া করে যেই

গাড়ী ঘোড়া .. ..

[অজয় বই ছুঁড়িয়া মারিল।

এই...এতটুকুও সংযম নেই তোমার!

অজয়। আপনি যদি আমার সামনে থেকে না যান, তাহলে এই দোয়াত ছুঁড়ে.....

[অজয় দোয়াত ছুঁড়িয়া মারিতে উদ্যত হইল। শিক্ষক বাধা দিল।

শিক্ষক। তোমার এতটুকু জ্ঞান কাণ্ড নেই।

অজয়। নেইত, নেই! তুমি যাবে কিনা বল।

শিক্ষক। চাবুক দিয়ে এম্নি ছেলেকে শায়েস্তা করতে হয়।

[অজয় ব্লটিং প্যাড ছুঁড়িয়া মারিল। শিক্ষক বসিয়া পড়িল। নিখিল দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শিক্ষক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।]

দেখন মশাই, দেখুন ওর ব্যাভার।

[নিখিল হাসিতে হাসিতে কহিল।

নিখিল। আপাতত আপনি পালিয়ে প্রাণ বাঁচান তো।

শিক্ষক। ও ছেলেকে আমি আর পড়াব না।

নিখিল। আচ্ছা, আচ্ছা, সে আলোচনা পরে হবে।

[মাষ্টার অতি সন্ত্রস্তভাবে চেয়ারের পিঠ হইতে চাদর লইয়া প্রস্থান করিল। অজয় তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতেছিল।

নিখিল। বড্ড রাগ হয়েছে অজয় ?

[অজয় নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল

কি হয়েছে, বলত ?

অজয়। আমার বাবা কে ? কোথায় তিনি থাকেন ?

[নিখিল চমকিয়া উঠিল

আমি ভাবতুম আমি আপনাদেরই বাড়ীর ছেলে, এখন শুনচি আমি আপনাদের কেউ নই।

নিখিল। তুমি আমার কেউ নয়, এমন কথা তোমাকে কে বল্লে ?

অজয়। যে-ই বলুক। আপনি বলুন আমার বাবা কে, কোথায় তিনি থাকেন ?

নিখিল। তোমাকে ত কতবারই তা আমি বলেছি।

অজয়। মিথ্যে কথা। সে সবই মিথ্যে কথা।

নিখিল। কে তোমাকে বল্লে, মিথ্যে কথা ?

অজয়। আমি তার নাম বলব না।

নিখিল। আচ্ছা ওই মাষ্টার বেচারা কি অপরাধ করল, বলত ?

অজয়। ওর কাছে আমি পড়ব না।

নিখিল। নাইবা পড়লে, মাষ্টারের অভাব হবে না। কিন্তু ওর অপরাধ কি ?

অজয়। আমি বল্লুম, আমার মন ভাল নেই, আজ আমি পড়ব না। ও তা শুনবে না।

নিখিল। এই অপরাধ ! আচ্ছা অজয়, তোমাদের স্কুলের সেই যে Sports হবার কথা ছিল, তার কি হলো ?

অজয়। আপনি আমাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করচেন। আমি কিন্তু জানতে চাই, আমার বাবা কোথায়?

নিখিল। ভোলাবার চেষ্টা করব কেন? আর একি গোপন রাখবার কথা?

অজয়। যদি তা না-ই হবে, তাহলে এতদিন বলেননি কেন?

নিখিল। যা বলেচি, তার বেশি যে কিছুই বলবার নেই অজয়।

অজয়। আমি আপনার বাড়ীতে আর থাকব না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আমার বাপ-মায়ের কাছে চলে যাব।

[নিখিল অজয়কে ছাড়িয়া দিল। অজয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিখিল মাথানত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্কর প্রবেশ করিল।

শঙ্কর। বাবু!

নিখিল। শঙ্কর, ওকে কে বল্লে যে, ও এ বাড়ীর ছেলে নয়।

শঙ্কর। আমিত কাউকে বলতে শুনিনি।

নিখিল। কিন্তু কে যেন ওকে তাই বলেছে।

শঙ্কর। তাহলে কী হবে বাবু!

নিখিল। কি যে হবে, তা তো বুঝতে পারছিনে। আচ্ছা শঙ্কর?

শঙ্কর। বাবু?

নিখিল। না থাক্, তুই তোর কাজে যা।

শঙ্কর। একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

নিখিল। কে সে?

শঙ্কর। গরীব দুঃখী বলে মনে হলো। কিন্তু ভদ্দর লোক।

নিখিল। দে, এই ঘরেই পাঠিয়ে দে।

[শঙ্কর দ্বারের দিকে গেল।

শোন্ শঙ্কর।

[শঙ্কর ফিরিল

অজয়কে একটুখানি চোখে চোখে রাখিস, তার আজ বড্ড রাগ হয়েছে।

[শঙ্কর চলিয়া গেল।

[নিখিল বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। বিলাস প্রবেশ করিল। তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া নিখিল ফিরিয়া চাহিল। তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল।

নিখিল। তুমি! তুমি এখানে কেন?

বিলাস। একবার তার খবর নিতে চাই।

নিখিল। কেন, আর কি সর্ব্বনাশ করতে চাও?

বিলাস। সর্ব্বনাশ করতে চাইনে, ক্ষমা ভিক্ষা করতে চাই!

নিখিল। জোচ্চোর, লম্পট, সাহস করে এ বাড়ীতে তুমি ঢুকতে পারলে?

বিলাস। আমি শুনলুম সে কোন্ হাসপাতালে আছে। একটিবার আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

নিখিল। সে কোথায় আছে, তা আমি তোমায় বলব না।

বিলাস। একটিবার ক্ষমা চাইবার সুযোগও দেবেন না?

নিখিল। না।

বিলাস। কিন্তু সে আমাকে ক্ষমা করতেও পারে।

নিখিল। ক্ষমারও তুমি অযোগ্য। আমাদের উচিত পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া। তা যে দিচ্ছিনে, সেইটেই তুমি দয়া বলে জেনো। যাও।

বিলাস। কিন্তু খোকাকে? দূর থেকে তাকে একটিবার দেখতে পাবনা?

[নিখিল বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নিখিল। খোকাকে তুমি দেখতে চাও?

বিলাস। হ্যাঁ দূর থেকে, একটিবার।

[নিখিল কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

আগে ত জানতুম না, আগেত বুঝতুম না, পুত্র এমন আকর্ষণের পাত্র। পরিচয় দেবার মুখ নেই, পরিচয় দিতেও পারব না—শুধু একটিবার দেখে যাব। কত বড়টি হয়েছে।

[নিখিল বেগে প্রবেশ করিয়া চাবুক দিয়া বিলাসকে আঘাত করিতে করিতে কহিল]

নিখিল। যাও। বেরো ও এখুনি, বেরোও।

[বিলাস কোন কথা কহিল না। শুধু দাঁড়াইয়া মার খাইতে লাগিল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার! শঙ্কর, শঙ্কর! তোমাকে আজ আমি এমন শিক্ষা দেব যে, তুমি জীবনে আর কখনো এ মুখো হবে না।

[বেগে শঙ্কর প্রবেশ করিল

শঙ্কর। বাবু! বাবু!

নিখিল। ওকে ঘাড় ধরে বার করে দে'ত।

[শঙ্কর ইতস্ততঃ করিল। বিলাস ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। শঙ্করও পিছন পিছন গেল; নিখিল একখানি চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।]

শঙ্কর!

[শঙ্করের দেখা পাওয়া গেল না

শঙ্কর!

[উঠিয়া ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর প্রবেশ করিল।

শঙ্কর। আমায় ড কচ্ছিলেন বাবু?

নিখিল। কোথায় ছিলি? অজয়কে ডেকে নিয়ে আয়।

[শঙ্কর আবার চলিয়া গেল। নিখিল চলিতে গিয়া একটা চেয়ারে বাধা পাইল। চেয়ারটা সে টানিয়া ফেলিয়া দিল। শঙ্কর প্রবেশ করিল। অজয় কোথায়?

শঙ্কর। তিনি শুনলাম এখুনি কোথায় বেরিয়ে গেছেন।

নিখিল। বেরিয়ে গেছে! কোথায়? দ্যাখ সে কোথায় গেল।

[শঙ্কর চলিয়া গেল।

এমন করে পরের বোঝা আর কতকাল আমি বইব, কতকাল?

[নিখিল চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তৃতীয় দৃশ্য

[হাসপাতালের বারান্দা। অজয় উদ্বিগ্নভাবে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে। নার্সের পোষাক পরিহিতা মায়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল। আর একটি নার্স আসিয়া তাহাকে ধরিল। অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল।]

নার্স। হঠাৎ এমন হলো কেন, মায়া?

মায়া। মাথাটা ঘুরচে।

নার্স। আমরা জানতুম, তুমিই আমাদের মাঝে সব চেয়ে শক্ত।

মায়া। আমিও ত তাই-ই ভাবতুম।

নার্স। চল, আর এখানে দাঁড়াবার দরকার নেই। আমি তোমাকে রেখে আসচি।

মায়া। একাই যেতে পারব এখন।

নার্স। না, না, আমিই সঙ্গে যাচ্ছি।

[তাহাকে ধরিয়া অগ্রসর হইল। মায়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। অজয়ের দিকে চাহিল।]

আজ তোমাকে সারাদিন বিশ্রাম করতে হবে।

[তাহারা চলিয়া গেল। একটি ডাক্তার বাহির হইল। অজয় তাহাকে নমস্কার করিল।

ডাক্তার। কি চাই?

অজয়। ওই লোকটি বাঁচবে ত ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। তুমিই বুঝি ওকে এনেছ?

অজয়। পথে দেখলুম।

ডাক্তার। লোকগুলো পথ চলতে শিখলনা।

[ডাক্তার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

অজয়। ও বাচবে ত?

ডাক্তার। হাঁ, বাঁচবে বৈ কি!

[ডাক্তার চলিয়া গেল। নার্সটি ফিরিয়া আসিল। অজয় তাহাকে নমস্কার করিল।]

অজয়। আপনি কি ওই ঘরে যাবেন?

নার্স। হ্যাঁ। কেন বলত?

অজয়। ওই লোকটি বাঁচবে কিনা দেখে এসে আমাকে বলবেন?

নার্স। তুমিই বুঝি ওকে এনেছ।

অজয়। হ্যাঁ।

নার্স। তা এখন তো ক্লোরোফর্মে রয়েচে। ইস্ তোমার জামায় যে রক্ত। যাও বাড়ী গিয়ে জামা ধুয়ে ফেল।

অজয়। কিন্তু ওর অবস্থাটা জেনে যেতে চাই।

নার্স। ওরা সহজে মরেনা, ছোটলোকের প্রাণ।

[নার্স চলিয়া গেল। অজয় ঘরের ভিতর দেখিতে চেষ্টা করিল। একজন চাপরাশী বাহির হইয়া কহিল]

চাপরাশী। হঠ্ যাও। হিঁয়া ঠাহরনেকো হুকুম নেহি হ্যায়।

অজয়। ওর অবস্থাটা একটু জানতে চাই।

চাপরাশী। আরে বাবু, তুম বাত নেহি শুনতা হ্যায়। হিঁয়া ঠাহরনেকো হুকুম নেহি হ্যায়। কাল সামকে আও।

অজয়। তার আগে দেখতে পাবনা?

চাপরাশী। নেহি, নেহি!

[চাপরাশী আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। অজয় আবার বেঞ্চির উপর বসিল। ডাক্তারটি আবার ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তার। খোকা বাড়ী যাও। আজ ত দেখা করতে পাবেনা।

অজয়। ফলটল যদি কিছু দরকার হয়?

ডাক্তার। হ্যাঁ, ওদের আবার ফলের দরকার হবে? যা লাগবে, হাসপাতাল থেকেই দেওয়া হবে।

অজয়। কিন্তু

ডাক্তার। মোটর চাপা পড়েছিল, দয়া করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছে আবার কি!

[ডাক্তার চলিয়া গেল। অজয় কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিলনা। নার্সটি আবার ফিরিয়া আসিল।

নার্স। খোকা তুমি এখনো দাঁড়িয়ে?

অজয়। কেমন দেখলেন ওঁকে।

নার্স। সে ত তুমি বুঝবেনা। ভালো হয়ে যাবে।

অজয়। আপনিই কি ওঁকে দেখচেন ?

নার্স। কেন বলত ?

অজয়। ওর জন্য কিছু ফল এনে দিতুম।

নার্স। ওরা কি ফল খায় ?

[ষ্ট্রেচারে করিয়া বিলাসকে লইয়া আসিল। নার্স ও অজয় সরিয়া দাঁড়াইল। ষ্ট্রেচার বাহকের চলিয়া গেল। অজয়ও তাহাদের পিছনে পিছনে যাইতেছিল। নার্স বাধা দিল।

তোমাকে ত এখন যেতে দেবেনা। কাল বিকেলে এসো।

অজয়। কোথায় থাকবে ?

নার্স। জিজ্ঞাসা করো Surgical ward কোনটা ? মনে থাকবেত Surgical ward ?

অজয়। থাকবে।

নার্স। বাড়ী গিয়ে জামাটা ধুয়ে ফেলো, রক্ত লেগেছে।

[অজয় নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। নার্স অপারেশন ঘরে ঢুকিল। মায়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নার্স আবার বাহির হইয়া আসিল।

ওকি, তুমি যে আবার এলে ?

মায়া। ডিউটি রয়েচে যে !

[নার্স তাহার হাত ধরিয়া ফিরাইল

নার্স। হয়েচে, হয়েচে। অত কর্ত্তব্যপরায়ণ না হলেও চল্‌বে।

মায়া। **Patient** কেমন ?

নার্স। **Compound fracture**। **Bed**-এ গেছে।

মায়া। আর সেই ছেলেটি ?

নার্স। এইত বাড়ী গেল। যেতে কি আর চায় ? আমিই বলে কয়ে তাকে পাঠালুম। বড় ভালো ছেলে। পথের একটা লোকের জন্য এমন দরদ বড় দেখা যায়না।

মায়া। পথের লোক কে ?

নার্স। ওই যে মোটার চাপা পড়েছিল যে। একেবারে রোগা। হয়ত কত দিন খেতে পায়নি।

[মায়া চোখ বুজিল। নার্সের হাত শক্ত করিয়া ধরিল

আবার কী হোলো।

[কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মায়া কহিল

মায়া। আমার আর এখানে কাজ করা পোসাবেনা। রোগীদের এই করুণ ক্রন্দন, তাদের এই দৈন্য আমি সইতে পারচিনে।

নার্স। আচ্ছা সে-সব কথা হবে এখন। চল একটু বিশ্রাম করবে। সবচেয়ে বেশি করে তাই-ই এখন তোমার চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

[নিখিলের বসিবার ঘর। নিখিল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনীশ একখানি কাগজ মন দিয়া পড়িতেছে। মনীশের পড়া হইলে কাগজখানি সে টেবিলের উপর রাখিল এবং টেবিলে একটা শব্দ করিল। নিখিল ফিরিয়া দাঁড়াইল, মনীশের দিকে চাহিল।]

মনীশ। সত্যই তুমি এই উইল করতে চাও ?

নিখিল। মিথ্যে মনে করবার কোন কারণ আছে কি ?

মনীশ। কিন্তু তুমি এ উইল করতে যাবে কেন? সংসারই ক'লেনা আর এরই মাঝে বৈরাগ্য।

নিখিল। সংসার যদি করতুম, তাহলে কি আর এ কাজ করতে পারতুম।

মনীশ। সংসার করতেই যে বলচি।

নিখিল। মা তাঁর জীবনের শেষ দিনটি অবধি ওই অনুরোধ ক'রে গেছেন।

মনীশ। আর কীর্ত্তিধ্বজ পুত্রটি মায়ের শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করে পরোপকার সাধনে ব্রতী হয়েছেন।

নিখিল। আচ্ছা মনীশ, সবাইকে যে সংসার-ধর্ম্ম পালন করতে হবে, এর কোন মানে আছে?

মনীশ। সবাই হয়ত সংসার-ধর্ম্ম পালন নাও করতে পারে। কিন্তু তোমার পক্ষে যে তা প্রয়োজন, তা আমি অসঙ্কোচেই বলতে পারি।

নিখিল। এ রকম অসঙ্কোচে তুমি অনেক কথাই বলে থাক।

মনীশ। বিষয় সম্পত্তির আয় প্রচুর, ভোগে অনাসক্ত নও, সখ্‌ -আনাই রয়েছে. সমাজের হিতসাধন করবার ইচ্ছা ও শক্তি দুটোরই অভাব নেই—দশজনের একজন হয়ে কেন তুমি থাকবে না?

নিখিল। সবই আছে মনীশ, অথচ কিছুই নেই।

মনীশ। একটা বে-থা কর, দেখবে দিকে দিকে তোমার নিজস্ব সম্পদ দেখা দেবে।

নিখিল। বিশ বছর ধরে ত এই সদুপদেশ দিয়ে দেখলে। সুফল কিছু পেলে?

মনীশ। পেতুম নিখিল, যদি অনুরোধ-উপরোধ ছাড়া কোন অধিকার আমার থাকত। তা যদি থাকত, তাহলে দেখতুম কেমন করে তুমি ওই কুড়োনো একটা ছেলের জন্য সর্ব্বস্ব খোয়াতে পারতে।

নিখিল। কুড়োনো ছেলে বলে অজয়কে তুমি অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পার ; কিন্তু আমি পারি না।

মনীশ। উপেক্ষা না হয়, নাই-ই করলে ; কিন্তু তার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবার কোন অর্থ আছে কি ?

নিখিল। আছে।

মনীশ। আছে ! এমন গুরুতর প্রয়োজনটা কি আমার শ্রোতব্য নয়।

নিখিল। জান মনীশ, সর্ব্বস্ব ওকে দিয়ে যদি না আমি দূরে চলে যাই, তাহলে ও আমাকে একদিন খুন করবে।

মনীশ। তুমি কি বলছ নিখিল।

নিখিল। হ্যাঁ, ও আমায় একদিন খুন করবে। যেদিন থেকে ওর মনে প্রশ্ন জেগেছে ও কার ছেলে, সেইদিন থেকেই ওর মনের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটেচে,—সেইদিন থেকে ও আমাকে আর শ্রদ্ধা করে না, ভালোবাসে না, সন্দেহের চোখে দেখে। রোজই ও জানতে চাইছে ওর বাবা কে, সে কোথায়, আর জবাব পাচ্ছেনা বলে ওর মন বিষিয়ে উঠছে। আমি জানি একদিন ও ক্ষেপে উঠ্‌বে আর সবার আগে আমাকেই ও হত্যা করবে।

মনীশ। আর সব জেনে-বুঝে দুধ-কলা দিয়ে ওই কাল-সাপ তুমি আদরে লালন-পালন করছ।

নিখিল। না করে যে উপায় নেই।

মনীশ। উপায় কেন থাকবেনা নিখিল ? অজয় তোমার কে ? কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বইত নয়। দাও ওকে দূর করে।

নিখিল। মনীশ !

মনীশ। বেশ, তা যদি না পার, তাহলে তার ভরণ-পোষণ শিক্ষা সহজে যাতে চলতে পারে, তার ব্যবস্থা করে ওকে কোন বোর্ডিংয়ে

পাঠিয়ে দাও। তারপর পড়া-শুনা করে মানুষ হলে সংসারে ওকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য কোরো।

নিখিল। তুমি কি আমাকে একটা চলমান যন্ত্র বই অন্য কিছু ভাবতে পারনা? ভাবতে কি পারনা যে, কেবল কর্ত্তব্যপালনের জন্যই নয়, ভালোবাসি বলেও ওকে আমি কাছে রাখতে চাই।

মনীশ। কিন্তু তুমি যে ওকে সর্ব্বস্ব দিয়ে দূরে চলে যেতে চাইছ?

নিখিল। আত্মরক্ষার জন্যই তা আমি করতে চাইছি। তাই বলে এখুনিত আর আমাকে পালাতে হচ্ছেনা। অবস্থা যদি তেমন গুরুতর হয়ে ওঠে, তাহলেই পালাব, নইলে ওকে চোখে-চোখেই রাখব, মানুষ করে তুলব। তুমি যদি উইলটি ঠিক করে দিতে না পার, তাহলে বল, আমি অন্য কাউকে ওটা দেখাই।

মনীশ। তুমি দেখচি বন্ধু হিসাবে আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাওনা, শুধু উকিল বলেই আমাকে মনে কর। আমিও তাই উকিলের মতোই ব্যবহার করব। উইল আমি অবশ্যই তৈরি করে দেব। আমি এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। ভাল করে দেখে, মুসাবিদা করে তোমাকে পাঠিয়ে দোব।

নিখিল। তুমি আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে যাচ্ছ, মনীশ। আমি তোমার বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করিনা, করতে পারিনা।

মনীশ। সে কথায় আর কাজ কি, ব্যবহারেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

নিখিল। আমার জীবনের সব কথা তুমি জাননা। যদি জানতে, আমার দৃষ্টি দিয়ে যদি তুমি পারিপার্শ্বিক সব কিছু দেখতে, বুঝতে পারতে, তাহলে আমাকে অপরাধী করতে না। যখন জানবে, আমার অবস্থাটা স্পষ্ট করে বুঝবে, তখন দেখবে আমি নিরুপায়।

মনীশ। বেশ আমি অপেক্ষা করেই রইলুম।

[মনীশ চলিয়া গেল। নিখিল তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কহিল।]

নিখিল। মানুষের সম্বন্ধে মানুষ এত ভুল করে বলেইত সংসারে এত বিরোধের সৃষ্টি হয়। শঙ্কর। শঙ্কর।

[শঙ্কর প্রবেশ করিল।

শঙ্কর। বাবু।

নিখিল। অজয় কোথায় রে?

শঙ্কর। তা ত জানি না বাবু। ইস্কুল থেকে এসেই কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

নিখিল। তোকে কতদিন বলিনি, ওকে চোখে চোখে রাখতে।

শঙ্কর। তাইত রাখতুম। একদিন রেগে-মেগে তিনি বল্লেন যে, তিনি কি জেলখানার কয়েদী যে, তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়?

নিখিল। তুই কি বল্লি?

শঙ্কর। আমি বল্লাম, বাবু বলেছেন। শুনে তিনি বল্লেন, তোমার বাবুকে বলো এরকম করলে এ বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না। সেই ভয়ে আমি আর সব সময় তার পেছু পেছু থাকি না।

নিখিল। হুঁ।

[নিখিল চেয়ারে বসিল। শঙ্কর দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর। বাবু, মাথাটা ধরেছে কি?

নিখিল। না, শঙ্কর, তোকে এত ব্যস্ত হতে হবেনা। শঙ্কর!

[শঙ্কর আগাইয়া আসিল

শঙ্কর। বাবু।

নিখিল। আমি ভাবছি একবার বিদেশে বেড়াতে যাব।

শঙ্কর। সেই ভালো বাবু, শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

নিখিল। শরীর আবার খারাপ হলো কোথায়?

শঙ্কর। গিন্নী মা থাকলে কি আর এমনটি হতে পারত।

নিখিল। সবাই তোরা ওই কথা বলিস্, আমি সইতে পারিনা। কী হয়েচে।

শঙ্কর। মাথার চুলেও যে পাক ধরেছে।

নিখিল। ধরবেনা? বয়েস কত হোলো তার খবর রাখিস্?

শঙ্কর। এই শঙ্কর তা জানে।

নিখিল। আচ্ছা থাক সে কথা। আমি বিদেশে গেলে অজয়ের ভার তোকে নিতে হবে।

শঙ্কর। বাবু মাপ করবেন, আমি তা পারবনা।

নিখিল। কেন পারবিনে? আমাকে ত তুই দেখতিস্।

শঙ্কর। আপনি আর উনি? আপনাকে কখনো আমি রাগতে দেখিনি আর উনি যেন বাঘের বাচ্ছা। এই ত কোলে পিঠে করে মানুষ করলুম, কিন্তু কেমন ত্যাড়া ত্যাড়া কথা। আর তা বাদে আপনাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারবনা। গিন্নীমা যে আপনাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। যত দিন বাঁচব, আমি আপনার কাছে কাছেই থাকব।

নিখিল। শোন্ শঙ্কর, ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথাগুলো শোন্। অজয়কে মানুষ করবার ভার আমি নিয়েছি, তা তো তুই জানিস্। আমি যদি অপারগ হই, তাহলে আমার হয়ে তোকেইত সেই ভার নিতে হবে।

শঙ্কর। কেন? আমি নিতে যাব কেন? তার মা খালাস পেয়েছে। সে-ই তার ছেলেকে দেখুক।

নিখিল। তার কথা থাক শঙ্কর। ভার আমি নিয়েছি। যতদিন না সে এসে তার ছেলেকে নিয়ে যায়, ততদিন ত আমরা তাকে বলতে পারিনা যে, আমরা তার ভার বইতে পারবনা। পারি?

শঙ্কর। ওই দস্যি ছেলের? আমি আপনাকে বলে রাখছি বাবু, ও একদিন মানুষ খুন করবে।

[নিখিল চমকিয়া উঠিল

নিখিল। এ কথা তুই কেন বল্লি?

শঙ্কর। ওকে দেখে আমার তাই-ই মনে হয়!

নিখিল। যা, যা...অজয়কে তুই আর দু'চোখে দেখতে পারিস্ না।

শঙ্কর। এত করে আপন করতে চাইলাম, ও বাগ মানবে না। আমি আর কি করতে পারি?

নিখিল। ও আমাদের সব কথা শোনে না বলে তুই চটে গেছিস্। কিন্তু জানিস্ ত, আমিও মায়ের সব কথা শুনতুম না। তিনি কি চটতেন?

শঙ্কর। আমি ত ওর মা নই।

নিখিল। কিন্তু মায়ের মত স্নেহ দিয়েই যে তুই ওকে বাঁচিয়ে বড় করে তুলেছিস্।

শঙ্কর। তখন কি জানি যে ও এমন দস্যিপনা করবে?

নিখিল। থাক ওসব কথা। ঠিক রইল, আমি বিদেশে গেলে তুই ওর সব ভার নিবি।

শঙ্কর। তার জন্য ভাবনা নেই। আপনি চলে গেলেই ও সিংহি হয়ে আমার ঘাড় ভাঙ্গবে, দেখতে আর আমাকে হবে না।

নিখিল। যা, যা, তুই এখন তোর কাজে যা। কথা ঠিক রইল। আর শোন্, অজয় এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। আমি আজ আর বেরুবনা।

পঞ্চম দৃশ্য

[হাসপাতালে বিলাস শুইয়া আছে। অজয় তাহার পাশে বসিয়া কমলা ছাড়াইয়া তাহাকে খাওয়াইতেছে।]

বিলাস। আর না।

অজয়। এইটে খেয়ে নিন। আপনি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন।

বিলাস। তুমি একটা খাও।

অজয়। আমি আবার খাব কি? আমি ত খেয়েই এসেছি।

বিলাস। ওই কমলাটা তুমি খাও, আমি দেখি।

অজয়। আচ্ছা আপনি এইটে শেষ করুন, আমি খাব এখন।

বিলাস। অজানা অচেনা একটা লোকের জন্য তোমার এত দয়া তোমার বাপ-মা কি সুখী।

[অজয় মুখ ফিরাইল

ওকি! মুখ ফেরালে কেন? তোমার চোখে জল কেন? তাঁরা বুঝি বেঁচে নেই। আমি ভাবতেও পারিনি।

[বিলাস উঠিবার চেষ্টা করিল

অজয়। উঠ্‌বার চেষ্টা করবেন না। নড়া-চড়া করা যে নিষেধ।

বিলাস। না, না, ডাক্তার আমাকে একটু একটু করে হাটতে বলেছে। ক্রাচে ভর দিয়ে আজ হেটেওছি। ছাখ, বাপ-মা কারু চিরদিন থাকে না—কিন্তু এই বয়েসে তাঁদের হারানো খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। তবুও এই ভেবেই তুমি তৃপ্ত থেকো যে, তোমার মত ছেলে তাঁদেরই আত্মাকে তুষ্ট রাখচে।

অজয়। কই আপনি যে গল্প বলবেন বলেছিলেন, তা ত বল্লেন না?

বিলাস। সেই ডাকাতের গল্প?

অজয়। হ্যাঁ, আমার শুনতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

বিলাস। আজ কি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব ?

অজয়। তবে থাক। আর একদিন শুনব।

বিলাস। লেবুটা তুমি ত খেলে না ?

অজয়। আপনি আর ও কথা ভুলবেন না দেখছি।

[অজয় একটা কমলা ছাড়াইয়া মুখে দিল

কেমন হোল ত ?

বিলাস। সবটা শেষ কর।

অজয়। এইত খাচ্ছি। আচ্ছা, আপনার বুঝি আমার মতো একটি ছেলে আছে ?

বিলাস। আমার ? ছিল... ছোট্ট এই টুকু...আজ সে কতবড় হয়েছে, কে জানে ?

অজয়। আপনি তাকে অনেকদিন দেখেন নি ? আমিও আমার মা-বাবাকে দেখিনি।

বিলাস। দেখনি।

অজয়। কোথায় আছেন তাও জানিনে।

বিলাস। তাও জান না ?

অজয়। আমি আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকি। আমাকে খুব আদর [illegible]।

বিলাস। ভালোবাসেন না ?

অজয়। নিজের ছেলেকেও লোকে অত ভালোবাসে না। কিন্তু কি জানি কেন, মা বাবার কোন খবর তিনি দিতে চান না।

[ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল

আর ত বসতে দেবে না। আজ উঠি।

বিলাস। কিন্তু একটি কথা। তোমার ওই আত্মীয়টির নাম কি?

অজয়। তাঁকে হয়ত আপনি জানেন, নিখিলবাবু।

বিলাস। কার...কার নাম বল্লে?

অজয়। নিখিলবাবু, জমিদার।

[বিলাস বালিসে মুখ গুঁজিল, তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল

কি হোলো, কি হোলো আপনার?

[অজয় উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল। একটি বেয়ারা আসিয়া কহিল]

বেয়ারা। বাবু, আউর ঠারনেকো হুকুম নেহি হ্যায়।

[অজয় ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিল, তাহার পর কহিল]

অজয়। উনি যে কেমন হয়ে পড়েছেন।

বেয়ারা। আপ্ যাইয়ে, হাম মিস বাবাকো ভেজ দেঙ্গে।

[অজয় সোজা হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে যাইতে উদ্যত হইল বিলাস হাত বাড়াইয়া ডাকিল]

বিলাস। খোকা! খোকা!

[অজয় ফিরিল। কিন্তু বেয়ারা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল।

বেয়ারা। হুকুম নেহি হ্যায়!

অজয়। আর থাকতে দেবে না, আমি কাল আসব।

বেয়ারা। চলিয়ে বাবু, চলিয়ে।

[অজয় চলিল, বেয়ারা তার পিছন পিছন চলিল। বিলাস চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিল, তারপর কহিল।

বিলাস। খোকা! আমার খোকা!

[সে আবার উপুড় হইয়া পড়িল। দ্রুত-পদবিক্ষেপে বেয়ারার সহিত নার্স আসিল। বিলাসের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল।

নার্স। ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনো।

[বেয়ারা চলিয়া গেল। নার্স বিলাসকে ধরিয়া তাহার পাশ ফিরাইয়া দিল। গায়ের চাদরখানি ভালো করিয়া টানিয়া দিল। কপালের উপর হাত রাখিল। ডাক্তার আসিলেন পশ্চাতে বেয়ারা প্রবেশ করিল।

ডাক্তার। কি খবর ?

নার্স। ফেইন্ট হয়ে পড়েচে।

[ডাক্তার Stethescope দিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিল।

ডাক্তার। দুর্ব্বল শরীর, হয়ত কোন কারণে উত্তেজিত হয়েছিল, Visitor এসেছিল নাকি।

নার্স। হাঁ, সেই ছেলেটি।

ডাক্তার। তাকে আর আসতে দেবেন না। কোন রকম উত্তেজনা যেন না হয়।

নার্স। ষ্টিমুলেণ্ট কিছু দেবেন ?

ডাক্তার। দরকার হবে না বোধ হয়। ওই দেখুন, ঠিক হয়ে গেছে।

বিলাস। ফিরে এলো না ?

নার্স। কার কথা জিজ্ঞাসা করচেন ?

বিলাস। খোকার কথা। তাকে যে ডাকলুম।

ডাক্তার। এই চুপ করে থাক। খোকা-টোকা এখানে কেউ নেই।

নার্স। একটা ঘুমের ওষুধ...?

ডাক্তার। না, না, কিছু দরকার নেই। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। ও চুপ করে থাক্।

নার্স। আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

[নার্স ও ডাক্তার চলিয়া গেল।

বিলাস। কাছে এসেছিল, তবুও বুকে নিতে পারলুম না। বলতে পারলুম না, ওরে এই ক'বছর ধরে যে তোকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বেয়ারা। এই বাবু, বাত মাৎ বোলনা।

বিলাস। একটা কথা শুনবে বাবা?

বেয়ারা। বোল, তুম চুপ রহেঙ্গে, কি নেহি।

বিলাস। আমার খোকা।

বেয়ারা। ফিন্ খোকা! খোকা!

[বেয়ারার প্রস্থান।

বিলাস। পরিচয় দিতে পারলুম না। দিলে হয়ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত। হয়ত আর এ-মুখো হোতনা, আর হয়ত দেখতে পেতুম না।

[মায়া ধীরে ধীরে তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

দেখে যেন মনে হয় রাজপুত্তুর। না, না, আমি পারব না; পারব না সব গোপন রাখতে। কাল বলব, ওরে আমিই তোর হতভাগ্য বাবা... বলব, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে...এত দয়া তার। কিন্তু মায়া। মায়া কোথায়? সে কি ক্ষমা করবে? এইত হাসপাতাল, মায়া এখানে নেই ত? উঠে একটিবার দেখে আসি...যদি থাকে, এইখানেই থাকে...

[উঠিতে চেষ্টা করিল। মায়া ত্রস্তে তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

কে?

[মায়া মুখ ফিরাইল

উঠ্‌তে দেবেন না? বেশ না-ই দিলেন। একটা কথা আমাকে বলতে পারেন? বলতে পারেন মায়া নামে এখানে কোন নার্স আছে? যদি থাকে, একটিবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি শুধু তার কাছে ক্ষমা চাইব। বলুন। মুখ ফিরিয়ে রইলেন কেন, বলুন। বলবেনও না, উঠতেও দেবেন না। আমি উঠব, আমি উঠব।

[উঠিতে চেষ্টা করিল।

মায়া। ওগো, না, না, না!

বিলাস। কে! মায়া! মায়া!

[মায়াকে জড়াইয়া ধরিল। মায়া খাটের উপরেই বসিয়া পড়িল।

যখন এসেচ, তখন নিশ্চয়ই ক্ষমা করেচ। তবুও একটিবার বলো।

মায়া। তোমার অপরাধের গুরুত্ব তুমি ভুলে যাচ্ছ, বিলাস।

বিলাস। ভুলিনি মায়া, ভুলিনি। ভোলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি বলেইত খোকাকে কিছুতেই আত্ম-পরিচয় দিতে পারলুম না।

মায়া। কাকে?

বিলাস। খোকাকে...আমাদের খোকাকে?

মায়া। তুমি তাকে কোথায় দেখলে?

বিলাস। এইখানে। অচেতন অবস্থায় আমাকে যে সে-ই এখানে নিয়ে এসেচে। প্রতিদিন সে-ই যে আমার কাছে এসে বসে থাকে, আমার জন্য ফল নিয়ে আসে, আমার সঙ্গে গল্প করে। তুমি তাকে দেখনি? তুমি যে এ দিকে আসনি, তাইত দেখতে পাওনি।

মায়া। কেন বলো? আমাকে কেন ও-কথা শোনালে?

বিলাস। তোমায় দেখাব বলে।

মায়া। কোন্ মুখে আমি তার সামনে দাঁড়াব, কোন মুখে আমি তাকে বলব, ওরে আমিই তোর অভাগী মা।

বিলাস। আমিও ত পারলুম না। চোখ ভরে চেয়ে দেখলুম। তুমিও দেখো, দেখো দেবতার মত তোমার ছেলে।

মায়া। কিন্তু দেখলে যে দূরে থাকতে পারব না। তুমি কেন আমায় বল্লে, কেন আমায় শোনালে।

[মায়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

বিলাস। মায়া! মায়া!

আর কি শোধরাবার উপায় নেই? জীবনের ওই কটা বছর কি বিস্মৃতির মাঝে ডুবিয়ে দিতে পারা যায় না?

মায়া। পার তুমি?

বিলাস। একবার চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছে হয়।

মায়া। পার তার সামনে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলতে যে, তুমি ওর পিতা?

বিলাস। পারব না, পারব না মায়া!

মায়া। নবরক্তে রঞ্জিত হয়েছিল যে হাত, তা অসঙ্কোচে বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বলতে পার, আমায় গ্রহণ কর।

বিলাস। বলতে ইচ্ছে হয় মায়া, কিন্তু মুখ ফুটে তাও বলতে পারিনে।

মায়া। আমাদের অতীত পাথরের বোঝা নিয়েই আমাদের বুকে চেপে থাকবে বিলাস। তা আমাদের আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেবে না। আর আমরা জীবনে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারব না।

[দুজনাই চুপ করিয়া রহিল। নার্স ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদের অবস্থার দেখিয়া একটু দাঁড়াইল। তাহার পর নীরবে চলিয়া গেল।

বিলাস। তুমি ঠিক বলেছ মায়া। সমাজে আমার আর ঠাঁই নেই—তা করবার চেষ্টা করাও অপরাধ।

মায়া। তাহলে বল, তুমি তাকে তোমার পরিচয় দেবে না।—বল, আমার কথা তাকে বলবে না।

বিলাস। না। আমি আজই এখান থেকে চলে যাব।

মায়া। এই অবস্থায় ?

বিলাস। কাল সে আসবে যদি নিজেকে গোপন রাখতে না পারি ..আজই হয়ত পারতুম না।

মায়া। কোথায় যাবে ?

বিলাস। যেখানেই হোক্ যাব। এখান থেকে চলে যাব।

[মায়া নীরব রহিল।

তুমি যদি ক্ষমা করতে।

মায়া। তোমাকে অনুরোধ করছি বিলাস, ওকথা তুমি বলো না। তুমি ত জান।

বিলাস। হ্যাঁ জানি যে, আমি ক্ষমারও অযোগ্য। কিন্তু আচ্ছা যাক, ওকথা আর বলব না।

[নার্স সিষ্টারকে লইয়া আসিল।

সিষ্টার। মায়া।

[মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছিঃ। ছিঃ মায়া !

বিলাস। ওর কোন অপরাধ নেই।

সিষ্টার। তুমি চুপ কর। বল, ও তোমার কে ?

মায়া। কেউ না।

সিষ্টার। তবে।

[মায়া নীরব রহিল।

জান, যে পোষাক তুমি পরে আছ, তা পরবার উপযুক্ত তুমি নও।

মায়া। জানি।

সিষ্টার। তুমি চরিত্রহীনা তা আমরা জানতুম, কিন্তু এত নীচে নেমে গেছ, তা জানতুম না।

মায়া। আমি জানি যে এখানে থাকবার যোগ্য আমি নই।

সিষ্টার। হ্যাঁ, কালই তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

মায়া। আমি এখুনি যাচ্ছি।

[মায়া টুপিটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

সিষ্টার। তুমি আমাদের সকলের লজ্জা, সকলের কলঙ্ক।

মায়া। আমি তা জানি।

[পোষাকটাও খুলিয়া ফেলিল

আপনাদের দয়ার কথা আমি বিস্মৃত হব না।

সিষ্টার। অপাত্রে দয়া করা যে কত বড় অপরাধ, তাই তুমি আমাদের শিখিয়ে গেলে।

মায়া। যদি পারেন ত আমায় ক্ষমা করবেন।

সিষ্টার। আমরা ত তোমাকে আজই যেতে বলছি নে। রাতটা তুমি থাকতে পার।

মায়া। আপনাদের অনুগ্রহ। কিন্তু আমি ত আর আপনাদের কাছে থাকতে পারি না। যদি পারেন, তাহলে ক্ষমা করবেন। আমি যাই।

[মায়া কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিলাস উঠিয়া দাঁড়াইল,—সিষ্টার তাহাকে কহিল

আর তুমি?

বিলাস। আমিও চলে যাচ্ছি।

সিষ্টার। যেতে চাও যেয়ো—কিন্তু কাল।

বিলাস। কাল আমি এখানে থাকতে পারব না।

সিষ্টার। কিন্তু চলতে গিয়ে যদি পড়ে মর, তার দায়িত্ব কে নেবে?

বিলাস। দায়িত্ব? সর্ব্বহারা ছন্নছাড়ার দায়িত্ব কে বয়?

সিষ্টার। মায়া তোমার কে?

বিলাস। এত বড় অপমান ও মাথা পেতে নিল, তবু ও যা বল্লে না, আমি কি তা বলতে পারি?

সিষ্টার। হুঁ। আজ পালাবার চেষ্টা করো না। কাল সকালে ডাক্তার বাবুকে বলে যেখানে ইচ্ছে চলে যেও। ওই পোষাকটা নিয়ে চল।

—— —

ষষ্ঠ দৃশ্য

[পান্না একটা মদের গ্লাস সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া আছে। পশুপতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।]

পশুপতি। আমি জানতুম না, তুমি তাকে এত ভালোবাস। আট বছর সে তোমায় ছেড়ে চলে গেছে আর এই আট বছরের মাঝেও তুমি তাকে ভুলতে পারলে না।

[পান্না হাসিল।

কি হাসচ যে!

পান্না। তুমি যে হাসির কথাই কইলে, ডাক্তার।

পশুপতি। হাসির কথা?

পান্না। ভালোবাসা কথাটা শুন্‌লেই আমার হাসি পায়।

[গ্লাস তুলিয়া লইল।

পশুপতি। তোমাদের পেতে পারে!

[পান্না গ্লাসটা নামাইয়া রাখিল। তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

পান্না। তোমাদের? তোমাদের মন বুঝি নিষ্ঠায় ভরে ওঠে? খ্যাখ ডাক্তার, আমরা আর তোমরা আসলে একই। তফাৎটুকু কোথায় জান?

পশুপতি। কোথায়?

পান্না। তোমরা হচ্ছ বণচোরা আম। তোমাদের বাহিরটা দেখে কেউ ভেতরটার রং বুঝতে পারে না, আর আমাদের গায়ে তা ফুটে ওঠে, লোকে দেখেই ধরে ফেলে; মন-প্রাণ দিয়ে তোমরাও কাউকে ভালবাসো না, আমরাও না। আমরা তা স্বীকার করি, তোমরা দিব্যি চেপে যাও।

পশুপতি। না, না পান্নারাণি, তোমার একথা ঠিক নয়। এই খ্যাখনা, আমাদের সদানন্দকে তুমি আজও ভুলতে পার নি। সে তোমাকে ছেড়ে গেছে, কিন্তু আজও তুমি তাকে ভালোবাস।

পান্না। বাসি নাকি?

পশুপতি। নিশ্চয়।

পান্না। আচ্ছা, তা যদি তুমি বিশ্বাসই করবে, তাহলে ভালোবাসা জানাতে আমার কাছে তুমি কি করে এস? যখন আসচ, তখন নিশ্চিতই তুমি বিশ্বাস কর না, আমি কাউকে ভালোবাসিনে? কেমন তাই নয়?

[পশুপতি মাথা নীচু করিল।

লজ্জা হোলো? লজ্জা কিসের ডাক্তার? আমার কাছে ধর পাড়ায় আবার লজ্জা কিসের? আমিওত তোমারই দলের!

পশুপতি। লজ্জার কথা নয়, পান্নারাণি। সর্দ্দারকে তুমি ভুলতে পেরেছ!

পান্না। না।

পশুপতি। তবে?

পান্না। কিন্তু ভুলতে কেন পারছিনে বলত!

পশুপতি। তাকে তুমি ভালোবাস বলে।

পান্না। ভুল, ভুল ডাক্তার!

পশুপতি। তবে?

পান্না। সে আমাকে উপেক্ষা করে চলে গেল বলে। আর একজন মেয়েমানুষ তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বলে।

পশুপতি। ভালোবাস বলে নয়?

পান্না। না, না ডাক্তার, তার জন্য নয়। আজ যদি আমি তাকে পাই, তাহলে কি করি জান?

পশুপতি। কি কর?

পান্না। সারা জীবন ধরে যত ছল-চাতুরী শিখেছি, সব দিয়ে তাকে বশ করে রাখি। তার ধ্যানের-দেবীকে বুঝিয়ে দিই যে আমি কত শক্তি ধরি।

পশুপতি। তুমি কার কথা বলছ পান্নারাণি?

পান্না। সেই যে আদালতে যাকে দেখে এসে তুমি বলেছিলে, অপরূপ সুন্দরী, দেখলে পূজো করতে ইচ্ছে হয়?—তারই কথা বলছি।

পশুপতি। কিন্তু তার ওপর তোমার এ আক্রোশের কারণ কি? দোষ করল একজন, আর তার জন্য সাজা দেবে ভিন্ন এক লোককে?

পান্না। সে ত হামেসাই হচ্ছে।

পশুপতি। হামেসাই হচ্ছে!

পান্না। হচ্ছে না? খুন করল ডাক্তার আর তার জন্য জীবন দিতে হলো সেই মোহনকে। টাকা নিল তোমাদের ওস্তাদ আর জেলে গেল সেই মেয়েটা।

পশুপতি। তাহলে তুমি মানচ যে মেয়েটির ওপর অবিচার হয়েছে!

পান্না। না।

পশুপতি। তাও নয়?

পান্না। ছাখ ডাক্তার, আমি তোমাদের মতো পুরুষকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারি। তোমাদের ওস্তাদ গেছে, তুমি এসেছ। তোমাদের ওস্তাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগেও কত লোকের সাথে খাতির ছিল, পরেও আবার হবে। ওর জন্য আমি ভাবি না। কিন্তু শক্তির যেখানে পরিচয় পাই, সেই খানেই আমি রুখে দাঁড়াই।

পশুপতি। শক্তির পরিচয় আবার কোথায় পেলে?

পান্না। পেলুম তোমাদের সেই দেবীর মাঝে। সে আমার কাছ থেকে তোমাদের ওস্তাদকে ছিনিয়ে নিল—আর আমিও...

পশুপতি। তুমিও কি...

পান্না। তার কাছ থেকে তোমাদের ওস্তাদকে ফিরিয়ে আনব।

পশুপতি। পারবে?

পান্না। যদি না পারি, তাহলে বুঝব আমার শক্তিই নেই।

[বাইরে একটা অদ্ভুত কোলাহল শোনা গেল।

পশুপতি। ওই তোমার অনুচরেরা আসছে। ওদের বিদেয় কর। আমি সইতে পারিনে পান্নারাণি।

পান্না। আগে ত পারতে!

পশুপতি। আগে ওরা এমন বেয়াদব ছিল না।

পান্না। দেখ ডাক্তার, আমি যদি আজ সহসা সতী হয়ে উঠি. আর ওরা যদি হয়ে ওঠে আদব-দোরস্ত, তাহলে সাধুরা সুখী হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যে মারা যাব। সাধুদের ওই সুখটুকু দেবার জন্য আমরা আত্মহত্যা কেন করব বলতে পার?

পশুপতি। কিন্তু ওস্তাদ চাবুক চালিয়ে ওদের কায়দা-দোরস্ত রেখেছিল।

পান্না। তুমিও চেষ্টা করে দেখ। যদি সফল হও, তাহলে ওদের শ্রদ্ধা না পেলেও বশ্যতা পাবে।

[একসঙ্গে অনেকে প্রবেশ করিল।

অনেকে। জয়, পান্নারাণীর জয়!

সনাতন। এস ডাক্তার, এক পাত্তর টানা যাক্।

গঙ্গারাম। পান্নারাণি, তোমার ওই পোষা জানোয়ারটাকে একটু সাবধান করো দিয়ো। ও যে-রকম দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে, তাতে একদিন কিন্তু আমার হাতের বিরাশী সিক্কে ওজনের এক চড় খেয়ে ও মারা যাবে।

কেলো। শালা ভদ্দর লোক হতে চায়!

সনাতন। আরে এসো ডাক্তোর, ওদের কথা শুনোনা—আমরা ওই কোণে গিয়ে দু'পাত্তর টেনে নি।

গঙ্গারাম। হুঁশিয়ার্কি না কিরে, সোনাতন। ওই শালাকে মালের ভাগ দোব? আমি বেঁচে থাকতে নয়।

পান্না। মুখ গুমরে রইলে কেন ডাক্তার, ওদের সাথে মিলে মিশে ফুর্তি কর।

গঙ্গারাম। আসল কথাটিই বলা হয়নি, পান্নারাণী! দিন কত আগে ওস্তাদকে দেখেছিলুম!

পান্না। কোথায়? কেমন দেখলি?

গঙ্গারাম। চেনবার আর উপায় নেই।

পান্না। সে কিবে?

গঙ্গারাম। চুল দাড়ী পেকে গেছে, কুঁজো হয়ে পড়েচে, চোখের নীচে কালি জমেছে।

পান্না। কেন?

গঙ্গারাম। হয়ত ভালো করে খেতেও পায়না।

পান্না। চুপ!

পশুপতি। কেমন পান্নারাণি!

পান্না। চুপ কর ডাক্তার।

গঙ্গারাম। আমি ডাকলুম। ফিরে দাঁড়াল, ভাবলুম মারে বুঝি চাবুক। কিন্তু চিবুক ধরে আদর করে বল্লে, গঙ্গারাম গাঁটকাটা ছেড়ে দিয়ে ভালো ভাবে জীবন যাপন কর। আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে একটু হাসল, তারপর মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে যেমন করে যাচ্ছিল, তেম্নি করেই যেতে লাগল।

পান্না। তোর মনে হলো, দুবেলা ভালো করে খেতেও পায় না?

গঙ্গারাম। নির্ঘাৎ।

পান্না। সেই দর্প, দম্ভ, তেজ...?

গঙ্গারাম। কিছুই নেই পান্নারাণী, কিছুই নেই। একেবারে কেঁচো হয়ে গেছে। দেখে দুঃখু হয়।

পান্না। দুঃখ হয়!

গঙ্গারাম। হয় না?

পান্না। এই তোরা গান শুনবি, নাচ দেখবি?

গঙ্গারাম। কতদিন তুমি গান গাওনি।

সনাতন। কতদিন তোমার নাচ দেখিনি।

কেলো। কতদিন আমরা আমোদ করিনি।

পান্নারাণী। তবে আয়, আজ নাচ হোক, গান হোক, আনন্দের তুফান বয়ে যাক্...

খুসিতে মিষ্টি যে মন! চলে পা কাওয়ালিতে!
কি নেশার রক্ত শিখায় আঁখি-দীপ চাই জালিতে!
বাজে মল, গাইব গীতি,
বাদলে চাঁদের তিথি,
নাচাবো পাগল প্রীতি, বেতালা হাত-তালিতে!
বঁধু গো, হাসব সুধু।
মধু হোক মরুর ধূ ধূ,
খুঁজো না কাঁটার পরশ গোলাপী ফুল কলিতে!

পশুপতি। তুমি কি করচ পান্নারাণী?

পান্না। চুপ, চুপ ডাক্তার। ভালো না লাগে সরে পড়। গঙ্গারাম আমার বিজয় বার্ত্তা বয়ে এনেছে। আজ যে যা চাইবে, তাই-ই পাবে। সেই দর্প, দম্ভ, তেজ, কিছুই নেই। না গঙ্গারাম?

সনতান। এই দ্যাখ্ কে এসেচে।

কেলো ও গঙ্গারাম। ওস্তাদ!

[সকলে দোরের দিকে চাহিল। দেখিল বিলাস ক্রাচে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পশুপতি বিলাসের কাছে ছুটিয়া গেল]।

পশুপতি। এস! একি হয়েছে তোমার?

[বিলাস শুধু হাত নাড়িয়া তাহাকে বলিল যে পরে জানাইবে। পশুপতি তাহাকে ধরিয়া ঘরে আনিল। তাহার বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিলাস তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর কহিল।]

বিলাস। সবাই আছ? বেশ! আবার ছুটিয়ে চালাবে। ভয় নেই, একটু সুস্থ হয়ে উঠি।

গঙ্গা। কিন্তু তোমার কি হয়েছে, ওস্তাদ ?

সনাতন। পা-টা কি একেবারেই গেছে ?

কেলো। কোন্ শালার এ কাজ একবার বলত।

বিলাস। সবই বলব। একটু বিশ্রাম করতে দে।

গঙ্গা। হ্যাঁ, আমাদেব বল।

বিলাস। তোদেরই ত বলব গঙ্গারাম, আত্মীয় বন্ধু আপনজন বলতে শুধু তোরাইত রইলি। তুমি যে কথা কইছ না পান্নারাণি ?

পশুপতি। পান্নারাণীব অভিমান হয়েছে। পান্নারাণি, তোমার শক্তিকে আমি স্বীকার করছি।

পান্না। তুমি থাম ডাক্তার।

বিলাস। ফিরে এসেচি বলে অসন্তুষ্ট হয়েছে ? বল, চলে যাই !

পান্না। কেন, দেবী পায়ে ঠাঁই দিলেনা ?

বিলাস। চাইলেই কি দেবীর পদতলে স্থান পাওয়া যায় ? যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয় যে !

পান্না। লাথি মেবে তাড়িয়ে দিলে বলেই বুঝি আজ এখানে !

বিলাস। তুমি ঠিক ধবেছ পান্নারাণি। লাথি মেরেই সবাই তাড়িয়ে দিলে। ভদ্রলোক হতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এতদিনকার কদর্য্যতা এমনি ছাপ দেগে দিয়েছে যে, চেষ্টা করেও ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে পারলুম না।

পান্না। তাই। এই আস্তাকুড়ে এলে !

বিলাস। ঠিক তাই। দেখলুম সংসারে এই একটিমাত্র স্থান আছে, যেখানে আমার মতো লোকের ঠাঁই হতে পারে। তাইত সোজা এইখানেই চলে এলুম।

গঙ্গারাম। আমরা তোমাকে রাজা করে রাখব।

সনাতন। তুমি ছিলেনা ওস্তাদ, আমাদের দিন আর কাটতনা

বিলাস। কোন ভয় নেই গঙ্গারাম, কোন ভাবনা নেই সনাতন—পা-টা যদি গতি হারায়, তাহলেও আমি তোদের বুদ্ধি বাৎলে দিতে পারব। আমি আর ওই পশুপতি। কি বল পশুপতি ?

পান্না। বলি, এলেত ধুঁকতে ধুঁকতে, এখন কিছু গিলতে হবে, না, শুয়ে শুয়ে শুধুই বকবে ?

পশুপতি। সেলাম, পান্নারাণি !

পান্না। তুমি থাম বলচি। ডাক্তারী করে না মড়ার খাটিয়া টানে ! দেখচ লোকটা উঠতে পারচে না, একটা ওসুধ বিষুদের ব্যবস্থা কর, তা নয় পান্নারাণীকে সোহাগ জানানো হচ্ছে।

পশুপতি। সে ডাক্তাবী কি কোনকালে করেছি, পান্নারাণী ? আমার সার্জ্জারি যে পেছন থেকে ছোরা মারা ; মাথার খুলি ফাটিয়ে দেওয়া ; বিষ প্রয়োগ করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ত হাত উঠবেনা।

বিলাস। পান্নারাণি, ওষুধ ত তোমাব কাছেই আছে। জনিওয়াকার !

পান্না। তাও চলচে নাকি ?

বিলাস। আজ থেকে চলবে।

পশু। থ্রি চিয়ার্স ওস্তাদ। আনো, পান্নারাণি।

গাঙ্গারাম ও সনাতন। আনো, আনো পান্নারাণি।

বিলাস। আনো, আনো পান্নারাণি।

[পান্নারাণী উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

পান্না। এই কেলো, এই হেবো, আয়ত আমার সঙ্গে।

[কেলোকে টানিতে টানিতে পান্নারাণী চলিয়া গেল, হেবোও পিছন পিছন চলিল।

বিলাস। জান ডাক্তার, জীবনের ইতিহাস থেকে এই কটা বছর মুছে ফেলতে চেয়েছিলুম। দেখলুম, তা মোছা যায়না।

পশুপতি। একবাব যে পাঁকে পড়বে, তাকে ওরা উঠতে দেবেনা।

বিলাস। ওরাত দেবেইনা। কিন্তু নিজেই কি পার? পারনা। সারা গায়ে ক্লেদ নিয়ে তুমিই কি অসঙ্কোচে তাদের পাশে দাঁড়াতে পার? পারনা ডাক্তার, পারনা।

সনাতন। আমি একটা কথা কইব ওস্তাদ?

বিলাস। বল।

সনাতন। ব্যবসা জমাবে ভাবচ, দিন কাল বড় খারাপ পড়েছে।

বিলাস। একটা কথা মনে রাখতে পারিস্ সনাতন?

সনাতন। কি ওস্তাদ?

বিলাস। শুধু মনে রাখবি, শহরের পথে পথে মুক্ত আলোবাতাসে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে যারা চলা ফেরা করে, তারা আর আমরা এক নই। এক নই বলেই তাদের জন্য দুখ-দরদও আমাদের থাকতে নেই। তাদের হিতাহিতও আমাদের দেখতে নেই। এই যে পান্নারাণী এসেছে। নিয়ে এস তোমার সুধা, পান্নারাণি, ওই অমৃত পান করে অনন্ত বিস্মৃতির মাঝে লুপ্ত হয়ে যাই।

পান্নারাণী গান

ভোগ করে নাও, ভোগ করে নাও, ভোগ করে নাও জগৎটাকে—
আজকে যদি নয়ন মুদি, কাল্‌কে তুমি খুঁজবে কাকে!

*

স্বর্গ থাকুক দেবতা ভরা,
মানুষ আমি চাই যে ধরা।
স্বর্গ-নরক নেই-কো জেনো, ও-সব শুধুই কাব্যে থাকে!

*

মরণ কেবল ঘুমিয়ে-পড়া! এগিয়ে চল যৌবনী গো!
থাকলে নরক যাব সেথায় ধরলে ক্ষণিক মায়ামৃগ!

*

নরম কপোল-পরশ পেলে, সুরার মতন প্রাণকে ঢেলে,
বর্ত্তমানের দুঃখ-শোকেও ছুটব যেথায় জীবন ডাকে!

চতুর্থ অঙ্ক

[আরো দশ বছর পরের ঘটনা]

প্রথম দৃশ্য

[অনাথ আশ্রম সংলগ্ন উদ্যানে অনাথ বালক বালিকারা কানামাছি খেলা করিতেছে। বারান্দায় বসিয়া মায়া সেলাই কলে জামা সেলাই করিতেছে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া ছেলে মেয়েদের খেলা দেখিতেছে]

রেণু। না ভাই, বার বার আমি কানামাছি হতে পারবনা।

বলাই। বা রে! তুই পালাতে পারিস্ না কেন?

হরু। ধরা পড়লেই কানামাছি হতে হবে।

রেণু। ও! তোমরা বুঝি পালানোটাই বড় বলে জান?

টুনি। তোরা ব্যাটা ছেলে, তোদের মত আমরা কি পালাতে পারি?

বলাই। পারবিনে ত আসিস্ কেন খেলতে।

রেণু। বয়ে গেছে তোদের সাথে খেলতে।

টুনি। চল ভাই রেণু আমরা পুতুল নিয়ে খেলিগে—ছাইয়ের খেলা এই কানামাছি।

হরু। দুয়ো! হেরে পালিয়ে যায়।

বলাই। আচ্ছা আয়, আয়, আমি কানামাছি হব।

রেণু। খেলবনা তোদের সঙ্গে।

হরু। দুয়ো! হেরে পালিয়ে যায়।

বলাই। এই রেণু, এই টুনি এই হরু, শোন্ একটা মজার কথা।

[সবাই আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

কানামাছি আমরা খেলব, কিন্তু কেউ কানামাছি হব না।

টুনি। ধ্যেৎ! তাও নাকি আবার হয়!

বলাই। হবে, আমি বলচি হবে। চল সবাই মিলে মাকে ধরে আনি। মাকেই কানামাছি করি।

হরু। হ্যাঁ, ভাই, সে বেশ হবে।

রেণু। না ভাই, বুড়ো মানুষ, হোঁচট খেয়ে পড়ে-টরে যাবে।

বলাই। পড়বে কেন? আমরা ত কাছেই থাকব। চল্ চল্ তাহলে।

[সকলে ছুটিয়া গিয়া মায়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সেলাই এখন রাখ মা।

মায়া। কেন?

হরু। তোমাকে আমাদের সঙ্গে খেলতে হবে।

মায়া। খেলতে হবে?

টুনু। হ্যাঁ, কানামাছি।

বলাই। নইলে আমরা তোমাকে একটুও সেলাই করতে দোব না।

টুনু। নইলে আমরা কাঁদব।

হরু। কিচ্ছু খাব না।

রেণু। চল না মা, একটুখানি খেলবে।

বলাই। এই দিলুম তোমার সব ফেলে।

মায়া। ওরে তোদেরই জামা, পূজোর জামা।

হরু। হোক্‌গে। জামা আমরা পরব না।

টুনি। মা!

সকলে। চল, চল মা।

[মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়া। সত্যিই খেলতে হবে ?

রেণু। খুব মজার খেলা।

মায়া। তা আর জানি না! সারাটা জীবনই যে কানামাছি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

[সকলে মিলিয়া মায়াকে টানিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

হরু। এইখানে দাঁড়াও।

বলাই। এইবার কিন্তু তোমার চোখ বেঁধে দোব।

[মায়ার চোখ বাঁধিয়া দিল।

হরু। জান মা, আমাদের কাউকে ছুঁতে পারলেই তুমি ছাড়া পাবে।

[ছেলে মেয়েরা তাহাকে টোকা মারিতে লাগিল

মায়া। ওরে, অত জোরে নয়, লাগে যে।

(ছেলেমেয়েরা টুঁটুঁ শব্দ করিতে করিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মায়া তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হরু। (চাপা গলায়) এই বলাই, এই রেণু, শোন্।

[তাহারা এক যায়গায় গিয়া জড়ো হইল।

চল আমরা পালিয়ে যাই, মা একা খানিকটা ঘুরে বেড়াক।

রেণু। না ভাই, যদি পড়ে যায়।

বলাই। তুই চ না।

[তাহারা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। মায়া তবুও ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মায়া। সাড়া দে, নইলে ঘুরব কিসের আশায়।

[আশ্রমের শিক্ষয়িত্রী অরুণা প্রবেশ করিল।

অরুণা। মা!

মায়া। অরু? দেখত মা, এরা কোথায় লুকিয়েছে।

[অরু আসিয়া তাহাকে ধরিল।

অরুণা। তোমার চোখ বেঁধে কে দিল মা?

মায়া। আমি খেলছি ওদের সাথে।

অরুণা। ছিঃ মা, এ তোমার ভারি অন্যায়! এমন করে ওদের যদি তুমি আস্কারা দাও, তাহলে ওরা মাথায় চড়ে বসবেইত। আমি তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি। হোঁচট খেয়ে পড়ে এই বয়েসে ঠ্যাঙ ভাঙবে নাকি!

[অরুণা মায়ার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল।

মায়া। সব পালিয়েছে!

অরুণা। এ ভারি অন্যায়। কিসের জন্য তুমি এমন করে ঘুরে বেড়াবে?

মায়া। কিসের জন্য জানিস? ওদেরই মতো একজনকে সারা-জীবন ধরে আমি ধরতে চাইছি! কিন্তু পারছি না। আমার এই দুখানি বাহু দিবানিশি চাইছে তাকে জড়িয়ে আমার বুকে চেপে ধরতে; কিন্তু পারছি না। সে যদি লুকিয়ে থাকত, তাহলে পারতুম; পৃথিবীটা ওলট-পালট করেও আমি তার সন্ধান করতে পারতুম। সে যদি ধরা দিতে না চাইত,তাহলেও আমি জোর করে তাকে কাছে আনতে পারতুম। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমিই সাহস সঞ্চয় করতে পারছিনা,—পারছিনা হেঁকে বলতে, ওরে আয়, আয় আমার কোলে, আয় আমার বুকে! মুখ ফুটে তা বলতে পারছিনা, কিন্তু মন যে তাই-ই চাইছে! তাইত এই খেলা খেলছি, ধরবার এই মিথ্যে প্রয়াস দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখছি!

অরুণা। তুমি কার কথা কইছ মা, কাকে তুমি এমন করে চাইছ?

মায়া। শুনবি কাকে?

অরুণা। বল মা, বল কাকে ?

মায়া। ওরে, তোর এক ভাইকে...তোর এই মায়ের কোলেই একদিন সে এসেছিল......

অরুণা। আজ সে কোথায় মা ? সে কি বেঁচে নেই ?

মায়া। সর্ব্বনাশী, কি বল্লি !

অরুণা। মা, আমি যে কিছুই জানি না ! আমাকে ক্ষমা কর মা !

মায়া। না, না, তোর কোন দোষ নেই। তুই ত জানিস্ নে... তোর অপরাধ কি ? সে বেঁচে আছে, ভালো আছে, সুখে আছে।

অরুণা। তবে তাকে দূরে রেখেছ কেন, মা ?

মায়া। না, না, দূরে ত রাখিনি...সে আমার অন্তর ভরে রয়েছে। দূরে ! ওরে বোকা মেয়ে, দূরে কি রাখা যায় ?

[মায়া আর অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত গতিতে গিয়া সেলাই কলে বসিল এবং অতিরিক্ত উৎসাহের সহিত সেলাই কল চালাইতে লাগিল। অরুণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে গিয়া মায়ার পিছনে দাঁড়াইল।]

অরুণা। এখন রেখে দাও মা। আলো কমে আসচে, চোখ দুটো যে যাবে তোমার।

[মায়া তাহার দিকে চাহিল। একটু হাসিয়া কহিল

মায়া। থাক্ না। এখন যদি খানিকটা কাজ করতে না পাই, তাহলে আমি মরে যাব।

অরুণা। দিন রাত এম্নি করে যদি তুমি পরিশ্রম কর, তাহলেও তুমি মরে যাবে।

মায়া। বেশত দেখাই যাক্ না কার কথা সত্যি হয়, মৃত্যু কোন্ দিক দিয়ে আসে।

[মায়া আবার সেলাই কলে মন দিল। অরুণা কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ক্রমে মায়ার কাজের গতি শ্লথ হইল। ক্রমে কল থামিয়া গেল। তাহার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হইল। ছেলেকে দোল দিবার ভঙ্গিতে সে দুলিতে লাগিল, গুন্ গুন্ করিয়া সে ঘুম পাড়ানি গান গাহিতে লাগিল। অরুণা আলো লইয়া আসিল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মায়াকে দেখিল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া কহিল।]

অরুণা। মা, তুমি কি পাগল হয়ে যাবে?

[মায়া চমকিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিল।

মায়া। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না, তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম।

অরুণা। আর কাজ করো না। চল ভিতরে চল। ওদের যে খাবার সময় হয়েছে।

মায়া। আজ তুই ওদের খেতে দিগে যা। আমি ভিতরে যেতে পারবনা। আমার শ্বাস রোধ হয়ে যাবে। যা মা, ওদের ক্ষিদে পেয়েছে।

অরুণা। তুমি আমার চোখের সামনে এম্নি করে মরবে, তা আমি দেখতে পাবনা—আমি কালই তোমার এই আশ্রম ছেড়ে চলে যাব।

মায়া। রাগ করিসনে, মা, অরু। তুই যে কিছু জানিস্‌নে, তাই বুঝতে পারিস্‌নে, কেন এমন করি। যা, মা, যা।

[অরুণা আবার চলিয়া গেল। মায়া কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর দেহ নাড়িয়া যেন চিন্তার বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিল এবং মাথা নোয়াইয়া প্রচণ্ড উৎসাহে কল চালাইতে লাগিল। মায়া যেদিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, সেই দিক হইতে নিখিল প্রবেশ করিল। মায়া মাথা নীচু করিয়া কাজ করিতেছিল, বুঝিতেও

পারিল না, কে প্রবেশ করিল। নিখিল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। মায়া কল বন্ধ করিতেই নিখিল কথা কহিল।

নিখিল। আমি একবার মায়া দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মায়া। কে!

[মায়া অভিভূতের মতো তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, নিখিলও অপলক নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিল। মায়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রায় অস্ফুট স্বরে কহিল।

নিখিল!

[একটু থামিয়া দ্রুত গতিতে নিখিলের কাছে গিয়া

আমার খোকা! খোকা ভালো আছে ত?

[উত্তর শুনিবার আগ্রহে মায়া হাঁপাইতে লাগিল।

নিখিল। খোকা ভালো আছে মায়া। তার সম্বন্ধেই একটা পরামর্শ করতে এসেছি।

মায়া। অন্যায় কাজ ত করেনি কিছু?

নিখিল। না, না, তার মত ভালো ছেলে হয় না। একেবারে তোমার প্রকৃতি পেয়েছে। কিন্তু—

মায়া। কিন্তু?

নিখিল। চল, ওইখানে একটু বসি।

[দুজনা একখানা বেঞ্চে গিয়া বসিল। একে অন্যের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তোমার খোকার আমি বিয়ে দিতে চাই। লেখা-পড়া শিখে সে পণ্ডিত হয়েছে—এখন তাকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই!

মায়া। ছোট্ট একখানা বাড়ী, তার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর মত একটি মেয়ে—তার রূপ গুণ আত্মীয় স্বজনের গর্ব্বের সামগ্রী—সোণায় চাঁদ

ছেলে-মেয়ে—অভাব, অনটন, অশান্তি কাছেও ঘেঁসতে পায়না—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিখিল, দাও, তুমি তার বিয়ে দাও—গৃহহারা ছন্নছাড়ার জীবন বড়ই দুর্ব্বহ।

নিখিল। আমি পাত্রীও স্থির করেছি—খোকার সঙ্গে তার আলাপও হয়েছে—দুজনে খুবই ভাব।

মায়া। দাও নিখিল, শিগ্‌গীর করে বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে—

নিখিল। নইলে?

মায়া। না কিছু নয়। তার বাপের কথাই কেবল মনে পড়ে। তুমি বিয়ে এখুনি দিয়ে দাও।

নিখিল। কিন্তু আমার ইচ্ছে মেয়েটিকে দেখে তুমি একবার আশীর্ব্বাদ করে এস।

মায়া। তুমি কি পাগল হয়েছ, নিখিল? আমার সান্নিধ্যে শান্তি তিরোহিত হবে, আমার স্পর্শে সব পুড়ে যাবে।

নিখিল। আমি ও-কথা মানি না।

মায়া। আমি যে তা স্থির জানি।

নিখিল। কিন্তু তুমি ত আর দূরে থাকতে পারবে না!

মায়া। কেন?

নিখিল। সে যে তোমার বুকে ঠাঁই পেতে চায়।

মায়া। কে?

নিখিল। খোকা! তোমার খোকা!

[মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতি কষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া কহিল

মায়া। আমার আশ্রমের ছেলে মেয়েদের খাবার সময় হয়েছে; নিখিল, আমি আর দেরী করতে পারচিনে। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

[উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া মায়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়া ফিরিল। নিখিলের কাছে আসিয়া কহিল]

মায়া। আমি যে অত্যন্ত স্বার্থপর, তা তো তুমি জান নিখিল। তোমার কথা একটিও জিজ্ঞাসা করলুম না। এ কী চেহারা হয়ে গেছে তোমার!

নিখিল। নিজের চেহারা কি কখনো তুমি দেখ না? তোমাকে যে চেনাই যায় না!

মায়া। আমি ত বিস্মৃতির মাঝেই ডুবতে চাই।

নিখিল। আমিও ত কারু স্মৃতিপটে উজ্জ্বল নেই!

মায়া। তুমি আজ কেন এলে নিখিল? খোকার সম্বন্ধে যা তুমি ভাল বুঝতে তাই-ই করতে। কেন এলে?

নিখিল। এসে কি অপরাধ করেছি?

মায়া। অপরাধ তুমি কর নি, কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছ তোমার কাছে কত বড় অপরাধী আমি! মাথা তুলে চলবার যে শক্তিটুকু আমার ছিল, তাও যে তুমি হরণ করে নিয়ে গেলে।

নিখিল। তোমার কথা ত আমি বুঝতে পারচি না মায়া?

মায়া। আমি যে-বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি, তারই ভার বয়ে বয়ে তুমি যে ভেঙে পড়েচ, তা কি আমি বুঝতে পারচি না? আর তাই বুঝতে পেরে নিজের অপরাধের পরিমাণ দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আমি যে তোমাকে পলে পলে হত্যা করছি।

নিখিল। এতখানি ভুল তুমি করো না, মায়া। বিশ্বাস কোরো, সমস্ত মন দিয়ে আমি মানি যে, আমার উপর নির্ভর করে তুমি আমাকে কতখানি মর্য্যাদা দিয়েছ। তোমার খোকা...

মায়া। নিখিল সে আমার নয়, তুমিই তাকে মানুষ করেছ, পাপের

পরশ থেকে দূরে রেখেছ, সে তোমার, একান্ত তোমারই বলে জেনো।

[মায়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল। নিখিল দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিল, তারপর সেও নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিলাসের আড্ডা। আড্ডা-ঘরে লোকজন কেহ নাই। আলোও নাই। পাশের ঘর হইতে আলো আসিয়া ঘরটিকে ঈষৎ আলোকিত করিয়াছে। ধীরে ধীরে বিলাস প্রবেশ করিল, ধীরে ধীরে দরজা খুলিবার চেষ্টা করিল, ধীরে ধীরে পান্না প্রবেশ করিল।]

পান্না। কোথায় যাও?

[বিলাস ফিরিয়া দাঁড়াইল

বিলাস। তুমি ঘুমোও নি?

পান্না। না।

বিলাস। আমি ভেবেছিলুম তুমি ঘুমিয়েছ।

[ফিরিয়া পান্নার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

তুমি কেন ঘুমোও নি?

পান্না। ওই প্রশ্ন যদি তোমাকেও করি?

বিলাস। আমি ঘুমুতে পারলুম না।

পান্না। কেন? বোস এইখানে।

[পান্না তাহাকে ধরিয়া বসাইল

বল, কেন তুমি ঘুমুতে পার না?

বিলাস। আমায় যেন কে ডাকে!

পান্না। কে ডাকে?

বিলাস। জানি না। শুধু প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করি। কানে যেন শুনতে পাই কে আমাকে ব্যাকুলভাবে ডাকে।

পান্না। তুমি আর মদ খেয়ো না।

বিলাস। মদই ত খাব, নইলে সব ভুলে থাকব কেমন করে?

পান্না। কি ভুলবে?

বিলাস। অতীত।

পান্না। অতীতকে ভয় করবার দরকার? আর ত আমরা সেই আগেকার মতো নেই। আগেকার সেই দল ভেঙে দিয়েছি, সেই পাপের পথ বহু পেছনে ফেলে চলে এসেছি।

বিলাস। তারও আগের।

পান্না। তারও আগের! বল, সেই অতীতের কোন্ স্মৃতি তোমায় ব্যথা দিচ্ছে? তুমি তখন কি ছিলে, কে ছিল তোমার?

বিলাস। কি ছিলুম? ঠিক এখনকার মতোই জঘন্য প্রকৃতির এক লোক। কিন্তু যাদের পেয়েছিলুম, তারা ছিল নির্ম্মল, তাঁরা ছিল দেবতার মতো পবিত্র।

পান্না। কই, আমাকে ত কোনদিন তা বল নি!

বিলাস। বলা প্রয়োজন মনে করি নি।

পান্না। আমি বুঝেছি, কেন বল নি।

বিলাস। কেন, বল ত?

পান্না। আমাকে তুমি শুধু প্রমোদের সহচরী হিসেবেই চেয়েছ,

জীবনের সঙ্গিনী করতে তো চাও নি—তাই হৃদয়ের কথা বলাও প্রয়োজন মনে কর নি।

বিলাস। এ-কথা সত্য।

পান্না। মিথ্যা যে হতে পাবে না, তা আমি জানি।

বিলাস। আমি সেই অতীতকেই ভুলতে চাই।

পান্না। অবসর ত পেয়েছিলে। ভুলতে ত পার নি।

বিলাস। তোমার হাসির বোল তলিয়ে দিয়ে কার যেন কান্নার সুর এসে আমার হৃদয়কে আঘাত করে, মদের নেশা ছুটে যায়—কিসেরই যেন আকর্ষণে।

পান্না। তাই কি চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলে? আমাকেই কি বন্ধন বলে মনে হয়?

[বিলাস চুপ করিয়া রহিল।

আমি তোমাকে মুক্তি দোব। তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যেয়ো, আমি বাধা দোব না।

বিলাস। বাণি, মদ আন।

পান্না। মদ তো তোমাকে আমি দোব না।

বিলাস। আমি যেতে চাই না, বাণি, আমি ভুলতে চাই।

পান্না। যেতে চাও না?

বিলাস। না, না, না রাণী।

পান্না। কেন?

বিলাস। একবার গিয়েছিলুম, ঠাই পাই নি। আবার গেলেও পাবনা, জানি। তুমি মদ আন।

পান্না। মদ আমি তোমায় দোব না।

বিলাস। তা হলে একটা গান গাও।

পান্না। গান বরং শোনাতে পারি।

পান্না গান সুরু করিল।

প্রেম রাখি হায় কেমন ক'রে,
প্রেম যে তোমার ফুলের স্বপন, ভোর-ক'রে যায় যে স'রে।
আসো মেঘের ছায়ার মত, পালাও মরুর মায়ার মত,
মনের বাগান দেয় ছেয়ে মোর শিউলিগুলি ঝ'রে ঝ'রে।
অনেক বাণী আমার গানে, হয়না বলা তোমার কানে,
তুমি যে গো, বাতের মত, জাগলে ভোরে যাও যে সরে!

বিলাস। তোমার কি হোলো বাণি? তোমার কণ্ঠে কান্নার সুর কেন? তোমার চোখের কোণে আজ জল দেখি কেন?

পান্না। কেন আমি কি মানুষ নই? মানুষের মতো কি আমার হৃদয় নেই? জীবনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, সর্ব্বস্ব উপেক্ষা ক'রে একান্তভাবে তোমারই অনুগত হয়ে পড়ে রইলুম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তবুও, তবুও তোমার ভিতরের সত্যিকারের মানুষটির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারলুম না। যেমন সহজে তুমি এসেছিলে, তেমনি সহজেই তোমার জীবন-পথ থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ে চলে যেতে পার, এ-কথা ভেবে আমি ব্যথা পাব না?

বিলাস। কিন্তু তুমি যা চেয়েছিলে, তা কি পাও নি?

পান্না। না।

বিলাস। না!

পান্না। না। মাতাল চাইনি, লম্পট চাইনি, চাইনি এমন কোন লোক যে শুধু আমার দেহ নিয়েই খেলা করবে। চেয়েছিলুম স্নেহ, চেয়েছিলুম ভালোবাসা, চেয়েছিলুম জীবনের শান্তি। ভেবেছিলুম তা পেয়েছি, তোমারই কাছে তা পেয়েছি—কিন্তু আজ...

বিলাস। আজ ?

পান্না। আজ দেখলুম, মিথ্যা, সবই মিথ্যা।

বিলাস। যদি বলি মিথ্যা নয় ?

পান্না। তাহলে মিথ্যাই বলবে।

বিলাস। যদি বলি তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

পান্না। তাহলে জিজ্ঞাসা করব, আমাকে এইখানে ফেলে রেখে চলে যেতে চাও কেন ?

বিলাস। আমায় যে ডাকে ?

পান্না। কে ডাকে জানিনা। কিন্তু এতদিন ত, তার ডাক তুমি শোননি। সে ত কখনো তোমার সামনে দাঁড়ায় নি। কিন্তু যে-ই হোক্ সে, আমায় শুধু এই কথাটিই তুমি বল, এতই কি প্রবল তার আকর্ষণ যে, তুমি আজ অনায়াসে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পার ?

বিলাস। আমি তাকে ভুলতে পারছিনা।

পান্না। কে, কে সে ?

বিলাস। সে আমার সর্ব্বস্ব, আমার আত্মজ, আমার পুত্র।

পান্না। পুত্র !

বিলাস। হাঁ, হাঁ, পুত্র। নাম হারা, পরিচয় হারা, গোত্র হারা করে আমি তাকে সংসারে ছেড়ে দিয়েছি !

পান্না। তুমি !

বিলাস। হাঁ, তখনো তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।

পান্না। তুমি যাও, আমি তোমায় বাধা দেবেনা।

বিলাস। যাব ?

পান্না। যেতে চাও যাও। আমি বাধা দোবনা।

বিলাস হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাব, আর একবার চেষ্টা করে দেখব। দেখব, যে অবিচার আমি করেছি, তার প্রতিকার সম্ভবপর কিনা ; যে

আঘাত আমি দিয়েছি, তার বেদনা দূর করা যায় কিনা। তারা যে আমায় ডাকে, দিনরাত আমায় তারা ডাকে!

[বলিতে বলিতে বিলাস চলিয়া গেল। পান্না দুয়ার অবধি আগাইয়া গেল। কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর গান সুরু করিল।

খুঁজি কাকে,—খুঁজি কাকে।
আকাশের রবি-চাঁদে বল মোরে কে সে ডাকে?
কে যে আছে ধরণীতে
যায়নাকো ধরা গীতে।
গোপনে আমার গানে অজানা সে ছবি আঁকে॥
জীবনের খেলা ঘরে কেঁদে মরে মোর গীতা
বনবাসে গেছে তার ধ্যান-করা প্রাণ-সীতা
আমি চির বিরহী যে,
আঁখি জলে মরি ভিজে
কাঁদি আর গাহি গান—পাইনাকো তবু তাকে॥

পশুপতি। আসতে পারি, পান্নারাণী?

[পান্না ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল।

পান্না। কে? ডাক্তার! এস। বোস।

পশুপতি। ওস্তাদ কোথায়?

পান্না। জানি না।

পশুপতি। কখন ফিরবে?

পান্না। ফিরবে কি ফিরবে না, তাও জানি না।

পশুপতি। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা পান্নারাণী।

পান্না। কি?

পশুপতি। ওস্তাদকে তুমি ছেড়ে দাও কেন ?

পান্না। বেঁধে রাখতে পারি না বলে।

পশুপতি। মানলুম, তুমি তা পারনা। কিন্তু যে এমন করে চলে যায়, তাকে ফিরে পাবার আগ্রহই বা তোমার কমে না কেন ?

পান্না। ও প্রশ্ন থাক, ডাক্তার।

পশুপতি। কেন, ব্যথা পাও বলে ?

পান্না। না, তুমি বুঝবেনা বলে।

পশুপতি। কিন্তু ওস্তাদ কেন যায়, কোথায় যায়, তা আমি জানি।

পান্না। জান নাকি ?

পশুপতি। জানি।

পান্না। কেন চলে যায় তা আমিও জানি ; কোথায় যায় তাই-ই কেবল জান না।

পশুপতি। আমি তাও বল্‌তে পারি।

পান্না। ওই কথাটিই সে বলেনি।

পশুপতি। জানতে চাও ত বলি।

পান্না। বেশ ত, বল না, শুনি।

পশুপতি। তাহলে গলাটা যে ভিজিয়ে নেওয়া দরকার। এক পাত্র হুকুম কর।

পান্না। পাত্র দিতে পারি কিন্তু পূর্ণ নয় শূন্য।

পশুপতি। তার অর্থ ?

পান্না। ওসব আর চলে না।

পশুপতি। তাহলে আমিই বার করছি।

[পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করিয়া খানিকটা পান করিল।

সেই মেয়েটির কথা তোমার মনে আছে ?

পান্না। কোন্ মেয়েটি !

পশুপতি। সেই যে আদালতে দেখে এসে তোমায় বলেছিলুম।

পান্না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি ! কি হয়েছে তার ?

পশুপতি। ওস্তাদের সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ বরাবরই ছিল।

পান্না। বরাবরই ছিল ?

পশুপতি। হ্যাঁ, ওই মামলার আগেও। তার গর্ভে ওস্তাদের একটি ছেলেও হয়েছিল।

পান্না। সবুর কর। তবুও ওস্তাদ তার ঘাড়ে অপরাধের সকল বোঝা চাপিয়ে দিল ?

পশুপতি। জেলে পাঠিয়ে দিয়ে তারই জন্য আবার কেঁদে কেঁদে ফিরত।

পান্না। তোমার ও-পাত্রে কিছু আছে ?

পশুপতি। আছে বৈ কি ! এই নাও।

[পান্না ফ্লাস্কটা তুলিয়া পান করিল।

পান্না। হ্যাঁ, বল এখন।

পশুপতি। এখন যে মাঝে মাঝে উধাও হয়, সে ওই তারই সন্ধানে।

পান্না। তবে যে সে বল্লে, তার ছেলের জন্য মন কেমন করে !

পশুপতি। ছেলে এখন আর খোকাটি নেই, তার বয়স হবে প্রায় বাইশ। মন হ'ত কেমন কেমন করে; কিন্তু তা ছেলের জন্য নয়, ছেলের মায়ের জন্য।

[পান্না আবার ফ্লাস্কটি মুখে তুলিয়া পান করিল।

পান্না। ডাক্তার।

পশুপতি। বল।

পান্না। এই খবর নিয়ে তুমি কেন এসেছ ?

পশুপতি। সব খবর এখনও দেওয়া হয় নি। ওস্তাদ এখন চায় অতীতকে মুছে ফেলতে।

পান্না। আমিও ত তাই চাই।

পশুপতি। ওস্তাদ এখন চায় সংসার পাতিয়ে বসতে।

পান্না। যদি পারে মন্দ কি!

পশুপতি। সেই মেয়েটি এখনও তার মন টানছে।

[পান্না কিছুকাল নীরব রহিল]

পান্না। দাও ত ডাক্তার, তোমার পাত্রটা আবার।

[ফ্লাস্ক হইতে আবার পান করিল]

পশুপতি। একদিন তুমি বলেছিলে—আজ যদি তাকে পাই, তাহলে সারাজীবন ধরে যত ছল-চাতুরী শিখেছি, সব দিয়ে তাকে বশ করে রাখি ; তার ধ্যানের দেবীকে বুঝিয়ে দিই যে আমি কত শক্তি ধরি। আজ তুমি সে-কথা ভুলে গেছ।

পান্না। ভুলিনি ডাক্তার। দাও ত পাত্রটা।

[মদ্যপান করিল]

ভুলিনি সে কথা।

পশুপতি। তবে?

পান্না। শক্তির অভাব অনুভব করছি।

পশুপতি। ও তোমার আত্ম-বিস্মৃতি।

পান্না। আচ্ছা ডাক্তার, ওস্তাদের বিরুদ্ধে তোমার এ অভিযোগ কেন? সে ত তোমার কোন ক্ষতি করেনি।

পশুপতি। ক্ষতি করেনি? কার আহ্বানে আমি সংসারের সহজ সরল পথ ছেড়ে এদিকে এসেছিলুম, কার সঙ্গ পেয়ে একদিনের জন্যও

পিছন পানে ফিরে তাকাইনি? জানত, সবই ছেড়েছি ওই ওস্তাদের জন্য। আজ যে সে আমাদের এই আস্তাকুড়ে ফেলে রেখে সাধু সেজে সংসার পাতিয়ে বসবে, তা আমি হতে দেবনা।

পান্না। তুমিও কেন তাই করনা।

পশুপতি। আমি যে পিছনে কিছু রাখিনি।

পান্না। কিন্তু আমিত ওস্তাদের কথায় এ পথে আসিনি। পথ চলতে চলতে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে চলে যায়, আমার দুঃখ হয়। আমি কাঁদি, তার জন্যে দিন রাত পড়ে পড়ে কাঁদি। কিন্তু কোন দাবীও উপস্থিত করতে পারিনা, অভিযোগও আনতে পারিনা।

পশুপতি। এই পরাজয়কে তুমি সহজভাবে গ্রহণ করতে পার?

পান্না। কিসের পরাজয়, কার কাছে?

পশুপতি। এক নারীর কাছে।

পান্না। নারীর কাছে!

পশুপতি। হাঁ, এক নারীর কাছে। যার স্থান হওয়া উচিত ছিল তোমারই পাশে, অথচ যে আজ সংসারের সকলের শ্রদ্ধা পাচ্ছে, সকলের মাঝে নিজের ঠাই করে নিচ্ছে। সে যদি তা পারে, তুমিই বা তা পারবেনা কেন? সে যদি পায় শ্রদ্ধা, তোমারই বা কেন প্রাপ্য হবে ঘৃণা? সে যদি পায় ভালবাসা, তাহলে তুমিই বা কেন সর্ব্বহারা হয়ে পড়ে থাকবে?

[পান্না আবার মদ্যপান করিল।

পান্না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তার, আমি শ্রদ্ধা চাই, ভালবাসা চাই। জীবনে কোন দিনই তা পাই নি। কিন্তু আমি কি তা পাবার যোগ্য।

পশুপতি। যে ওস্তাদকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, সেও ত যোগ্য নয়।

[পান্না ফ্লাস্কটা লইয়া দেখিয়া ফেলিয়া দিল।

পান্না। তোমার পাত্র শূন্য ডাক্তার।

পশুপতি। দাও আমি পূর্ণ করে আনছি।

পান্না। না আজ আর চাইনে। তুমি এখন এস ডাক্তার। তোমার কথাগুলো আমি একটু ভেবে দেখি—ভেবে দেখি, আমি শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য কিনা।

[পান্না উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে যাইতে লাগিল।

পশুপতি। আমি তাহলে কাল আসব। আরো অনেক কথা আছে।

[পান্না ফিরিয়া দাঁড়াইল তারপর তার কাছে আসিয়া বলিল।

পান্না। তোমার সব কথা শুনব, কেবল একটি কথা শোনাতে চেওনা।

পশুপতি। কি!

পান্না। প্রেমের কথা।

[পশুপতি মুখ ফিরাইল। পান্না দুয়ারের কাছে গিয়া কহিল।

ও কথা কেন বল্লুম জান, ডাক্তার? আগে যখন-তখন এসে তুমি প্রেম নিবেদন করতে। সে মতলব থাকলে আর এসোনা।

[পান্না চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

[আশ্রমে মায়ার ঘর। মায়া আলো জ্বালিয়া টেবিলের ওপর রাখিল। একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে লোহার খাটে পাতা বিছানার উপর বসিল। বড় চিন্তাকুল। রেণু, বলাই, হারু, টুনু প্রভৃতি প্রবেশ করিল।]

সকলে। মা! মা গো।

[মায়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিল।

মায়া। কি হয়েছে রে?

রেণু। একটা গল্প বল।

বলাই। কতদিন তোমার গল্প শুনিনি।

মায়া। গল্প ত আমি জানিনে।

টুনি। তা বৈকি! আগে যে রোজ বলতে।

মায়া। আমার সব গল্প যে শেষ হয়ে গেছে, মা!

হরু। গল্প বলবে ত বল, নইলে আলো নিভিয়ে দিয়ে তোমাকে ভূতের ভয় দেখাব বলছি।

মায়া। তবে গল্পে আর কাজ কি! ভূত আর পেত্নীত তোরা রয়েছিস। দেনা তাণ্ডব জুড়ে!

রেণু। না মা, গল্প বল।

বলাই। বল, বল মা।

টুনি। আমরা চুপটি করে শুনব মা, কথাটিও কইব না।

হরু। এই আমি বসলুম—দেখি গল্প না বলে তুমি কোথায় যাও!

[হরু মায়ার পা জড়াইয়া ধরিয়া বসিল।

মায়া। ওরে, ছাড়, ছাড়! পড়ে মরে যাব যে!

হরু। তবে গল্প বল।

মায়া। বলছি শোন্।

রেণু। বল, বল মা।

[রেণু ও টুনি মায়ার দু'পাশে বসিল। হরু পা ছাড়িয়া দিয়া মেজের উপর বসিল। বলাই একটা বাক্সের উপর চাপিয়া বসিল।

মায়া। এক গৃহস্থের ছিল এক কন্যা।

টুনি। হুঁ, তারপর...

মায়া। সেই কন্যার কোলে এল চাঁদের মত এক ছেলে।

রেণু। রাজপুত্তুরের গল্প বল।

মায়া। ছেলেটিকে যে দেখত, সেই বলত রাজপুত্তুর। রাজপুত্তুরের মতো সেই ছেলে পেয়ে কন্যা সংসারের সব কথা ভুলে গেল। বাপ মায়ের কথা ভুলে গেল, আত্মীয়-স্বজনের কথা ভুলে গেল। দিনরাত ছেলেটিকে নিয়ে সে খেলত, তাকে গান গেয়ে শোনাত। সে ঘুমুলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকত, হয়ত চোখে তার পলক পড়তনা, বুকেও তার শ্বাস বইতনা। ছেলের চাঁদ মুখখানি কন্যা চেয়ে চেয়ে দেখত, আর ভাবত...

বলাই। কি ভাবত?

মায়া। ভাবত ওই ছেলে বড় হবে, রূপে গুণে ধনে মানে দশজনের এক জন হয়ে দুঃখীর দুঃখ ঘোচাবে, ব্যথীর ব্যথা দূর করবে।

রেণু। তারপর, ছেলে যখন বড় হ'ল?

মায়া। কন্যার কোলে দিনে দিনে চাঁদের কলার মতো একটু একটু বেড়ে ছেলে বড় হয়ে উঠ্‌তে লাগল, তার মুখে আধ আধ কথা ফুটল, নিটোল গাল দু'খানিতে গোলাপী রঙ ধরল, দাঁতগুলো হয়ে উঠ্‌ল ঠিক মুক্তোর পাঁতির মতো।

হরু। তারপর? তারপর মা?

মায়া। কন্যা তাই চেয়ে চেয়ে দেখত আর বুক তার ফুলে উঠ্‌ত। মনে মনে সে ভাবত, সে রাজমাতা। বিধাতা যে অলক্ষ্যে বসে হাসতেন, কন্যা তা বুঝতেও পারত না।

টুনি। তারপর?

মায়া। তারপর? তারপর কন্যার জীবনে এল এক বিষম দুর্দ্দিন—সোনার চাঁদ সেই ছেলেকে ভাসিয়ে দিতে হ'ল ..

[মায়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল

হরু। কোথায় ভাসিয়ে দিল?

মায়া। কূলহীন সংসার-পাথারে ছেলেকে ভাসিয়ে দিয়ে সেই কন্যা, রাক্ষসী সেই মা...

[মায়া আর বলিতে পারিল না। রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া কান্নার বেগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বেণু। বল, বল মা।

[মায়া কোন কথা কহিতে পারিল না। চেষ্টা করিয়া সে কান্না দমন করিল সত্য; কিন্তু প্রস্তরের মতো যেন প্রাণহীন হইয়া বসিয়া রহিল।

টুনি। মা! মা!

বলাই। মায়ের এ কী হোলরে!

হরু। আমরা আর গল্প শুনতে চাইনা না, তুমি কথা কও।

বেণু। কথা কও মা!

মায়া। খোকা! খোকা!

[মায়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বেণু, হরু, টুনি, বলাই ভয় পাইয়া এক যায়গায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। অরুণা প্রবেশ করিল।

অরুণা। অমন করে কে কেঁদে উঠ্‌ল। মা ?

[অরুণা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিল।

হরু। আমরা গল্প শুনতে চাইলুম। মা গল্প বলছিল। বলতে বলতে কেমন হয়ে পড়ল।

অরুণা। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও।

রেণু। মা...

অরুণা। যাওনা তোমরা।

[তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে অরুণা মায়ার পাশে বসিল। দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

মা, মাগো, মা !

[মায়া চমকিয়া চাহিল।

মায়া। কে ? অরু ! কি হয়েছে মা ?

অরুণা। তোমার কি হয়েছে মা ? গল্প বলতে বলতে তুমি এমন হয়ে গেলে কেন মা ?

মায়া। গল্প বলছিলুম ? কাকে ? আমার কে আছে মা অরু, যে রোজ সন্ধ্যায় তাকে আমি গল্প শোনাব ?

অরুণা। বলাই, হরু, বেণু, টুনিকে যে তুমি গল্প শোনাচ্ছিলে।

মায়া। ওদের নিয়েই ত ভুলে থাক্‌তে চাই। কিন্তু পারি না যে ! ওরে, আমি যে তাকে ভুলতে পারি না।

অরুণা। কাকে ভুলতে পার না মা ?

মায়া। তোর ভাইকে। তোকে ত বলেছি মা, তাকে আমি ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।

অরুণা। ভাসিয়ে কেন দিলে মা ?

মায়া। তাইত আজ ভাবছি, ভাসিয়ে কেন দিলুম !

অরুণা। কেন দিলে ?

মায়া। কেন দিলুম ? কুন্তী কেন দিয়েছিল ?

অরুণা। নিজের লজ্জা গোপন রাখতে।

মায়া। আমি তা চাইনি। সত্যি বলছি অরু, আমি তা চাইনি। আমি চেয়েছিলুম পরিচয়হারা হয়ে থাকবার লজ্জা থেকে তাকে বাঁচাতে। তখন ভেবেছিলুম, দূরে রাখলেই বুঝি মায়া কাটানো যায়। এখন দেখছি তা যায় না, তখন ভেবেছিলুম জীবনে সে কখনো আমার সন্ধান করবে না, কিন্তু এখন প্রতি মুহূর্তেই যেন তার ডাক শুনতে পাই।

অরুণা। সে কোথায় আছে জান ?

মায়া। জানি

অরুণা। তবে তাকে কোলে টেনে নাওনা কেন ?

মায়া। সাহস পাইনে, অরু, সাহস পাইনে।

অরুণা। তাহলে কি হবে মা ?

মায়া। জানি অরু কি হবে।

অরুণা। কি হবে ?

মায়া। এমি করে কেঁদে কেঁদে দৃষ্টি একদিন লোপ পাবে, দুর্ব্বহ এই ব্যথার বোঝা বয়ে বয়ে দেহ একদিন ভেঙে পড়বে, অবশেষে মৃত্যু এসে মুক্তি দেবে।

অরুণা। না মা, তা হতে দোবনা।

মায়া। ওতেই সবটুকু শেষ হবে না অরু। ললাটে যার কলঙ্কের দাগ দেগে দিয়ে সংসারে ছেড়ে দিয়েছি, অভিশপ্ত জীবনের লাঞ্ছনা সইতে না পেরে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে সে আমার অনন্ত নরকবাস কামনা করবে। সন্তানের সেই সঙ্কল্প প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না, তা ব্যর্থ হতে পারে না।

অরুণা। মা, কারা যেন আসছেন। আমি দেখে আসি।

[অরুণা বাহির হইয়া গেল। মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। অরুণা একটি প্রৌঢ়া মহিলা এবং একটি তরুণীকে লইয়া প্রবেশ করিল।

মা, দেখ কে এসেছেন।

দামিনী। দিদি! [দামিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

মায়া। একি বোন! অমন করে কাঁদছ কেন? বোস।

দামিনী। আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে দিদি।

[শুভা ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মায়া সেইদিকে চাহিয়া অরুণাকে কহিল।

মায়া। মেয়েটাকে সামলা, অরু। ওকে ওই ঘরে নিয়ে যা।

[অরুণা শুভার কাছে গেল। দামিনী কন্যার দিকে চাহিল।

অরুণা। শুভা, লক্ষ্মী দিদি আমার, এমন উতলা হতে নেই।

শুভা। অরুদি! আমি কি করব?

[শুভা কাঁদিতে লাগিল। অরুণা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। মায়া উঠিয়া তাহার কাছে গেল।

মায়া। শুভা, আমার কথা শোন, মা। তুমি অরুর সঙ্গে যাও।

অরুণা। চল শুভা চল বোন।

শুভা। আমি যে পারছিনে অরুদি, কিছুতেই সইতে পারছিনে।

[অরু শুভাকে লইয়া অন্যঘরে গেল। মায়া দামিনীর কাছে আসিয়া বসিল।

মায়া। এইবার বোস। স্থির হয়ে বলো কী হয়েছে।

দামিনী। আমার শুভাকে যার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব ভেবেছিলুম, সে আজ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মায়া। বিদায় নিয়ে চলে গেল!

দামিনী। হাঁ, বলে গেল সে বিয়ে করবে না।

মায়া। বিয়ে করবে না ত এতদিন ধরে এমন মেলামেশা করল কেন ?

দামিনী। সে কথা কে জিজ্ঞাসা করবে দিদি ? মেয়েত কেঁদেই আকুল।

মায়া। হতভাগা বুঝি মনে করেছিল মেয়ে আমাদের তার খেলার পুতুল। সখ হয়েছিল, তাই খেলা করছিল ; আজ সখ মিটে গেছে তাই ধুলার মাঝে তাকে ফেলে রেখে চলে যাবার অধিকার তার আছে।

দামিনী। এক গুরুতর কারণে...

মায়া। আমি বিশ্বাস করিনা বোন, ওদের ওসব কথা আমি বিশ্বাস করিনা। আমি জানি, কারণ আবিষ্কার করতে ওদের একটুও দেরী হয়না।

দামিনী। বল্লে .

মায়া। ছলনায় ওরা সিদ্ধ, তা আমি জানি। ঠিক এম্নি একটা কারণ দেখিয়ে আমাকেও একদিন ওদেরই একজন প্রত্যাখ্যান করে চলে গিয়েছিল।

দামিনী। বল্লে, বহুচেষ্টা করেও যখন তার বাপের পরিচয় পেলোনা, তখন .

মায়া। কি বলে ?

দামিনী। বল্লে বাপের পরিচয় না পেলে কোন ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করে সে তার সম্ভ্রমহানি করতে পারে না।

মায়া। আগে তোমরা কোন খবর না শুনি ?

দামিনী। নিখিলবাবুর মতো...

মায়া। কার ? . ার নাম কল্লে ?

দামিনী। নিখিল বু।

মায়া। ওঃ !

[মায়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

দামিনী। নিখিলবাবুকে তুমি চেন, দিদি!

[মায়া নিজের মাথাটা দুই হাতে এমন করিয়া চাপিতে লাগিল যেন সে তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে চায়।

তোমার কি হোল দিদি?

[মায়া তবুও কোন কথা কহিল না।

দিদি! দিদি! অরু এদিকে শিগগীর এসত মা!

[ছুটিয়া দরজার দিকে গেল। অরু ও শুভা প্রবেশ করিল। অরু ছুটিয়া মায়ার কাছে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল।

অরুণা। মা, মাগো।

মায়া। অরু, শুরু হয়েছে—তার যাত্রা শুরু হয়েছে।

অরুণা। কার কথা বলছ মা?

মায়া। তোর ভায়ের!

অরুণা। সে কোথায়, মা বল, আমি তাকে নিয়ে আসি।

মায়া। তার কথা থাক্। তার কথা আর তুলিস্‌নে।

দামিনী। দিদি, আমাদের কি হবে?

মায়া। তার বাপের পরিচয় আমি জানি।

দামিনী। জান? তাহলে তাকে ডেকে পাঠাই?

মায়া। ডেকে পাঠাবে? (আপন মনে) কতদিন তার মুখখানি আমি দেখিনি, কতদিন, কতদিন!

দামিনী। শুনলে সে এইখানেই ছুটে আসবে।

মায়া। না, না, তার প্রয়োজন নেই।

দামিনী। তাহলে আমাদের কি হবে?

মায়া। তাইত! তোমাদের কি হবে? তোমাদের কি হবে? তুমি ·তুমি নিশ্চিন্ত থাক বোন। সে তার বাপের পরিচয় পাবে, শুভাকে সে বিয়ে করবে।

দামিনী। তোমার কথা ত কখনো অবিশ্বাস করিনি।

মায়া। এখনও করো না। আমি তাকে ফিরিয়ে আনব। আমার নিজের জন্য পারিনি, কিন্তু তোমাদের জন্য পারব।

———

চতুর্থ দৃশ্য

[নিখিলের বসিবার ঘর। নিখিল একমনে একখানি কাগজ দেখিতেছে। পড়া শেষ হইলে কাগজখানি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্করকে ডাকিল।]

নিখিল। শঙ্কর!

[শঙ্কর প্রবেশ করিল। নিখিল তাহা লক্ষ্য করিল না।

শঙ্কর। আমাকে ডাকছিলেন?

নিখিল। উইল তৈরি হয়েছে শঙ্কর, তোকে শোনাতে চাই।

শঙ্কর। আমি ও শুনতে চাইনে।

নিখিল। অজয়কে তুই আজও আপন বলে ভাবতে পারলিনি।

শঙ্কর। ওইত আমার দোষ বাবু। আমাকে যে ঠেলে দিয়ে চলে, তাকে আমি আপনার ভাবতে পারি না।

নিখিল। আমি আমার সকল সম্পত্তি অজয়ের নামে লিখে দিলুম।

শঙ্কর। আপনার পাঁঠা আপনি যদি ল্যাজে কাটেন, ত হলে আমি কি করতে পারি।

নিখিল। তোকেও কিছু দিচ্ছি।

শঙ্কর। মাইনে ছাড়া আপনার কাছে আমি কিছুই চাই না।

নিখিল। কিছুই না?

শঙ্কর। না।

নিখিল। আমার ভালোবাসা।

শঙ্কর। সে ত সবই আপনি আপনার অজয়কে দিয়েছেন।

নিখিল। অজয়ের ওপরও তোর হিংসে হয়?

শঙ্কর। হয় ত হয়! আমি তার কি করব?

নিখিল। মনে রাখবি যে, অজয়কে তুই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিস্।

শঙ্কর। রোজ রোজ ও-কথা আমি শুনতে চাইনে।

নিখিল। না, তোকে নিয়ে আর পারি না। অজয়কে যদি তুই ভালো চোখে দেখতে না পারিস্, তাহলে তোর এখানে থাকা চলবে না। তোকে যে টাকা দোব বলে উইলে লিখেছি, তাই নিয়ে তুই চলে যা।

শঙ্কর। আমি চাইনা তোমার টাকা।

নিখিল। টাকা নিবিনে ত খাবি কি?

শঙ্কর। পেট দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

নিখিল। হাঁ যা তিনি দেন, তা আমার জানা আছে।

শঙ্কর। না খেয়ে মরলেও তোমার অজয়ের কাছে ভিক্ষে করতে আসব না।

নিখিল। তা হলে তুই যাচ্ছিস্?

শঙ্কর। কোথায়?

নিখিল। এই বাড়ী ছেড়ে।

শঙ্কর। কিসের জন্য যাব, বলতে পার? গিন্নিমাকে কথা দিয়েছি, যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তোমাকে দেখব। গুরুজনের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই ভেঙে কি আমি নরকে পচে মরব। আমি কোথায়ও যাব না। পার ত জোর করে তাড়িয়ে দাও।

নিখিল। তুই-ই আমাকে পাগল করবি শঙ্কর।

শঙ্কর। পাগল আর করব কি? মাথা কি তোমার ঠিক আছে?

নিখিল। একটা পরামর্শ করবার জন্য ডাকলুম, তা আর হোলনা। যা অজয়কে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

শঙ্কর। তা দিচ্ছি। কিন্তু তারপর আমি সিধে চলে যাচ্ছি তার মায়ের কাছে।

[নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল। কার মায়ের কাছে?

শঙ্কর। তোমার ওই অজয়ের।

নিখিল। তার খবর তুই কোথায় পেলি?

শঙ্কর। যেখানেই পাই না কেন, পেয়েছি।

নিখিল। তাকে গিয়ে তুই কি বলবি?

শঙ্কর। বলব তার ছেলে সে নিয়ে যাক। আমরা আর বোঝা বইতে পারব না।

নিখিল। ওরে না, না, ও-কথা তুই বলতে যাস্‌নে।

শঙ্কর। কেন বলব না? ও ছেলে তোমার কে, যে, ওর জন্য সর্ব্বস্ব খুইয়ে তুমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে? লেখাপড়া শিখিয়েছ, মানুষ করেছ, বিয়ে দিচ্ছ, আবার কি? তুমি হবে সন্নেসী আর আমি তাই দেখব। আমি বলব না তার মাকে, সেই ডাইনি মাগীকে...

নিখিল। চুপ, চুপ, শঙ্কর!

শঙ্কর। কেন, মারবে নাকি?

নিখিল। আর যদি ও-কথা মুখে আনিস্, তাহলে তোকে আমি খুন করে ফেলব।

শঙ্কর। জানি সবই এক জাতের তোমরা। ওই তোমার

অজয়কে কোলে-পিঠে করে মনুষ্য করলাম আর সে এমন কটমটিয়ে চায় যে, মনে হয় লাফিয়ে পড়ে ঘাড় ভাঙবে। তোমার এত সেবা করলাম আর তুমি চাও এখন খুন করতে। কর, তাই কর, খুনই কর, ল্যাঠা চুকে যাক্।

নিখিল। শঙ্কর, দাদা, অবুঝ হোস্‌নে।

শঙ্কর। না, অবুঝ হবে না। তুমি যা তা করবে, আর আমি তাই দেখব?

নিখিল। যা দাদা, অজয়কে পাঠিয়ে দেগে। আমি দেখি কিছু করতে পারি কি না!

[শঙ্কর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

কারু কাছে কিন্তু তুই যাস-টাস নে।

[শঙ্কর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা শুনিয়া চলিয়া গেল। নিখিল আবার টেবিলের চেয়ারে বসিল। কাগজপত্র লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। অজয় প্রবেশ করিল

এই যে অজয় এসেছ। বোস।

[অজয় নিঃশব্দে বসিল। নিখিল ড্রয়ারের ভিতর হইতে একটি বাক্স বাহির করিল

দ্যাখ ত, এই নেকলেস্‌টা।

[বাক্স খুলিয়া অজয়ের সামনে ধরিল। অজয় দেখিতে লাগিল। কোন কথা কহিল না।

[নিখিল টেবিলের উপর বসিয়া অজয়ের কাঁধে হাত রাখিল।

নিখিল। আমার শুভা-মাকে বেশ মানবে। না?

[অজয় বাক্সটা বন্ধ করিয়া মাথা নীচু করিল।

অজয়। আপনি অন্য কথা বলুন।

নিখিল। শুভার মায়ের অনুরোধ আমি কিছুতেই এড়াতে পারলুম না। বিয়ের দিন স্থির করে ফেললুম। ভেবে দেখলুম অভিভাবকহীনা ওই বিধবাকে বেশিদিন আশায় আশায় রাখা ঠিক হবে না।

অজয়। কিন্তু এ বিয়ে হবে না।

নিখিল। বিয়ে হবে না? তুমি বল কি অজয়!

অজয়। আমি তাদের বলে এসেছি, আমি বিয়ে করতে পারব না।

নিখিল। কী সর্ব্বনাশ! ও কথা তুমি কেন বল্লে?

[অজয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিল

অজয়। আপনি কি বুঝতে পারেন না, কেন আমাকে ও কথা বলতে হ'লো?

নিখিল। কেন?

অজয়। আমার মনে যে-সব প্রশ্নের উদয় হয়েছে, তার সমাধান না হলে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারব না।

নিখিল। প্রশ্নের শেষ কোন দিনই হবে না। আর তা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। জাগ্রত মনে ত প্রশ্নের উদয় হবেই। তুমি এখন এস। আমি হাতের কাজগুলো শেষ করে ফেলি।

[অজয় ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। নিখিল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিল। তারপর আপন মনে কহিল।

কী প্রশ্ন তা কি আর আমি জানিনে! জীবনের শেষ দিন অবধি ওই প্রশ্নই যে মনকে খোঁচা দেবে, ব্যথা দেবে। দুঃখ এই যে, সব জেনেও আমি জবাব দিতে অসমর্থ।

[নিখিল আবার চেয়ারে বসিয়া কাগজ তুলিয়া লইল।

পঞ্চম দৃশ্য

[মায়ার আশ্রম-সংলগ্ন উদ্যান। ধীরে ধীরে বিলাস প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দূরে বলাই আর হরু লাট্টু খেলিতেছিল।

বিলাস। শুনছ খোকা! এই যে! এই দিকে!

[বলাই ও হরু খেলা ছাড়িয়া আগাইয়া আসিল।

তোমরা এই আশ্রমে থাক।

বলাই। হাঁ। আপনি কাকে চান?

বিলাস। আমি মায়া দেবীর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।

বলাই। তিনি ত এখন নেই, অরুদির সঙ্গে বেরিয়েছেন।

বিলাস। কখন ফিরবেন?

বলাই। তা ত জানিনে।

বিলাস। আজ ফিরবেন ত?

বলাই। ফিরবেন না!

বিলাস। তাহলে আমি একটু বসি।

বলাই। বেশত ওই বেঞ্চে বসুন।

বিলাস। হ্যাঁ, তাই-ই বসি।

[বেঞ্চে গিয়া বসিল।

তুমিও বোস, খোকা।

[তাহারাও পাশে বসিল।

তোমার নাম কি?

বলাই। বলাই।

বিলাস। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কেউ আসে?

বলাই। আসে না। কত লোক আসে। যেমন আপনি এসেছেন।

বিলাস। আমার মত লোক নয়। ছোট ছেলে. তোমার মত .. না, না, তোমার চেয়ে একটু বড় .অনেক বড় কুড়ি-বাইশ বছরের কেউ আসে?

বলাই। না। যাঁরা আসেন, সবাই আপনার মতোই বুড়ো।

বলাই। ওই মা আসছেন।

[বিলাস উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল।

বলাই। আপনি চলে যাচ্ছেন? শুনলেন না, মা আসছেন।

বিলাস। আমি যাচ্ছিনে খোকা।

বলাই। চলবে, আমরা ভিতরে যাই।

[তাহারা চলিয়া গেলে, বিলাস একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। মায়া ও অরুণা প্রবেশ করিল।

মায়া। তাকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে, অরু।

অরু। কিন্তু এই শরীর নিয়ে

[মায়া বিলাসকে দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল।

কি হোলো মা।

মায়া। ওই যে দাঁড়িয়ে অরু...

অরুণা। কে?

মায়া। ওকেই আমি চেয়েছিলুম। তুই

অরু। আমি ভিতরে যাই।

মায়া। হাঁ, ওর সঙ্গেই আমার কথা।

[অরুণা চলিয়া গেল। মায়া ধীরে ধীরে বেঞ্চির উপর বসিল। বিলাস ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল। মায়ার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মায়া আত্মসংবরণ করিয়া কহিল।

তুমি এসেছ ! তোমাকেই আজ আমার সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। বোস।

বিলাস। আমাকে দিয়ে তোমার সব প্রয়োজন তা হলে ফুরোয়নি, মায়া ?

মায়া। না। বোস।

[বিলাস বসিল।

বিলাস। হাসপাতালে তোমার কথা শুনে মনে হয়েছিল, আর কখনো আমার কথা তুমি ভাববে না।

মায়া। না ভেবে যে পারিনা। অতীতকে যে একেবারে ভুলতে পারিনা।

বিলাস। আমিও পারলুম না, মায়া। অতীতকে আমিও বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে দিতে চেয়েছিলুম কিন্তু তা তো পারলুম না। নিশি-দিন কে যেন করুণ কণ্ঠে আমায় ডাকে। কে, জান মায়া ?

মায়া। যে ই হোক্ আমি নই।

বিলাস। না, তুমি নও। খোকা।

মায়া। কে !

বিলাস। খোকা।

মায়া। সে তোমায় ডাকে ?

বিলাস। আমি যেন তাই-ই শুনতে পাই।

মায়া। তোমাকে সে কেন ডাকবে ? তোমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ ?

বিলাস। সম্বন্ধ নেই ?

মায়া। যা ছিল, তা ত তুমি নিজেই অস্বীকার করেছ।

বিলাস। কিন্তু আজ আমি তাই স্বীকার করতে চাই। আজ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করতে চাই, সে আমার পুত্র, সে আমার আত্মজ, সে আমার সর্ব্বস্ব।

মায়া। পারবে ?

বিলাস। কেন পারবনা মায়া ?

মায়া। সে যখন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তখন স্থির থাকতে পারবে ?

বিলাস। পারব।

মায়া। সে যখন তোমাকে খুন করতে চাইবে, তখন তুমি পারবে বুক এগিয়ে দিতে ?

বিলাস। হাঁ, তাও পারব। কিন্তু ..কিন্তু খুন করতে চাইবে কেন ?

মায়া। তুমি করেছিলে কেন ?

বিলাস। আমি !

মায়া। হ্যাঁ, তুমি। তুমি তাই করেছিলে। সে তোমার পুত্র, সে তোমার আত্মজ, তোমার রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত—তোমারই মতো খুনে সে-ই বা কেন না হবে ? আমি স্পষ্ট বুঝতে পারচি, তাই হবে সে।

বিলাস। না, না, সে তা হবে না।

মায়া। হবে। তার যাত্রা শুরু হয়েছে—পাপের পথে—যে-পথে তুমি চলেছিলে, সেই পথে।

[বিলাস মায়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল।

বিলাস। বল, এ কথা তোমার সত্য নয়।

[মায়া তাহার মুখের দিকে স্থির ভাবে কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল।

মায়া। মিথ্যা হলে বেচে থেকেও এই মৃত্যু-যাতনা আমাকে সইতে হোতনা।

বিলাস। মৃত্যু-যাতনা !

মায়া। হ্যাঁ, মৃত্যু-যাতনা। জান, সে কি করেছে? সরলা এক কুমারীকে বিবাহ করবে বলে আশায় আশায় রেখে সহসা তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে,—তুমি যেমন গিয়েছিলে। সর্ব্বহারা সেই বালিকার বেদনা যে আমারও বুকে জমে উঠছে। আমি যে জানি, ওই উপেক্ষার, ওই অবহেলার, ওই অমর্য্যাদার আঘাত কী দুঃসহ!

বিলাস। আমিও জানি মায়া, আমিও বুঝি, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের মর্য্যাদা না বুঝে, তা হেলায় হারিয়ে সুখের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার দুর্গতি কী অসহ।

মায়া। অভাগী সেই মেয়েটির কথা আমি ভুলতে পারব না।

বিলাস। দুর্ভাগা আমাদের সন্তানের ব্যথাই কি আমরা বুঝব না?

[মায়া বিলাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল।

মায়া। তুমি কি বলতে চাও?

বিলাস। আমরা দুজনা মিলে ওদেরকে দুর্গতি থেকে বাঁচাব।

মায়া। বাঁচাতে হলে কি করতে হবে জান?

বিলাস। বল কি করতে হবে।

মায়া। পরিচয়-হারা যাকে করেছি, তাকে জানাতে হবে পরিচয় তার আছে।

বিলাস। তাই করব।

মায়া। আজই, এখুনি।

বিলাস। আমি প্রস্তুত, মায়া।

[বিলাস উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়া। তাহলে একটুখানি অপেক্ষা কর, আমি তৈরি হয়ে আসি।

[মায়া আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইল। বিলাস তাহার পিছু পিছু একটু আগাইয়া গেল।

বিলাস। মায়া!

[মায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, কোন কথা কহিল না।

একটা কথা আমায় বলে যাও।

[বিলাস মায়ার কাছে অগ্রসর হইল। মায়ার হাত ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। মায়া পিছনে সরিয়া গেল। অন্যদিকে পান্না প্রবেশ করিল। অসংযত বেশ, অব্যবস্থিত গতি। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

পরিচয় দেবার পর সে যদি আমাকে খুন করতে চায়, তাহলে আমি বুক পেতে দোব, কিন্তু .....

পান্না। বিরাগ জেগে একেবারে বৈরাগ্য এনে দিয়েছে... খুন করতে চাইলেও বুক পেতে দেবে মানিক আমার কলির পেল্লাদ।

[টলিতে টলিতে বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

বিলাস। খুন না করে যদি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বল আর আমরা দুজনা দু'পথে যাবনা, জীবনের শেষ দিন অবধি একই পথে পাশা-পাশি চলব আমরা।

[পান্না উঠিয়া বেঞ্চির পিঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

মায়া। ও সব কথা থাক, বিলাস, ও কথায় আর প্রয়োজন নেই।

বিলাস। প্রয়োজন আছে মায়া, প্রয়োজন আছে। আমি গৃহ চাই, শান্তি চাই, স্থিতি চাই।

মায়া। আমার যে সব-চাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

[মায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইল। বিলাস পিছু পিছু অগ্রসর হইল।

বিলাস। কিন্তু তোমার ওই প্রতিশ্রুতি না পেলে তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারবনা।

[মায়া ততক্ষণ সিঁড়ির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিলাসের কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মায়া। তাহলে তোমাকে যেতে হবেনা।

[পান্না খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দু'জনাই চমকাইয়া তাহার দিকে চাহিল।

পান্না। শুধু মুখের কথাতেই মান ভাঙবে? পায়ে ধরে সাধ।

[বিলাস তাহার দিকে অগ্রসর হইল, মায়া খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিলাস। তুমি! তুমি এখানে কেন, পান্না?

পান্না। তোমারই খোঁজে। তুমি বল্লে না, তুমি গৃহ চাও, শান্তি চাও, স্থিতি চাও।

বিলাস। হাঁ, চাই।

পান্না। আমিও তাই চাই। চল, আমরাই এক সঙ্গে যাত্রা করি।

[বিলাস মায়ার দিকে চাহিল।

ওদিকে কি দেখছ? ওর ত ঘরের মায়া নেই, সংসারের সুখ ত ওকে তুমি বুঝতে দাওনি

বিলাস। তুমি এ-সব কি বলছ?

পান্না। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর?

[বিলাস ধীরে ধীরে মায়ার কাছে গেল।

বিলাস। সত্যি? ওর কথা কি সত্যি?

[মায়া কোন কথা কহিল না।

পান্না। এত বোকা তুমি! গৃহ-হারাদের যিনি বুকে ঠাঁই দিয়েছেন, ঘরের মায়া কি তাঁকে সুখ দিতে পারে?

মায়া। সত্যি। ওর কথা সত্যি।

বিলাস। সত্যি!

পান্না। মিথ্যা হতে পারে না। তোমার গৃহ আমি সাজিয়ে রেখেছি, তুমি এস।

[বিলাস তাহার দিকে ফিরিল।

তোমাকে যা শান্তি দেবে, তা আমার সঙ্গেই রয়েছে। এই দেখ।

[পান্না মদের ফ্লাস্ক দেখাইল। তাহার পর বিলাসের বাহু ধরিয়া কহিল।

আমার পাশে ছাড়া তোমার আর স্থান কোথায়? তুমি এস, আমারই সঙ্গে এস।

[তাহারা দুইজনে অগ্রসর হইল। অরুণা বাহির হইয়া আসিল।

অরুণা। মা, ঘরে চল।

মায়া। ও যে সত্যিই চলে গেল, অরু। ওর ছেলেকে ত ওর পরিচয় দিয়ে গেল না।

[মায়া দ্রুতগতিতে নামিল।

তুমি যে বলেছিলে, তুমি সেই মেয়েটিকে বাচাবে?

বিলাস। সে আমার কে?

[পান্না বিলাসকে টানিয়া লইল।

মায়া। তুমি যে বলেছিলে তোমার ছেলেকে তুমি ছন্নছাড়ার জীবন যাপন করতে দেবে না।

বিলাস। ঘর ত আমি গড়তে চেয়েছিলুম, তুমিই ত রাজী হোলে না!

পান্না। ঘর আমি তোমার জন্য সাজিয়ে রেখেছি, তুমি এস।

[পান্নার সহিত বিলাস দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

মায়া। চলেই গেল! তাহলে আমি কী করব?

অরুণা। চল মা, ঘরে চল।

মায়া। কিন্তু শুভাকে যে আমি আশ্বাস দিয়ে এসেছি। পরিচয় নিয়ে না গেলে সে যে মবে যাবে...তোর ভাইকে ছন্নছাড়ার জীবন যাপন করতে হবে। তাদেরই মুখ চেয়ে, ওরে, তাদেরই মুখ চেয়ে ওর সব দাবী আমাকে পূর্ণ করতে হবে। ওগো, তুমি শোন; তুমি যা চাও, তাই-ই হবে, তোমাকে পাশে রেখেই আমি আবার জীবনের যাত্রা শুরু করব। তুমি যেয়োনা, তুমি যেয়োনা।

[মায়া কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইল। অরুণাও তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

পঞ্চম অঙ্ক

[বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের খানিকটা লাল আলো নিখিলের ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। নিখিল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কতকগুলি কাগজপত্র গুছাইতেছে। শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছে। নিখিল তাহার হাতের কাজ সারিয়া শঙ্করেব দিকে চাহিল, উঠিয়া শঙ্করেব সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার কাঁধের উপর দুখানি হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নিখিল। বড্ড কষ্ট হচ্ছে শঙ্কর?

[শঙ্কর মুখ নীচু করিল।

আমরা সবাই যদি সুখ সুখ করে ছুটো-ছুটি করি, তাহলে কারু ভাগ্যেই যে তা জুটবে না, এই কথাটা কেন তুই বুঝিসনে?

শঙ্কর। আমি কিছু বুঝতে চাইনে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

নিখিল। তোকে সঙ্গে নিতে কি আমারই ইচ্ছে হয় না। তো'এ চেয়ে আপন আমার আর কে আছে?

শঙ্কর। কেন, তোমার ওই অজয়? সর্ব্বস্ব যাকে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছ?

নিখিল। তাকে ত ছেড়েই চলে যাচ্ছি, একেবারে পর করে দিচ্ছি।

শঙ্কব। তুমি চলে গেলে আমিই বা থাকব কেন?

নিখিল। আমাকে ভালোবাসিস বলে। আমার কর্ত্তব্যের বোঝা আমি তোর ঘাড়েই চাপিয়ে রেখে যেতে চাই। নইলে আমার যাওয়া হয় না। আর আমি যদি ওর কাছে থাকি, তা হলে কোন দিন হয়ত ও আমাকে খুন করবে। সেইটেই কি তুই চাস্?

শঙ্কর। খুন করলেই হোল! এটা যেন মগের মুলুক!

নিখিল। কিন্তু ও যে একদিন খুন করতে পারে, সে কথা তুই-ই আগে বলেছিলি।

শঙ্কর। আমি বলব, তোমার এখন কি করা উচিত?

নিখিল। বলনা।

শঙ্কর। ওর মাকে খবর দাও। সে এসে ওকে নিয়ে যাক্।

নিখিল। তা যদি সে পারত, তাহলে একদিনও কি সে ওকে দূরে রাখত? জানিসত, ছেলে-ছেলে করে সে পাগলের মতো হয়ে গেছে।

শঙ্কর। রাগই কর আর দুঃখুই কর, আমি ওর মাকে মোটেই বুঝতে পারি না।

নিখিল। কেমন করে বুঝবি দাদা। তুই ত তার জীবনের সব কথা জানিস নে।

শঙ্কর। আমাকে যদি থাকতেই হয়, থাকব। কিন্তু একথা তোমাকে বলে রাখছি, ও যে-দিন আমার অপমান করবে, সেই দিনই আমি চলে যাব।

নিখিল। পারবি ত? ওর বাড়ী ফিরতে একটু দেরি হলে যে তুই আমার চেয়েও বেশি উতলা হয়ে উঠিস্।

শঙ্কর। ভাবি, এতবড়টি করে তুল্লুম, এখন ওকে ওর মায়ের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ হয়।

নিখিল। ভাবিস্ ত? ব্যস। সব সময়েই তাই ভাবিস্। তাহলে ওর ওপর তোর আর রাগ হবেনা। দেখত অজয় কোথায়? তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। আর দেখিস্ কেউ যেন না এখানে আসে।

[শঙ্কর চলিয়া গেল। নিখিল ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শঙ্কর প্রবেশ করিল।

কি শঙ্কর? অজয়কে পেলিনা।

শঙ্কর। সে তার ঘরেই আছে। কিন্তু আমার সাহস হোলনা, তার মুখ দেখে আমার ডাকতে সাহস হোলনা।

নিখিল। শুভাকে সে বড ভালবাসত শঙ্কর! তুই যা, তাকে পাঠিয়ে দেগে। তোকে সে কিছু বলবেনা।

[শঙ্কর চলিয়া গেল। নিখিল চেয়ারে বসিল।

আর কারো বিরুদ্ধে নয়,—বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে নয়, সমাজের বিরুদ্ধে নয়, সব অভিযোগ ওর জমে উঠেছে আমারই বিরুদ্ধে। এ কথা ভাবতেও আমার আনন্দ হয়। আমার অবর্ত্তমানে কার বিরুদ্ধে ও অভিযোগ করবে।

[অজয় প্রবেশ করিল। তাহার মুখ দেখিয়া নিখিল চমকিয়া উঠিল; কিন্তু কোন কথা কহিল না।

অজয়। আমাকে আপনি ডেকেছেন?

নিখিল। হ্যাঁ বোস।

[অজয় বসিল।

নিখিল। আমি আজ চলে যাচ্ছি, অজয়।

[অজয় কোন কথা কহিলনা।

শঙ্কর এখানে থাকবে, তোমার কোন অসুবিধাই হবে না।

[অজয় তবুও কোন কথা কহিল না।

যাবার দিনে এই.কথাটিই তোমাকে আমি বলে যেতে চাই, অজয়, যে, আঘাতের বেদনা জয় করবার শক্তি ভগবান মানুষকে দিয়েছেন। সেই শক্তিতে তুমি শক্তিমান হয়ে ওঠ।

অজয়। শুধু এই কথাটি বলবার জন্যই কি আপনি আমায় ডেকেছেন?

নিখিল। আজ এই কথাটিই তোমার সব চেয়ে বেশি করে জানা দরকার।

অজয়। আমার বাপ-মায়ের পরিচয় ?

[অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল। আজই তা বলব, তুমি বোস।

অজয়। বসবার দরকার নেই, আপনি বলুন।

নিখিল। একটু স্থির হয়ে যে শুনতে হবে, অজয়।

অজয়। একবার আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন। ভেবে দেখুন যে জীবনে মা-বাবার সন্ধান পেলুমনা, তা পেলুমনা বলে সমাজে আজও একটা ঠাই করে নিতে পারলুম না। সর্ব্বস্ব দান করে যে আমাকে সুখী করবার জন্য এগিয়ে এল, অসঙ্কোচে তাকে গ্রহণ করতে পারবনা বলে প্রত্যাখ্যান করলুম, আজও আমি পরান্নে প্রতিপালিত, আপনার অনুগ্রহের দানই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। এমন অবস্থায় আমি স্থির হয়ে থাকব কেমন করে ?

নিখিল। কিন্তু একটু স্থির হয়ে না শুনলে আমার যা বক্তব্য, তা তো তুমি বুঝতে পারবেনা। এমন উত্তেজিত অবস্থায় তুমি তা সইতেও পারবেনা।

[অজয় ঘরের মাঝে কিছুকাল দ্রুত পায়চারী করিয়া ধপ করিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

অজয়। এইবার বলুন। আমি সইতে পারব।

[নিখিল, তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর মৃদুস্বরে কহিল।

নিখিল। বেশ মন দিয়ে শোন। তোমার জন্মের আগেকার কথা।

অজয়। আপনি আমার জন্ম-বৃত্তান্ত বলুন, বাইশ বছর যা গোপন রেখেছেন তাই বলুন। তার আগেকার কথার প্রয়োজন নেই।

নিখিল। প্রয়োজন আছে অজয়।

অজয়। বেশ বলুন তাহলে।

নিখিল। সংসারে তোমার মাকে একা রেখে তোমার দাদামশাই পরলোকে চলে যান। মেয়ের জন্য তিনি কিছু অর্থ রেখে যান, কিন্তু এমন কোন অভিভাবক রেখে যেতে পারেননি, যিনি তোমার মঙ্গল অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারেন।

[দুজনাই নীরব রহিল।

তোমার মা শিক্ষিতা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ত ছিলেনই; অধিকন্তু ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়।

অজয়। ছিলেন! ছিলেন বলছেন কেন? এখন কি তিনি জীবিত নেই?

[নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল। তারপর শোন। আমার শৈশবে আমরা তোমার দাদামহাশয়ের বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই থাকতুম। তখন তোমার মা ছিলেন আমার খেলার সাথী।

[নিখিল অজয়ের আসনের নিকটে গিয়া টেবিলের উপর বসিল।

ছেলেবেলাকার সেই সম্বন্ধ বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হল।

[নিখিল অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়া টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

অজয়। আসল কথাটাই এখন বলুন। বলুন, আমার মা কোথায়, কোথায় আমার বাবা?

[নিখিল উঠিয়া টেবিলের টানা খুলিতে খুলিতে বলিল।

নিখিল। তোমার দাদামহাশয় মারা যাবার দু'বছর পরে, তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁর মতো সুপুরুষ জীবনে আমি খুব কমই দেখিছি। চেহারায় এম্নি একটা শক্তির ছাপ ছিল যে, দেখলেই মনে হোত, তিনি যেন জন্মেছেন, দুর্ব্বলকে, দ্বিধাগ্রস্তকে জয় করতে।

[নিখিল মাথা নীচু করিয়া টানা হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া তাহা ভাঁজ করিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল অজয় ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখিতেছে।]

হাঁ, সে শক্তির ছাপ তোমার মুখেও আছে, অজয়।

[কথা শুনিয়া অজয় দ্রুত ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিল তারপর ড্রেসিং টেবিলের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া কহিল।

অজয়। বলুন, তারপর ?

নিখিল। তোমার মা সহজেই তাঁর ভক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের বিবাহও একরকম স্থির হয়ে গেল। কিন্তু আমি তা সইতে পারলুমনা। আমি নিজেকে উপেক্ষিত, অপমানিত মনে করলুম...আর...আর প্রতিজ্ঞা করলুম যেমন করে পারি তাদের ক্ষতি করব।

অজয়। আপনি !

নিখিল। হ্যাঁ, আমি, তোমার মায়ের ছেলে-বয়েসের বন্ধু।

[অজয় অগ্রসর হইয়া একটা চেয়ারের পিছন শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিল।

অজয়। বলুন, তারপর ?

নিখিল। তারপর কটা বছর কেটে গেল চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র করে করে, তারই ফলে তোমার মা-বাবাকে সর্ব্বস্ব খোয়াতে হোলো।

[কথাটা বলিয়া নিখিল ঘুরিয়া দাঁড়াইল

অজয়। আমি অসহায় বলেই বুঝি এসব কথা এমন করে বলতে আপনি সাহস পাচ্ছেন ?

[নিখিল ফিরিয়া দাঁড়াইল। ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল।

নিখিল। যতদিন তোমাকে অসহায় জানতুম, যতদিন বুঝতুম তুমি কর্ত্তব্য স্থির করতে পারবেনা, ততদিন ত তোমাকে এসব কথা বলিনি।

[অজয় একটু দূরে সরিয়া গেল।

তারপর শোন।

[অজয় ফিরিয়া দাঁড়াইল।

এই যে বাড়ী, ঘর, বিষয়, সম্পত্তি, এ সবই আমি করেছি তোমার মা বাবাকে বঞ্চিত করে।

অজয়। আপনি !

নিখিল। হাঁ, আমি, তোমার মায়ের ছেলেবয়েসের বন্ধু।

[শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই নিখিল অপ্রতিভের মতো কহিল।

অজয়কে একটা গল্প শোনাচ্ছি, শঙ্কর।

শঙ্কর। ছাই গল্প। কতগুলো মিছে কথা।

অজয়। মিছে কথা !

নিখিল। তুই যা শঙ্কর, আমার জিনিষ পত্তরগুলো গুছিয়ে রাখগে। সন্ধ্যা যে হয়ে এল।

[শঙ্কর অনিচ্ছা-সত্ত্বে চলিয়া গেল।

আমার জীবনের ইতিহাস ওরাত জানে না, তাই মনে করে এ-সব আমার মিথ্যে রচনা।

অজয়। কিন্তু আমার মা বাবা এখন কোথায় তাই আপনি বলুন।

নিখিল। তাদের সব-কথা আমি মুখে বলতে পারব না। আমি লিখে রেখেছি তুমি পড়ে দেখ।

[নিখিল তাহার হাতের কাগজগুলো অজয়ের হাতে দিল। বহুদিনের বুভুক্ষু মানুষ আহার্য্য পাইলে তাহা যেমন করিয়া দেখে, তেমন করিয়াই অজয় সেই কাগজগুলির দিকে চাহিয়া রহিল তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে কহিল।

অজয়। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এ পড়তে পারব না। আমার মা-বাবাকে আপনি সর্ব্বস্বান্ত করেছেন।

[অজয় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিখিল। শঙ্কর! শঙ্কর।

[শঙ্কর ছুটিয়া আসিল।

ওকে ফিরিয়ে আন, শঙ্কর, আমার কাছে ওকে ফিরিয়ে আন।

[বলিতে বলিতে সে নিজেই বাহির হইয়া গেল, তাহার পিছু পিছু শঙ্করও গেল। ধীরে ধীরে মায়া প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মায়া। শঙ্কর!

শঙ্কর। মা! তুমি এসেছ? বোস, বোস মা, বোস।

[শঙ্কর কাঁধের গামছা দিয়ে একটা সোফা ঝাড়িয়া দিল।

মায়া। শঙ্কর, তোমার বাবু?

শঙ্কর। বাবু এই পাশের ঘরেই আছেন, আমি খবর দিচ্ছি।

মায়া। না বাবা, খবর দিতে হবে না। তুমি এই কাগজখানি তাঁকে দিয়ো।

শঙ্কর। আর কাগজে কাজ নেই মা। এক কাগজ নিয়ে ত

কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেছল আব কি ! কাগজ আমি কাউকে দিতে পারব না। তুমি বোস।

[মায়া অগত্যা বসিল। শঙ্করও নীচে বসিল। দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল।

তোমার খোকা কেমন হয়েছে, জান, মা ?

মায়া। কেমন শঙ্কর, কেমন ?

শঙ্কর। ঠিক যেন বাজপুত্তুব। আর স্বভাবের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর—একেবারে বাঘের বাচ্ছা। মাঝে মাঝে এমন কটমটিয়ে চায়, মনে হয লাফিযে পডে ঘাড ভেঙে দেবে।

মায়া। শঙ্কব।

শঙ্কব। কিন্তু এও তোমায় বলে রাখছি মা, বেঁচে যদি থাকে, ওর দাপটে দশদিক কাঁপবে। তোমাদেব ওপরে কী টান ! খালি জিজ্ঞাসা করে মা বাবা কোথায ? জবাব না পেযে ক্ষেপে ওঠে। তখন মনে হয, বাবুকে ও খুন করবে।

মাযা। শঙ্কর !

শঙ্কর। কি মা !

মাযা। তুমি ও-কথা বলো না। ও তা পারে।

শঙ্কব। কী যে বল মা ! খুন করলেই হোল ! কিন্তু বাবুও তোমার মতো তাই বিশ্বাস কবেন। আর সেই জন্যেইত তিনি আজ চলে যাচ্ছেন।

মাযা। চলে যাচ্ছেন ! কোথায় ? কোথায় শঙ্কর ?

শঙ্কর। তা কি ছাই বলে ! কত করে কেঁদে বল্লাম, সঙ্গে নিয়ে যেতে, তা কি শোনে মা ? খালি বলে খোকাকে তা হলে কে দেখবে ! তা এইবার ত তুমি এসেছ, এইবার সব চুকে-বুকে যাবে মা।

মাযা। আমি এসেছি বলে কি হবে শঙ্কর ?

শঙ্কর। তোমার ছেলেকে তুমি বুকে তুলে নাও। বাবু যে ওর জন্যে সর্ব্বস্ব খোয়ালে মা। বিষয়-সম্পত্তি সব ওর নামে লিখে দিয়েছে।

মায়া। কার নামে?

শঙ্কর। তোমার ওই খোকার নামে।

মায়া। এত বড় পাগলামো করতে ওকে তোরা কেন দিলি?

শঙ্কর। কে বাধা দেবে? গিন্নীমা ত বেঁচে নেই। আর আমি হাজার হলেও চাকর।

মায়া। না, না, তাহতে পারে না, শঙ্কর। সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেবে? কিসের জন্যে?

শঙ্কর। বলত মা।

মায়া। খোকাওত আর ছেলেমানুষটি নেই। সেই বা নিতে চায় কিসের জন্য?

শঙ্কর। কে নিতে চায়? খোকা? এক কাণা-কড়িও নয়।

মায়া। তোরা তোর বাবুর একটা বে-থা দিতে পারলি নে?

শঙ্কর। মরবার সময় গিন্নিমার মুখে ও ছাড়া আর কথাই ছিল না।

মায়া। খোকাকে নিয়ে তোদের খুবই কষ্ট পেতে হয়েছে, না?

শঙ্কর। কষ্ট ত হচ্ছে এই বছর খানেক। আগে ত সোণার চাঁদ ছেলে ছিল।

মায়া। কেঁদে-কেটে বিরক্ত করত না।

শঙ্কর। অপোগণ্ড শিশু কাঁদবে না? তাতে আর বিরক্তি কি?

মায়া তোমাকেই ত কোলে-পিঠে টেনে নিয়ে বেড়াতে হোত?

শঙ্কর। এমন ছেলে ছিল, যে দেখত, সেই কোলে করতে চাইত, দৃষ্টি দেবার ভয়ে আমিই ত ছেড়ে দিতুম না।

মায়া। শঙ্কর, আমি একটিবার তাকে দেখব। ওই পর্দ্দাটার ফাঁক দিয়ে, ওরা জানতেও পারবে না।

শঙ্কর। দেখতে চাও ছাখ। কিন্তু চুরি করে কেন? আমি বাবুকে গিয়ে বলি তুমি এসেছ।

মায়া। না, না, শঙ্কর, এখন নয়। আমি একটুখানি দেখে-নি।

[মায়া পর্দা দেওয়া দরজার কাছে গিয়া অতি সন্তর্পণে পর্দা ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিল। শঙ্কর তাহা দেখিয়া আপন-মনে কহিল।

শঙ্কর। মায়ের প্রাণ, কাছে এসে কতক্ষণ থাকতে পারে। ছাখ মা ছাখ, চোখ ভরে চেয়ে ছাখ।

[মায়া ছুটিয়া শঙ্করের কাছে আসিল।

মায়া। শঙ্কর!

[শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্কর। কি মা?

মায়া। তুমি শিগ্‌গীর ও-ঘরে যাও, বাবা।

শঙ্কর। কেন মা, কেন?

মায়া। ওর মুখ দেখে আমার ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে এখুনি একটা ভয়ানক কিছু করবে ও।

শঙ্কর। কে?

মায়া। খোকা!

শঙ্কর। খোকা? দিনরাত ওই রকম করেইত ও থাকে। আমি ত তাই বলি বাঘের বাচ্ছা। কিন্তু মা, তুমি ভয় পেয়োনা। বাবু ওকে গল্প শোনাচ্ছেন।

মায়া। না, না শঙ্কর, কেউ কথা কইছে না। তার হাতে একতাড়া কাগজ, এক একবার তাই পড়ে দেখছে, আর এম্নি করে তোমার বাবুর দিকে চাইছে যে...

শঙ্কর। ও কিছু নয় মা। দেখে দেখে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

মায়া। আমার বুক কাঁপছে।

শঙ্কর। তুমি বোস মা। নিজের ছেলে সম্বন্ধে এমন ভুল কেন হয় মা?

মায়া। ওর বাপের রক্ত, শঙ্কর; ওর দেহে যে ওর বাপের রক্ত বয়ে যায়।

শঙ্কর। ওর বাপ কি খুবই ভয়ানক লোক?

মায়া। অতবড় অকৃতজ্ঞ, অতবড় নিষ্ঠুর লোক আমি জীবনে দেখিনি। তাইত ভয় হয় শঙ্কর।

শঙ্কর। নিজের ছেলেকেও তুমি বোঝনা মা?

মায়া। কেমন করে বুঝব শঙ্কর? কুড়ি বছর পরে এইত আজ ওকে প্রথম দেখলুম!

শঙ্কর। তোমার ভয় নেই মা। ও ছেলে কোন দিন কারু অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক মা। এ-ঘরে আর তো তোমার বসা চলে না। তুমি অন্দরে চল মা।

[মায়া কোন কথা কহিল না।

বাবু জানতে পারলে বড় বিরক্ত হবেন। সময়ে তোমার পায়ের ধূলো যদি পেত, তাহলে কি এ বাড়ীর এই লক্ষ্মী-ছাড়া দশা হতে পারত মা!

মায়া। শঙ্কর!

শঙ্কর। কিছু মনে করোনা মা। আমি যে তোমাদের সব কথাই জানি। বুড়ো মানুষ মনের দুঃখে বলে ফেলেছি। তুমি এস মা।

মায়া। কিন্তু সে কি ঠিক হবে শঙ্কর?

শঙ্কর। মা ভুলে যেয়োনা আজ থেকে এ বাড়ী তোমার ছেলের—আমার নতুন মনিবের। তুমি এস।

[শঙ্কর পথ দেখাইল মায়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।]

[অজয় বেগে প্রবেশ কবিল, তাহাব পিছনে পিছনে নিখিল।

অজয়। এত বড় বিশ্বাসঘাতক, আপনি!

অজয় নিখিলেব গায়ে এক তাড়া কাগজ ছুঁড়িয়া মাবিল।

[নিখিল ম্লান হাসি হাসিয়া কাগজখানি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

আমি আপনাকে হিতৈষী জেনে এতদিন শ্রদ্ধা কবে এসেছি, আজ ..

নিখিল। আজ বুঝতে পারছ শ্রদ্ধাব পাত্র আমি নই?

অজয়। আজ থেকে আপনাকে আমি পবম শত্রু বলে মনে কবব, আজ থেকে আমি প্রতিশোধ নেবাব চেষ্টা কবব।

নিখিল। প্রতিশোধ।

অজয়। হাঁ, প্রতিশোধ। এত বড প্রতিহিংসাপবায়ণ পশু আপনি যে, এক নাবী আপনাকে তাব ভালোবাসা দিতে পাবলনা বলে, আপনি তাকে ত সর্ব্বস্বান্ত করলেনই, তাব শিশু পুত্রকে অবধি লালন-পালন কবে বাঁচিয়ে বাখলেন, বড কবে তুল্লেন শুধু তার অসহায় অবস্থা, পবিচয় হীন হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার তাব অপবিসীম লজ্জা উপভোগ কবতে।

নিখিল। তুমি কি ঠিক বুঝে নিয়েছ যে, ওই জন্যেই তোমাকে আমি বাঁচিয়ে বেখেছি, বড কবে তুলেছি?

অজয়। এব চেয়ে আপনি আমাকে সেই শিশুকালে হত্যা কবলেন না কেন? আপনার এই জঘন্য আচবণেব চেযে তাও যে ছিল ভাল।

নিখিল। হত্যাকে তুমি খুবই সহজ, খুবই স্বাভাবিক বলে মনে কব? মনে ভাব যে, মানুষেব প্রতি মানুষেব অবিচাবের প্রতিকাব হত্যাব দ্বাবাই অনায়াসে সাধিত হয়।

অজয়। আপনার ও-দর্শনের কথা আমি শুনতে চাইনা—আমি জানতে চাই, একটা পবিবাবেব প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচাব আপনি কেন করলেন?

নিখিল। আমার যা বলবার তা তো এই কাগজেই লেখা আছে। তুমি তা পড়েও দেখেছ।

অজয়। আর কিছু আপনার বলবার নেই?

নিখিল। না।

অজয়। তাহলে শুনুন, আমি আজ প্রতিশোধ নিতে চাই...আমি চাই...আমি চাই...

[কি বলিবে, কি করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অজয় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিখিল। তুমি যা চাও, তা এই টানার মাঝেই পাবে।

[নিখিল ড্রেসিং টেবিলটা দেখাইয়া দিল। অজয় ছুটিয়া ড্রেসিং টেবিলের কাছে গেল। টানাটা খুলিয়া ফেলিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া নিখিলের দিকে চাহিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

নিখিল। প্রতিশোধ নেবার জন্য ওইত তোমার চাই।

[অজয় আবার ছুটিয়া টানা হইতে রিভালভার বাহির করিয়া পরম আগ্রহভরে তাহাই দেখিতে দেখিতে কহিল।

অজয়। হাঁ, এই-ই আমি চাই, এই-ই আমি চাই,...বিশ্বাসঘাতক!

[নিখিলের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অজয় রিভলভার তুলিল। মায়া ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

মায়া। নিখিল!

[নিখিল ও অজয় দুই জনেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

এ সব কি নিখিল!

নিখিল। আমি ওই পাগলকে ক্ষেপিয়ে একটু আমোদ করছিলুম।

মায়া। কিন্তু তুমি ত জান ওর বাপের রক্ত...

অজয়। আমার বাবাকে আপনি জানেন? বলুন কোথায় তিনি, বলুন কে আপনি?

মায়া। সবই বলব। কিন্তু তার আগে এই দেবতার কাছে তুমি ক্ষমা চাও।

অজয়। আপনি জানেন না, উনি আমাদের কি সর্ব্বনাশ করেছেন।

মায়া। উনি কি করেছেন আর করেন নি, তা আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানেনা!

অজয়। কে আপনি!

মায়া। নিখিল পরিচয় দাও।

[নিখিল চুপ করিয়া রহিল।

সঙ্কোচ কিসের নিখিল! আঘাতের জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি, পরিচয় আজ দিতেই হবে। ভুলোনা নিখিল কার রক্ত ওর দেহের শিরায় শিরায় আজ এই উন্মাদনা জাগিয়ে তুলচে। ভুলনা ওর বাপও একদিন হেলায় এক কুমারীকে ত্যাগ করেছিল, ভুলনা ওর বাপও একদিন প্রতিপালককে হত্যা করে তার পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছিলে। ও যে আজ সেই পথেই চলেছে, ওকে ফেরাও নিখিল।

অজয়। কে আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার পিতৃ-নিন্দা করছেন? আমার সম্বন্ধে অসঙ্গত কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছেন না?

মায়া। নিখিল, বল আমি কে?

নিখিল। অজয়, ইনিই তোমাব মা!

অজয়। মা!

মায়া। তোমার হাতের অস্ত্র দৃঢ় করে ধর, ওর প্রয়োজন ফুরোয়নি।

নিখিল। হ্যাঁ, এই তোমার মা, মানবী নন দেবী।

অজয়। যাকে তুমি সর্ব্বস্বান্ত করেছ!

মায়া। সর্ব্বস্বান্ত করেনি, নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার গচ্ছিত ধন উনি রক্ষা করেছেন।

অজয়। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে।

মায়া। আমাদের সম্বন্ধে উনি যা বলেছেন সব মিথ্যা, ওঁর সম্বন্ধে তুমি যা জেনেছ সব ভুল।

অজয়। সব ভুল! কিন্তু সে ভুল কে ভাঙবে?

মায়া। আমি।

নিখিল। মাকে আজ পেয়েছ, সেইটেই কি সব চেয়ে বড় কথা নয়?

অজয়। এখেনো পাইনি, শুধু, দেখেছি।

মায়া। তোমার প্রতি যত অবিচার হয়েছে, জীবনে যত লাঞ্ছনা তুমি পেয়েছ, তার জন্য দায়ী আর কেউ নয়, দায়ী আমি। সেই জন্যই ত বলছিলুম, তোমার হাতের অস্ত্র দৃঢ় করে ধর, তার প্রয়োজন ফুরোয়নি।

অজয়। তুমি যদি আমার মা, তুমি যদি এনে থাক আমাকে এই পৃথিবীর বুকে, তাহলে বল, বল আমার পাষাণী জননী, সন্তানের কোন্ অপরাধে তুমি তাকে সুন্দর এই পৃথিবীর সব সুখ, শান্তি, স্নেহ, ভালোবাসা থেকে এমন করে বঞ্চিত রেখেছ?

মায়া। তোমার হাতের অস্ত্র দৃঢ় করে ধর।

অজয়। অস্ত্র! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এর প্রয়োজন ফুরোয় নি। এ আমাকে মুক্তি দেবে।

মায়া। না! না!

নিখিল। অজয়!

মায়া। ওর কাছে সব অপরাধ স্বীকার না করলে, না পারব ওর শাস্তি নিতে, না পারব ওকে বুকে ঠাঁই দিতে।

নিখিল। তা হলে আমিই বলি।

মায়া। না নিখিল, নিজের মুখেই আমি তা বলব। ওকে কোলে

পেয়ে যে গৌরব আমি অনুভব করেছিলুম, তার কাছে সকল লজ্জা যে ম্লান হয়ে যায়! অস্ত্র দৃঢ় করে ধর। আমার কোলে তুমি যখন এসেছিলে, তখন আমি কুমারী।

অজয়। কুমারী!

মায়া। হ্যাঁ।

অজয়। নিজের সেই লজ্জা গোপন রাখবার জন্য তুমি আমায় ত্যাগ করলে।

মায়া। না। তোমাকে কোলে পাবার জন্য কোন দিন আমি লজ্জা অনুভব করিনি।

অজয়। তবে?

নিখিল। তুমি পাছে লজ্জিত হও, সেই ভয়েই নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে দেবার মত যাতনা সয়েও তোমার মা তোমাকে এতদিন তাঁর কাছে থেকে দূরে রেখেছিলেন।

অজয়। কিন্তু আমার বাবা? তাঁর সম্বন্ধে কোন কথাইত আপনি বলছেন না।

মায়া। স্বার্থ-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে সরে পড়েন—তুমি যেমন শুভার কাছ থেকে সরে এসেছ।

অজয়। আমার চেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী শুভার আর কেউ নেই।

মায়া। তবুও যে আঘাত তুমি তাকে দিয়ে এসেছ, তা সইবার মত শক্তি তার নেই।

অজয়। যে আঘাত নিজে পেয়েছি তার খবর কে রাখে?

মায়া। রাখি বলেইত বলছি, অস্ত্র দৃঢ় করে ধর। সে আঘাত তোমাকে পেতে হয়েছে আমারই কোলে আসবার দুর্ভাগ্যের ফলে। নাও প্রতিশোধ!

অজয়। আমার বাবা?

নিখিল। তাঁর পরিচয় তুমি পাবে পুলিশের গোপন দপ্তরে। লম্পট, মাতাল, নরহন্তার পুত্ররূপে যাতে না তুমি পৃথিবীতে পরিচিত হও, তারই জন্য তোমার এই মা দীর্ঘকাল কারাগারে কাটিয়েছেন, জীবনের সব সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে ফিরেছেন। তোমার...

অজয়। থামুন, থামুন, থামুন! আমি আর শুনতে চাইনে আর শুনতে আমি পারিনে...ভগবান, এ আমার কী পরিচয়! এই নিয়ে আমি কেমন করে বেঁচে থাকব?

[অজয় উন্মত্তের মতো অস্থির হইয়া উঠিল। নিখিল ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল, মায়া হাতে মুখ লুকাইল।]

নিখিল। অজয়, অজয়!

অজয়। আপনি! আপনি সব জেনেও আমাকে কেন বাঁচিয়ে রাখলেন? বাঁচালেন যদি, তাহলে কেন আমাকে শিক্ষিত করে, ভদ্র সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করলেন? পরিচয়হীন আমাকে যদি আপনি পথে ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমি হয়ত তাদেরই সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারতুম, যারা কোন পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে আসেনা, যারা কারু কাছে সুবিচার চায় না, মর্য্যাদা চায়না, আঁধারের রাজ্যে উপেক্ষায় অবহেলায় যাদের দিন কাটে। আজ আমার এখানেও স্থান নেই, সেখানেও নয়।

মায়া। নিখিল!

অজয়। মা, এতবড় ভুল তুমি কেন করলে? কেন আমাকে বুক থেকে ঠেলে ফেলে দিলে? তোমার স্নেহে তোমারি কোলে আমি বেড়ে উঠতুম, সমস্ত মন দিয়ে আমি তোমাকেই চাইতুম। তুমি কি, তাত জানতে চাইতুম না।

নিখিল। আমি তোমাকে সুশিক্ষা দিয়েছি এই আশা নিয়ে যে, এ জ্ঞান একদিন তোমায় হবে যে, মানুষ তার জন্মের জন্য দায়ী নয়।

অজয়। জন্মের জন্য দায়ী নয়?

নিখিল। না।

অজয়। তবে পরিচয় হারাদের এত লাঞ্ছনা কেন?

নিখিল। আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে না বলে। সংসারে যাদের কোনই পরিচয় নেই কেবল তারাই লাঞ্ছিত হয় না, আত্ম-প্রতিষ্ঠায় অক্ষম লোক মাত্রেরই লাঞ্ছনার অবধি নেই।

[শুভা প্রবেশ করিল।

শুভা। অজয়!

[ছুটিয়া কাছে আসিল।

একি অজয়, তোমার হাতে রিভলভার কেন?

অজয়। প্রয়োজন আছে।

শুভা। কোন প্রয়োজন নেই। ও তুমি আমাকে দাও।

অজয়। তুমি জান না শুভা।

শুভা। কিছু জানবার দরকার নেই।

[শুভা রিভলভারটা নিজের হাতে লইল। তার পর নিখিলের কাছে গিয়া কহিল।

আমার হয়ে এইটে আপনি রেখে দিন ত।

[নিখিল সেটা লইয়া তাহার নিজের টেবিলের ড্রয়ারে রাখিয়া দিল।

তুমি যে এতবড় বীর হয়ে উঠেছ, তা ত জানতুম না অজয়—হাতে একেবারে রিভলভার!

[নিখিল আসিয়া মায়ার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল।

নিখিল। চল মায়া, ওদের আমরা একা থাকতে দি।

[দুইজনে পিছনের দিকে গেল।

শুভা। কে যাচ্ছেন? ওঁকে যেন আমি চিনি! মায়ের মতই যে মনে হচ্ছে।

অজয়। কার মা?

শুভা। সকলের। ছেলে-বুড়ো সকলের, ধনী দরিদ্র সকলের। তিনিই কি?

অজয়। তুমি কার কথা বলছ? আমিত বুঝতে পারছিনা।

শুভা। আমি একটিবার দেখে আসি। তিনি যে আমাকে আশা দিয়ে এসেছেন, তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবেন।

অজয়। শোন শুভা, আমি আমার মা বাবার সন্ধান পেয়েছি।

শুভা। পেয়েছ? তাহলে ত আমাদের মিলনের কোন বাধা নেই!

[নিখিল ও মায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অজয়। আছে। যার অস্তিত্ব কল্পনা করে আমি দূরে এসেছিলুম, আজ তার বাস্তব রূপের পরিচয় পেয়েছি।—আমি পরিচয়হীন, আমি গোত্রহীন!

শুভা। কোথায় তোমার মা, কোথায় তোমার বাবা?

অজয়। বাবা কোথায় জানিনা, মাকে শুধু দেখেছি।

শুভা। দেখেছ?

অজয়। তুমিও দেখ। ওই আমার মা।

[শুভার সমস্ত মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শুভা। ওই তোমার মা? মা! মা!

[শুভা ছুটিয়া মায়ার দিকে গেল।

অজয়। শোন, শোন, শুভা!

[শুভা মায়াকে জড়াইয়া ধরিল।

শুভা। তুমি আমাদের মা! আগে কেন বলনি মা! এস মা, তোমাকে নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে।

[মায়াকে টানিয়া লইয়া আসিল, নিখিল পিছনেই দাঁড়াইয়া রহিল।

অজয়। শুভা!

শুভা। শুধু তোমারই মা নন, আমারও মা।

অজয়। আমার একটা কথা শোন, শুভা।

শুভা। মা তুমি কাঁপছ কেন, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি এইখানে বোস মা!

[শুভা মায়াকে একটা চেয়ারে বসাইল। নিজে হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

তোমার ছেলে হয়ে ও বলে যে ওর পরিচয় নেই!

মায়া। ওর অপরাধ নেই মা, ওর কোন অপরাধ নেই।

শুভা। এখনো তুমি দূরে দাঁড়িয়ে! আমি যদি জানতুম এই আমার সত্যিকারের মা, তাহলে এখুনি পৃথিবীর সমস্ত লোককে শুনিয়ে বলতুম, দেখ এই আমার মা! শুনে তাদের হিংসে হোত। হোতনা মা?

মায়া। আমার পাগলী মেয়ে।

[শুভা অজয়ের দিকে চাহিল।

শুভা। তবু দূরে দাঁড়িয়ে।

[উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া অজয়কে টানিয়া আনিল।

মায়া। ওরে আয়, আয়!

[মাতা ও পুত্র দুইজনেই দু'জনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিখিল চলিয়া গেল।

খোকা! আমার খোকা! আমার খোকা!

[মায়া চোখ মুছিয়া শুভাকেও টানিয়া লইল। শুভাও তাহার কোলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। ধীরে ধীরে শঙ্কর আসিয়া কাছে দাঁড়াইল,—হাতে তাহার একখানি লম্বা খাম।

শঙ্কর। মা!

মায়া। কি শঙ্কর?

শঙ্কর। বাবু তোমার খোকাকে এইখানা দিতে বল্লেন;—তাঁর দান-পত্র।

মায়া। তোমার বাবু কোথায় শঙ্কর?

শঙ্কর। জিনিষপত্র গোছ-গাছ করছেন, এখুনি চলে যাবেন।

মায়া। চলে যাবেন। কোথায়? তুমি তাকে ডেকে আন শঙ্কর, ডেকে আন।

শঙ্কর। তাঁকে ত তুমি জান মা।

মায়া। খোকার যে ক্ষমা চাওয়া হয় নি; সারা জীবন ধরে সে ভাববে খোকা কত বড় অকৃতজ্ঞ!

অজয়। মা তুমি ভেবোনা। আমি তাকে ফিরিয়ে আনছি। কোথায় তিনি যাবেন? কিন্তু মা..তোমার স্নেহের পরশ আজ এই প্রথম পেলুম! সব ব্যথা দূরে চলে গেল।

শুভা। দূরে ত তবু দাঁড়িয়েছিলে।

মায়া। ওর এই অভাগী মাকে যে ও তখনো ক্ষমা করতে পারেনি।

অজয়। দূরে যদি না রাখতে।

শুভা। আর কিন্তু আমরা দূরে থাকব না।

অজয়। আর কিন্তু তোমাকে আমরা যেতে দোব না।

শুভা। মা, তুমি কাঁপছ কেন?

মায়া। আনন্দে।

অজয়। মা, তুমি কাঁদছ কেন?

মায়া। আনন্দে।

অজয়। মা তুমি অমন করে কি দেখছ ?

মায়া। ছোট একখানি বাড়ী। তার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর মত একটি মেয়ে। তার রূপ-গুণ আত্মীয় স্বজনের গর্ব্বের সামগ্রী, সোনার চাঁদ ছেলে মেয়ে—

[মায়ার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া মায়া আসনে ঢলিয়া পড়িল।

অজয়। মায়ের কি হোল শুভা ?

শুভা। মা !

[দুইজনে মায়ার গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখতে লাগিল।

অজয়। শঙ্কর দা, মায়ের আমার কি হোলো ?

[শঙ্কর আগাইয়া দেখিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল।

শঙ্কর। বাবু ! বাবু !

[নিখিল ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল।

নিখিল। কি শঙ্কর ?

শঙ্কর। ওই দিকে দেখুন, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

[নিখিল মায়ার কাছে ছুটিয়া আসিল। অজয় মায়ার মুখের কাছে মুখ লইয়া ডাকিল।

অজয়। মা ! মা !

শুভা। মা ! মা, গো !

নিখিল। মা আর নেই অজয় !

অজয়। মা ! মা !

শুভা। মা ! মাগো !

[নিখিল কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল,—শঙ্কর চোখ মুছিল, সমস্ত মঞ্চ আঁধার হইয়া গেল—ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।